পুত্রদায়

(নাটক)

শ্রীপরিতোষ মুখোপাধ্যায়

—দু' টাকা—

প্রকাশক : শ্রীমতী অনুরাধা দেবী
১২৮।বি, কালীঘাট রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দীপালী প্রেস
১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩২৭

—প্রাপ্তিস্থান—

১। কথা ও কাহিনী—
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

২। আধুনিক—
১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

৩। মুখার্জি বুক হাউস—
৫৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

৪। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ—
১১-এ, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

৫। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং—
১১৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলিকাতা—২৫

৬। ব্যানার্জিস্ বুক সিণ্ডিকেট—
৬৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা—২৬

উৎসর্গ

কৌতুক-কৌস্তুভমণি

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীজহর রায়ের

করকমলে-

-পরিতোষ

—চরিত্র-লিপি—

সোমেশ্বর	...	...	দায়গ্রস্ত পুত্রের পিতা ও ধনী ব্যবসায়ী
রাধু	...	...	সোমেশ্বরের পুত্র
নীলমণি	...	...	সোমেশ্বরের ভাগিনেয়
কুমার (মিঃ ঘোষ)	...	...	একজন প্রস্তাবক
পণ্ডিত	...	...	জনৈক পুরোহিত
দিলীপ	...	...	লিলিদের প্রতিবেশী
আশীষ	...	...	লিলির প্রণয়াকাঙ্খী
ত্রিগুণা	...	...	" "
ভুলো	..	...	সোমেশ্বরের ভৃত্য
প্রথম কেরাণী	...	...	
দ্বিতীয় কেরাণী	...	....	
প্রথম ভদ্রলোক	...	...	
দ্বিতীয় ভদ্রলোক	...	...	
মিঃ মিটার	...	...	কুমারের সহকর্মী
মিঃ প্যাট্রা (পাত্র)	...	...	
মলিনা	...	...	লিলির মা
লিলি	...	...	সুন্দরী আধুনিকা
মমতাময়ী	....	...	রাধুর মা
ব্রজেশ্বরী	...	...	রাধুর বৌ
মিস্ বাগ	...	...	

'পুত্রদায়' নাটকটি রচনা করেছিলাম ১৯৬০ সালের শেষের দিকে। আমার কয়েক জন বন্ধু নাটকটি পড়ার পর আমাকে এর অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবে তাগাদা দিতে থাকেন।

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় 'মিনার্ভা' মঞ্চে। এর অভিনয় দেখে বহু নাট্যরসিক ও সমালোচক এর নিয়মিত অভিনয়ের জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন।

এর পরেও নাটকটি পর পর দুইবার অভিনীত হয়। 'পুত্রদায়' যে কন্যাদায়ের বিপরীত শব্দ তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ দর্শকদের কাছে এ নাটকটি শুধু হাসির খোরাক হিসেবে পরিগণিত হ'তে পারে, কিন্তু আসলে এটি satire drama.

উচ্ছ্বসিত হাসির মাঝেও আছে সমাজের করুণ মর্ম্মবেদনা। আগামী দিনের সেই সমাজকে কল্পনা করেই আমার এ নাটক লেখা।

কোনো নাট্যসংস্থা "পুত্রদায়" অভিনয়ের পূর্বে আমাকে জানালে খুশী হব।

—নাট্যকার

একটি অভিমত

চোখ মেলে যে জীবনকে দেখতে পাবে সেই সত্যকারের দ্রষ্টা—।
আমাদের সমাজ পালটে যাচ্ছে। নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে তারই
ভেতর কত বিভিন্ন দৃশ্য, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

নাট্যকার শ্রীপবিতোষ মুখোপাধ্যায় এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে
"পুত্রদায়" রচনা করেছেন।

কন্যাদায় তো আছেই, এইবার "পুত্রদায়" কি ভাবে সমাজে বাসা
বেঁধেছে নাট্যকার কৌতুক ও কারুণ্যে তার সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন।

অভিনয়ও বেশ উপভোগ্য হয়েছে। সমাজকে যে শ্লেষ বিদ্রূপ
করা হ'য়েছে তা' যুগোপযোগী হয়েছে।

স্বাঃ—"স্বপনবুড়ো"

পুত্রদায়

—ঃ প্রথম অঙ্ক ঃ—

১ম দৃশ্য

একজন ধনী ব্যবসায়ীর ঘরের একটি সেট। ঘরের মাঝ বরাবর হইতে সিঁড়ি উঠিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই পার্শ্বে উঠিয়া দ্বিতলে গিয়াছে। ঘরটি বড, আসবাব পত্রের মধ্যে কয়েকটী সোফা ও টেবিল, দেওয়ালে টাঙ্গান দু-একখানা ঠাকুরের ছবি, ঘড়ি রহিয়াছে। তবে আধুনিক ফ্যাসানে ঘরটি ঠিক সাজান নয়। ঘরে সোফায় বসিয়া বাড়ীর গৃহিনী মমতাময়ী খবরের কাগজ হইতে পাত্র-পাত্রী কলম-এর পাত্রীর ঠিকানা পছন্দমত লিখিয়া রাখিতেছেন। একমাত্র পুত্র রাধুর বিবাহের জন্য তিনি খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাধু লেখাপড়া শিখে নাই, চেহারাও সুশ্রী নয়। তাই বহু সম্বন্ধ আসিয়াও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মমতাময়ী যেখানে খবর পান সেইখানেই পুত্রের জন্য বিবাহের কথা পাড়েন কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা অনুযায়ী সমসাময়িক ঘর হইতে যে সকল বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে, সেই সকল পাত্রীরা সকলেই শিক্ষিতা— কেহই রাধুকে পছন্দ করেন নাই। এখন যেন কন্যাদায় বলিয়া কোন সমস্যা কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের নাই। অবস্থা ঠিক—বিপরীত হইয়া গিয়াছে। পাত্রীরা ছেলেদের দেখিতে আসেন, পছন্দ করেন, পাত্রীর জন্য পাত্রদিগের নিকট হইতে পণ গ্রহণ করেন। সমস্যা তাই দাঁড়াইয়াছে অশিক্ষিত, কুশ্রী ছেলেদের লইয়া, তাহাদের বিবাহ লইয়া। আর যে সকল পাত্রেরা পাত্রী পক্ষের অনুগ্রহ পাইয়াছেন সেইক্ষেত্রে বিবাহে যৌতুক লাগিতেছে না। পাত্রী স্বয়ং যেখানে পাত্র পছন্দ করিতেছেন—ভালবাসা করিয়া বিবাহের কথা উঠিতেছে সেইখানে পণ হয়ত লাগিতেছে না। এমনই একটি সমস্যার সম্মুখীন যেন তাঁহারা হইয়াছেন।

মমতাময়ী খুব দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। কাগজ নিয়া মনোযোগ সহকারে পাত্রীদের ঠিকানা বাছিয়া লিখিতেছেন। এমন সময় ভৃত্য ভুলো প্রবেশ করিল।

সে একটী খবর নিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মমতাময়ীকে ব্যস্ত দেখিয়া সে ইতস্ততঃ করিতেছে। হঠাৎ ভুলোর ধাক্কা লাগিয়া টিপয়ের ওপর রাখা পিতলের ফুলদানীটা সশব্দে মেঝেতে গড়াইয়া পড়িল। আওয়াজ শুনিয়া মমতাময়ী দেখিলেন ভুলো অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াইয়া আছে— তিনি ভুলোকে প্রশ্ন করিলেন।]

মমতাময়ী :—কি করলি, ফুলদানীটা ভাঙ্গলি ত' ;—এখানে কি করছিলি এ্যাঁ ?

ভুলো :—আজ্ঞে, কিছু নয়—পণ্ডিত মশাই এসেছেন—আপনাকে খবরটা দিতে বললেন।

মমতা :—(পণ্ডিতের কথা শুনিয়া স্বর পরিবর্তন করিলেন) ও পণ্ডিত মশাই এসেছেন তা হলে ·খোকার ঠিকুজীটা দেখতে দিয়েছিলাম যা, সঙ্গে করে ওঁকে এখানে নিয়ে আয়।

(ভৃত্য ভুলো মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া প্রস্থান করিল)

[মমতাময়ী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খবরের কাগজটি একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিলেন। কলমটি ড্রয়ারে রাখিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে ভৃত্যসহ পাঁচকড়ি পণ্ডিতমশাই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরনে ধুতি, গায়ে নামাবলি। পৈতাটি গলায় দেখা যাইতেছে। চেহারা বেশ গোলগাল, মাথায় টিকি। তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মমতাময়ী একটু আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মমতা :—আসুন পণ্ডিতমশাই, আপনার কথাই ভাবছিলাম—বসুন।

পাঁচকড়ি পণ্ডিত :—হ্যাঁ বসব—

মমতা :—এই শোন, পণ্ডিতমশাইয়ের জন্য একগ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ ক'রে নিয়ে আয়। যা গরম পড়েছে—

পণ্ডিত :—(বাধা দিয়া) আহা না না, সরবৎ লাগবে না—বেশ আছি। আপনি বসুন দিকি, ব্যাপারটা আপনাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

মমতা :—সে হবেখন। আপনি কষ্ট করে এতদূর এলেন, একটু বিশ্রাম করুন—যারে সরবৎ নিয়ে আয়।

পণ্ডিত :—দাঁড়াও, দাঁড়াও—তাহলে সরবৎটা এখন আর খাব না, সকালে পূজো সেরে কিছু মুখে দিইনি—খালি পেটে সরবৎটা—

মমতা :—ও, তাই বলুন। যা, বেশ বড দেখে চারটে রাজভোগ নিয়ে আয়—একটা প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে আসবি—যা।

(ভৃত্য প্রস্থান করিল)

পণ্ডিত :—যাক্, এবার কাজের কথাটা শুনুন মা ঠাককণ—আপনার খোকাব ঠিকুজী দেখলাম—।

মমতা :—(ব্যগ্র হইয়া) দেখেছেন। কেমন দেখলেন পণ্ডিতমশাই? বিয়ের যোগটোগ আছে তো?

পণ্ডিত :—ব্যস্ত হবেন না মা ঠাকরুণ, আপনার ছেলের ঠিকুজী বেশ ভাল। তবে বিবাহের ব্যাপাবে আমি ওকে একটা মাদুলি দেব। এ মাদুলিটা হচ্ছে—ত্রি-শক্তি সম্পন্ন। একটি হল স্বাস্থ্য দিনেব পর দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় হল বিবাহযোগ। ওর সংস্পর্শে যে মেয়ে আসবে সে আর ওকে ভুলতে পারবে না। আব তৃতীয় হল—প্রভুত্বশক্তি। এই শক্তিতেই সে স্বাধীন হয়ে সুখে জীবন যাপন করবে।

মমতা :—এর আগে ত' কত কবচ ওকে ধারণ করালুম—কোন ফল হয়নি। আপনি ক'মাস আগে ওকে যে কবচটা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, কবচটা ধারণ কবলে ওব মুখ চোখে বুদ্ধিমানের মত দীপ্তি ফুটে উঠবে—কিন্তু কই, সেদিনও ওকে মেয়েরা দেখতে এসে বললেন—ও নাকি বোকা—এমন কি দৃষ্টিটা পর্য্যন্ত।

পণ্ডিত :—এটা কি বললেন মাঠাকরুন! আপনার ছেলে বোকা একথা অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি না। বোকা সে মোটেই নয়, তবে আজকাল-কার ছেলেদের মত বোম্বেটে নয়। ভাল মানুষ হলেই লোকে আজকাল বোকা বলে।

মমতা :—কথাটা ঠিকই বলেছেন আপনি। ছেলে আমার বোকা একথা আমার মনেও স্থান দেয়না। ঠিক আছে, আপনি এই মাদুলীটা ওকে

পরিয়ে দিয়ে যান। আজ আবার ওকে দেখতে আসবার কথা আছে।

পণ্ডিত:—বেশ ত', আমি না হয় মাদুলিটা ওকে পরিয়ে দিয়ে যাই—ওকে ডাকুন তাহলে।

মমতা:—ও এখন ঘরে নেই, ওর বাবার সঙ্গে চুল কাটতে গেছে। ভাল করে চুল না কাটলে ওকে আবার বোকার মত দেখায়।

(ভৃত্য প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটা প্লেটে গোটা চারেক রাজভোগ, অপর হাতে এক গেলাস জল। সে টেবিলের কাছে আসিলে মমতাময়ী টেবিলের নিকট আসিলেন)

মমতা:—এইখানে রাখ, আসুন পণ্ডিতমশাই, একটু মিষ্টিমুখ করুন। ওরে হাত ধোবার জলটা এই খানেই আন।

পণ্ডিত:—(বাধা দিয়া) থাক্ মা ব্যস্ত হবেন না, আমি বাইরে থেকে হাত ধুয়ে আসছি। (উঠিলেন)

মমতা:—যা বাথরুমে নিয়ে যা তাহলে।

(পণ্ডিত ও ভৃত্য দুই জনেই প্রস্থান করিল)

মমতা:—(খাবার ডিসটা সাজাইতে লাগিলেন) দেখি, ত্রিশক্তি কবচটা পরে যদি কিছু উপকার হয়। কত সম্বন্ধ এল গেল, ছেলেটাকে পছন্দ কেউ করছে না। ওর বিয়েটা দিতে না পারলে আর শান্তি নেই।

(পণ্ডিত মহাশয় প্রবেশ করিলেন)

পণ্ডিত:—একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে—দু-এক জায়গায় যাবার কথা আছে। (বসিয়া) মেয়েদের বিয়ের জন্য আগে কত সম্বন্ধ দেখেছি, বিয়ে দিয়েছিও। আর এখন? কলিকাল মা, কলিকাল। (খাইতে খাইতে) সব উল্টো—এখন ছেলেরাই পাত্রীদের দোরে ধর্না দিচ্ছে।

মমতা:—তা যা বলেছেন, আমাদের সময় কি ছিল আর কি হচ্ছে এখন—ভাবতে পারি না।

(এমন সময় পুত্র রাধু প্রবেশ করিল। বেশ বোকা চেহারা,—মাথার চুল সামনে করে আঁচড়ানো। বয়স ২৮।২৯, পরণে পায়জামা, সার্ট। রাধু প্রবেশ করিয়া পণ্ডিতমশাইকে দেখিয়া আনন্দিত হইল।)

মমতা :—এই তো রাধু এসেছে। রাধু এসো বাবা—পণ্ডিত মশাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রাধু :—(কাছে ছুটিয়া আসিল) পণ্ডিত মশাই, আপনি কখন এসেছেন ?

(প্রণাম করিল)

পণ্ডিত :—অনেকক্ষণ হল বাবা। একটা মাদুলি তোমাকে ধারণ করাব বলে অপেক্ষা করছিলাম—বসো।

রাধু :—পণ্ডিত মশাই—।

পণ্ডিত :—কি বাবা—?

রাধু :—আমার জন্য বুঝি পাত্রীর সংবাদ এনেছেন ?

পণ্ডিত :—পাত্রী ? না বাবা—তবে তোমার জন্য আমি একটা পাত্রী দেখেছি—কথাটা একদিন সময় বুঝে পাড়বো।

মমতা :—সত্যি নাকি ? কই এতক্ষণ তো বলেন নি ?

পণ্ডিত :—বলবার ভরসা পাইনি মাঠাকরুণ। তাদের অবস্থা ঠিক আপনাদের মত স্বচ্ছল নয়, এই আর কি। এঘরে যে কাজ হবে, এখনও ভাবতে পারিনি মা।

রাধু :—মেয়ে দেখতে কেমন ? ফিলিমের অভিনেত্রীদের মত নিশ্চয়ই ?

পণ্ডিত :—অভিনেত্রী ? ছিঃ বাবা, ও সব বলতে নেই।

মমতা :—হ্যাঁ বাবা, তোমার জন্য আমরা সুন্দরী পাত্রী দেখে দেবো। পণ্ডিত মশাই, আপনি বরং মাদুলিটা ওকে ধারণ করান, আমি রাধুর স্নানের বন্দোবস্ত করে আসি—ওরে মানদা কোথায় গেলি ? গরম জল বসা—খোকা স্নান করবে....

(বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন)

রাধু :—(গম্ভীর হইয়া) পণ্ডিত মশাই ?

পণ্ডিত :—কি বাবা ?

রাধু—আমি বিয়ে করব না।

পণ্ডিত :—কেন ? কেন ? তোমাকে কে কি বলেছে ?

রাধু :—হুঁ, মেয়েরা দেখতে আসে আর বলে যায়—বোকার মত নাকি আমার চেহারা, মুখ্যু—আরও কত কি !

পণ্ডিত :—লেখাপড়া যা জানো তা যথেষ্ট ! এঘরে লেখাপড়ার প্রয়োজন কি ? বোকা ? বোকা ওই মেয়েগুলো—হ্যাঁ, বোকা বইকি !

নিজেদের ভবিষ্যৎ যারা দেখে না, তাদের বোকা বলবনা ত' বলবো কাদের? লেখাপড়া, লেখাপড়া ধুয়ে জল খাবে—আর এই অর্থ, সম্পত্তি? তুমি কিছু ভেবোনা বাবা, আমি এসব রীতিমত চিন্তা করেছি—শুধু রাজী হলেই হয়, ব্রজেশ্বরীর কি এত ভাগ্য হবে, ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন?

রাধু:—কাব কথা বলছেন পণ্ডিতমশাই, ব্রজেশ্বরী? কি সুন্দর মিষ্টি নাম—খুব সুন্দর দেখতে বুঝি?

পণ্ডিত:—এ্যাঁ, না,....হ্যাঁ সুন্দর তো বটেই, এখন ভগবানের হাত—কথাটা পাড়তে ভরসা পাইনে বাবা।

রাধু:—ব্রজেশ্ববী....আহা....আহা....হা, সুন্দর সুন্দর।

(মমতাময়ী প্রবেশ করিলেন)

মমতা:—পণ্ডিতমশাই, রাধুকে এইবাব মাদুলিটা দিন, ওর স্নানের বন্দোবস্ত করে এলাম। একটু বাদেই ওকে আবার দেখতে আসবে—বড দেবী হয়ে গেল।

পণ্ডিত:—হ্যাঁ এস বাবা রাধু, মাদুলিটা পরিয়ে দিই—গলায় পরতে হবে।

(বড একটা মাদুলি বাহির করিলেন)

রাধু:—(মাদুলি দেখিয়া) ওরে বাবা, এতবড় মাদুলি? এত' একটা ঢোলকের মত। না, এটা আমি গলায় পরব না। বিশ্রী দেখাবে—মেয়েরা আবার বোকা বলবে....হ্যাঁ।

মমতা:—পণ্ডিতমশাই, আপনি বরং ওটা ওর হাতে পরিয়ে দিন। আজকালকার যা সব মেয়ে, ওই মাদুলি দেখলে আবার অন্য কিছু মনে করে বসবে।

পণ্ডিত:—ঠিক আছে, এখন না হয় হাতে পরিয়ে দিচ্ছি—তবে, রাতে কিন্তু গলায় বেঁধে শুতে হবে, নইলে কোন ফল হবে না। এ ত্রিশক্তি কবচের কত গুণ তা ও পরবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে। দামও তো কম নয়—পাঁচশো টাকা! এস বাবা, হাতে এটা বেঁধে দিই। এই—এই ব্যস্—(পরাইলেন) কেমন লাগছে এখন রাধু?

রাধু:—ভাল, খুব ভাল....ও খুব আনন্দ হচ্ছে....ও ব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী....ও...

(ছুটিয়া প্রস্থান করিল)

মমতা :—(অবাক হইলেন) ওকি, ও অমন করে ছুটে চলে গেল কেন? ব্রজেশ্বরী ?....কি ব্যাপার, পাগল টাগল হয়ে গেল নাকি ?

পণ্ডিত :—(হাসিয়া) না-না, কোন ভয় নেই—ত্রিশক্তির গুণ ধরেছে—৪৪০ ভোল্টের মত শক্তিশালী এ কবচ, তাই প্রথম ধারণে একটু বেশী বলে মনে হচ্ছে আর কি। ভয় নেই মা সয়ে যাবে—আচ্ছা তা হলে উঠে পড়ি এখন, বেলা হল। (উঠিলেন)

মমতা :—হাঁ—আসুন। ওকে এখন স্নান করাতে হবে, সাজাতে হবে—ওঁরা এখুনি এসে পড়বেন।

পণ্ডিত :—ঠিক আছে মা চলি....হাঁ, একটা কথা ছিল মা ঠাকরুণ।

মমতা :—বলুন—আপনার টাকাটা পরে এসে নিয়ে যাবেন।

পণ্ডিত :—না মা, সেকথা নয়।

মমতা :—তবে ?

পণ্ডিত :—বলছিলাম যে, বাধুর মনটা বড় ভাল....তাই ওর মনের ওপর জোর করা ঠিক হবে না...।

মমতা :—ঠিক বুঝলাম না....,

পণ্ডিত :—না না এমন কিছু নয়. হয়ত ওর যে মেয়ে পছন্দ হবে—সেটা আপনাদের অপছন্দ হলেও বাধা দেওয়া ঠিক হবে না।

মমতা :—না-না বাধা দেব কেন ? বাধুর যা পছন্দ, আমাদেরও সেই পছন্দ। ওর সুখই আমাদের সুখ। আমি এখন ওর একটা বিয়ে দিতে পারলে বাঁচি পণ্ডিতমশাই—

পণ্ডিত :—সুখের কথা, সেই ভাল—আচ্ছা মা চলি এখন—

মমতা :—আসুন।

(পণ্ডিতমশাই প্রস্থান করিলেন। মমতাময়ীও উপরে গেলেন। একটু পরে ভুলো প্রবেশ করিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের পরিত্যক্ত গেলাস, ডিস তুলিয়া নিয়া চলিয়া যাইবে এমন সময় বাড়ীর কর্তা সোমেশ্বরবাবু প্রবেশ করিলেন, পিছনে একজন মহিলা ও Mr. Patra)

সোমেশ্বর :—কই, কোথায় গেল সব ? এই তুই আছিস—যা তোর মাকে খবর দে, ওঁরা রাধুকে দেখতে এসেছেন। এই যে আসুন, দয়া করে বসুন !

(ভুলো আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া উপরে গেল)

মহিলা :—দেখুন, বেশী দেরী কিন্তু করতে পারবো না—তাড়াতাড়ি করুন।

(বসিলেন)

সোমেশ্বর :—হ্যাঁ, এখুনি আসবে—খবর দিয়েছি, এই এল বলে।

মহিলা :—আমাদের অনেক কাজ আছে—আপনি বরং একটু এগিয়ে দেখুন-ছেলেকে সাজাবার কোন দরকার নেই।

সোমেশ্বর :—আচ্ছা আমি যাচ্ছি, এখুনি ওকে নিয়ে আসছি।

(উপরে গেলেন)

মহিলা :—বাড়ীটা বড় সেকেলে ধরণের, বড় বড় ঘর—তেমন গোছান নেই, কি বলেন Mr. Patra?

Mr. Patra :—হু, এদের Taste খুব ভাল হবে বলে মনে হয়না।

(ভুলোর প্রবেশ)

ভুলো :—দিদিমণি....ও দিদিমণি?

মহিলা :—কে? কে দিদিমণি?

ভুলো :—আজ্ঞে আপনাকে বলছিলাম।

মহিলা :—কি বলছিলে? ভদ্রভাবে কথা বলতে জাননা—? লেখাপড়া শেখনি?

ভুলো :—আজ্ঞে না। শিখিনি বলেই ত' এ দুর্ভোগ।

মহিলা :—বলে কি Mr. প্যাটরা? আমাদের চাকরটা এবছর স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে—কথাবার্তা কেমন ভদ্র—চেহারাও বেশ। আমাদের সঙ্গে কত জায়গায় যায়—চাকর বলে কেউ সন্দেহ করে না।

(ভুলোর প্রস্থান)

মহিলা :—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। ছেলে দেখাবার নাম নেই এখনও?

Mr. Patra :—আর বলেন কেন? কত ছেলেই ত' দেখা হল পছন্দ মত একটাও পাওয়া গেল না।

মহিলা :—হ্যাঁ। আমাদের লালিমার চেহারাও যে সুন্দর নয—ভালবেসে যে বিয়ে করবে তারও উপায় নেই। কয়েকটা ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করল, কিন্তু বিয়ে কেউ করতে চাইল না।

Mr. Patra :—সে ত' নিশ্চয়ই, লালিমার চেহারাটা যদি আমাদের লিলির মত হত তাহলে কোন ভাবনাই হতনা।

মহিলা :—লিলি? কে বলুন তো?

Mr. Patra :—আমাদের মহিলা সমিতির functionএ নাচলো সেদিন—মনে পড়ছে না ?

মহিলা :— ও ; হ্যাঁ, হ্যা। মনে পড়েছে। চমৎকার দেখতে মেয়েটিকে—ছেলেরা ত' ওর পায়ে লুটোবে—চুপ করুন, ওই আসছেন।

(সোমেশ্বরবাবু পুত্র বাধুকে ধরিয়া প্রবেশ করিল। বাধু যথাসম্ভব মুখ নিচু করিয়া ছিল)

সোমেশ্বর :—এই যে ছেলে এনেছি। দয়া করে দেখুন।

মহিলা :—হুঁ। বসুন।

সোমেশ্বর :—বোসো বাবা, ওরা তোমাকে বসতে বলছেন।

মহিলা :—আপনার নাম কি ? (বাধু বসিল)

সোমেশ্বর :—নাম বল বাবা।

বাধু :—(একটু চুপ থাকিয়া) কোন নামটা বলব বাবা ?

মহিলা :—তার মানে ? নাম আবার ক'টা থাকে ?

সোমেশ্বর :—না না সেকথা নয়—মানে ও হল বাড়ীর আদুরে ছেলে কিনা—তাই মাসী, পিসী, দিদিমা, কাকীমা এক এক নামে আদর করে ডাকেন, হে হে হে—এই আর কি।

মহিলা :—ও বেশ, যেটা ভাল মনে হয় বলুন।

বাধু :—আমার দিদিমা না. .দিদিমা না....আমাকে ভোঁদা বলে ডাকেন।

মহিলা :—ইস্ কি বিশ্রী নাম।

বাধু :—বাবা, বিশ্রী বলছেন—।

সোমেশ্বর :—তুমি একটা ভাল নাম বল না বাবা।

বাধু :—বেশ বলছি, মাসামা আমাকে দুলাল বলে ডাকেন—হু, এখন তো আর খারাপ বলতে পারবে না বাবা।

মহিলা :—কি করেন ?

সোমেশ্বর :—আজ্ঞে কি আ'র করবে....বলতে নেই, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ওর যা আছে তা চোদ্দপুরুষ—

মহিলা :—তা হলেই বা, পুরুষ মানুষ বসে থাকাটাও ভাল নয়। কিছু করা দরকার।

সোমেশ্বর :—কথাটা ঠিকই বলেছেন। তবে ওর এখনও এমন কিছু বয়স হয়নি—সময় হলে অবশ্য নিশ্চয়ই দেখাশুনা করবে।

মহিলা :– কত বয়স হল আপনার ?

(এমন সময় মমতাময়ী পর্দার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

রাধু :– বাবা, ওই দেখ আবার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করছেন।

সোমেশ্বর :– হেঁ হে, কত আর—এই কুড়ি একুশ হবে. ।

মহিলা :–এঁ্যা কি বলছেন আপনি ! কুড়ি একুশ ? আরে, দেখে তো ছত্রিশ বলে মনে হচ্ছে ! কি Mr. Patia ?

সোমেশ্বর :–আজ্ঞে না ! আদরে মানুষ, তাই বয়সটা বেশী বলে মনে হচ্ছে আর কি ?

মহিলা :–আমাদের মেয়ের বয়সও প্রায় উনত্রিশ হল।

Mr. Patia :– না, তেত্রিশ ।

সোমেশ্বর :–ওরে বাবা, এত বয়সের মেয়ে—এখনও বিয়ে হয় নি ?

মহিলা –বিয়ে ত' আর ছেলেখেলা নয় ? ভাল শিক্ষিত পাত্র চাই. আর ওকে সেই উপযোগী করা হয়েছে গত তিন বছর হল এম, এ পাশ করে স্কুলে মাষ্টারী করছে।

সোমেশ্বর :– বেশ বেশ, তা বেশ ।

মমতা :– (আড়াল হতে) ওগো, বলনা – আমাদের তাতেও কোন আপত্তি নেই .

সোমেশ্বর :–হে হে সে ত নিশ্চয়ই– শুনছেন উনি মানে আমার স্ত্রী বলছেন তাতে কোন বাধা নেই, এখন আপনাদের পছন্দ হলেই হয়।

মহিল :– বেশ ভাল কথা আজকাল ওসব আর কেউ মানে না। বরং মেয়েদের বয়স বেশী হওয়াই ভাল, সংসার সামলাতে অসুবিধা হয় না।

(মমতাময়ী আনন্দে গদ গদ হইয়া প্রস্থান করিলেন। চাকর ভুলোকে ইসারায় খাবার সাজাইতে বলিলেন। ভুলোও প্রস্থান করিল)

মহিলা :–বেশ, তা না হয় হ'ল। কিন্তু কতদূর লেখাপড়া শিখেছেন ?

রাধু :- (ঘাবড়াইয়া) এঁ্যা—ও বাবা, বাবা – বাবা।

মহিলা :– ওমা, ও আবার কেমন ? ছেলেমানুষের মত অমন বাবা বাবা বলে চেঁচাচ্ছেন কেন ? কতদূর পড়াশুনা করেছেন বলুন।

রাধু :–(কান্নার সুরে) না আমি বলব না – বাবা, দেখনা – এঁরা আমাকে

লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তুমি না বাবা বলেছিলে—
কেউ লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর দিবি না—

সোমেশ্বর :—দেখুন, রাগ করবেন না। লেখাপড়া শিখে ওর কি হবে? যা আছে তা—ওর চোদ্দপুরুষ....।

মহিলা :—সেকি? কিছুই লেখাপড়া জানে না? ছিঃ ছিঃ, ছেলেকে লেখাপড়া শেখান নি আর তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন? চলুন Mr. Patra, এর মধ্যে আরও দুটো ছেলে দেখা হয়ে যেত ...।

সোমেশ্বর :—আহা চটছেন কেন? আমি কিন্তু নগদ ভালই দেবো বিশ হাজার—হ্যাঁ বিশহাজার টাকা। শুনুন যাবেন না—একটু ভেবে দেখুন।

মহিলা :—না, আর বলবার দরকার নেই—অশিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চাইতে—মেয়ে কুমারী থাকা ভাল। আচ্ছা মশাই, আপনি কি করে ভাবতে পারলেন একজন মূর্খ ছেলের সঙ্গে একটা এম-এ পাশ মেয়ের বিয়ে হবে?

সোমেশ্বর :—এই কি শেষ কথা? (ঘরের দিকে স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া) ওগো শুনছো। একবার এদিকে এস না · এই যে শুনুন, চলে যাবেন না·· শুনছেন? অন্ততঃ জলযোগটা সেরে গেলে পারতেন।

মহিলা :—কোন দরকার নেই।

সোমেশ্বর :—সেকি? আপনাদের জন্য মালাই, চম্‌চম, রাজভোগ এনেছিলাম, অন্ততঃ একটু মুখে দিয়ে যান। শুনছেন, শুনুন—

(রাধু মিষ্টির নাম শুনিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া ঠোঁট চাঁটিতে লাগিল)

মহিলা :—না। কোন প্রয়োজন নেই। চলুন Mr. Patra। একি আপনি আবার এদিকে এলেন কেন? আসুন।

(Mr Patra ও মহিলাটি প্রস্থান করিলেন।
পিছন পিছন সোমেশ্বর বাবুও গেলেন)

(ভুলো দুইটি ডিসে রাজভোগ ইত্যাদি নিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। ভুলো ঘরে ঢুকিয়া মহিলাকে দেখিতে না পাইয়া অবাক হইল। সে একপা একপা করিয়া রাধুর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রাধু খাবারের ডিসের দিকে আড়চোখে দেখিতেছে ও এক সময় সুযোগ বুঝিয়া একটা রাজভোগ ধীরে ধীরে তুলিয়া মুখে দিল। এমন সময় মমতাময়ী

প্রবেশ করিলেন, তিনি কর্তাকে দেখিতে না পাইয়া দুয়ার অভিমুখে গেলেন। সোমেশ্বরও ফিরিয়া আসিলেন। রাধু মুখে রাজভোগসহ মথটী নীচু কবিষা রাখিল। মমতাময়ী খুশী মনে সোমেশ্বর বাবুর দিকে কিছুটা আগাইযা গেলেন)

মমতা :—হ্যাগো ডাকছিলে কেন ? ওবা চলে গেলেন তা রাধুকে পছন্দ করে গেলেন ত ?

সোমেশ্বর :—ছাই হল। তোমাব এ ছেলেকে কাবো পছন্দ হবে না। আমার এত টাকা পযসা সব হার মেনে গেল।

—(রাধুব দিকে) এই যে, মুখ নীচু করে কনে হ'যে বসে আছেন। (কান ধরিযা) ওঠ, ওঠ হতভাগা, না জানে একটা কথা বলতে, না জানে কিছু. .

(কান ধরিষা টানিযা তুলিলেন। বাধু ভ্যাঁ করিযা কাঁদিযা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মখেব বসগোল্লাটি মাটিতে পডিযা গেল। সোমেশ্বর লক্ষ্য করিলেন না, ভুলো নজর কবিল। সে একবাব নিজের খাবার ডিসের দিকে দেখিল এবং সবই যখন বুঝিল তখন সেও কযেক পা পিছনে গিযা আব একটা বসগোল্লা মুখে দিযা প্রস্থান করিল। রাধু তখনও চীৎকার কবিতেছে।)

মমতা :—থাক, থাক, তাই বলে কানটা ছিঁড়ে ফেলবে নাকি ?

সোমেশ্বর :—(কান ছাড়িয়া) হুঁ, থাক—থাকো তোমার আদুবে ছেলেকে নিযে। আমি আব বিযের ব্যাপারে নেই—হ্যাঁ।

মমতা :—তোমাকে আর থাকতে হবে না। এবার যা করবার আমিই করব।

সোমেশ্বর :—হুঁ—সেই ভাল, বাঁচি তাহলে।

(দ্রুত প্রস্থান করিলেন)

রাধু :—মা ?

মমতা :—বাবা।

রাধু :—ওরা কি বলে গেল মা ?

মমতা :—যা খুশী বলুক,—এবার আমি চেষ্টা করে তোর বিয়ে দেবই।

রাধু :—মা, আমি পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ী যাবো—উনি ভাল পাত্রী দেখে দেবেন বলেছিলেন।

মমতা :– ঠিক আছে। তাই যাও বাবা, ড্রাইভার বাড়ী চেনে–তাকে বল, সে তোমাকে গাড়ী করে পৌছে দেবে। আমি যেমন করেই হোক তোর বিয়ে দেবই। যেমন পাত্রী হোক না কেন–আর আপত্তি করব না।

(মমতা প্রস্থান করিলেন)

রাধু :– চমৎকার হবে। ড্রাইভার–ড্রাইভার গাড়ী বের করো–আমি বেরুব .. উ' ব্রজেশ্বরী–ব্রজেশ্বরী। ড্রাইভার গাড়ী বের কব। ব্রজেশ্বরী গাড়ী বেব কর আমি বেরুবো।

(ছুটিয়া প্রস্থান করিল)

—ঃ দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ—

[সময় সন্ধ্যা]

[লিলিদের বাড়ী। লিলির মা মলিনা দেবী ঘরে খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া পানের বাটা নিয়ে পান সাজিতেছেন। তাহার বয়স ৪৪।৪৫ হইবে, কিন্তু স্নো-পাউডার এর প্রলেপে অপেক্ষাকৃত কম দেখাইতেছে। পরণে কাল চুল পাড় শান্তিপুরে ধুতি, গলায় হার, হাতে চুড়ী—বেশ পরিপাটি করিয়া কেশ বিন্যাস করিয়াছেন। কিছু পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা লিলি প্রবেশ করিল। তাকে সুন্দরী বলা চলে। দেহ-গঠন সুন্দর, বয়স ২২।২৩, বেশভূষা মোটামুটি। লিলি মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়া কি যেন বলিল। মলিনাদেবী তাহা শুনিয়া একটু সামলাইয়া, পা দুটী তুলিয়া খাটের উপর আসন হইয়া বসিলেন এবং লিলিকে ইঙ্গিতে ভিতরে যাইতে বলিলেন। লিলি প্রস্থান করিল। মলিনাদেবী ইচ্ছা করিয়া অন্যমনস্ক হইলেন। ইতিমধ্যে একজন যুবক প্রবেশ করিল। তাহার বেশভূষা পরিপাটি, দেখিলে বড়লোকের ছেলে ব'লয়া মনে হয়; যুবক আশীষ ধীরে ধীরে মলিনাদেবীর নিকটে আসিল। সে কিছু বলিবে বলিয়া আসিয়াছিল কিন্তু মলিনাদেবী অন্যমনস্ক থাকায় সে সুযোগ পাইতেছিল না। মলিনাদেবী ইচ্ছা করিয়া একটু পাশ ফিরিয়া মুখে পান গুজিতে লাগিলেন। আশীষ নিরুপায় হইয়া পরে ডাকিল।]

আশীষ ঃ—মাসীমা।

মলিনা ঃ—কে ?

আশীষ ঃ—আমি মাসীমা, আশীষ।

মলিনা ঃ—(ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া) আ-শী-ষ ! কোন আশীষ বলত' বাবা, আমাদের এখানে আরও ত' দু-একজন আশীষ আসে....!

আশীষ ঃ—আজ্ঞে, আমার নাম আশীষ চট্টোপাধ্যায়। আমাদের বালীগঞ্জে বাড়ী—ভবানীপুরে তিনখানা ফ্ল্যাট—!

মলিনা :—আরে তাই বল। তুমি বালীগঞ্জের আশীষ, তাই বলবে ত' ? তুমিই ত' বাবার একমাত্র সন্তান—তাইনা বাবা ?

আশীষ :—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মলিনা :—হ্যাঁ। তোমরা আসো যাও সবাইকে ত' চিনতে পারিনা, তাই নামটা খেয়াল করে মনে না করিয়ে দিলে—তা, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো। বল, কি বলবে শুনি।

[আশীষ বসিল।]

আশীষ :—আজ্ঞে তেমন কিছু নয—বলছিলাম, লিলির সম্বন্ধে কথাটা—যদি অনুমতি দেন—।

মলিনা :—[গম্ভীর হইলেন] দেখ বাবা, লিলি আমার একমাত্র সম্বল। ওর যাতে ভাল হয় তাই আমার দেখা উচিত, কি বল, কথাটা ঠিক নয় ?—হুঁ, তুমি কি ওকে বিবাহ করবে বলে মনস্থ ক'রেছ ?

আশীষ :—আজ্ঞে—।

মলিনা :—না না, লজ্জা করার ব্যাপার এটা নয। আজকালকার ছেলে তোমরা, সব কথা পরিষ্কার হওয়া ভাল। আচ্ছা, লিলিকে তুমি ভালবাসো, তাই না ?

আশীষ :—হ্যাঁ।

মলিনা :—হুঁ, বেশ পরিষ্কার করে বলো। লিলি ও তাহলে তোমাকে ভাল বাসে কেমন ?

আশীষ :—আজ্ঞে সেটা ওকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করে দেখিনি। তবে আমার মনে হয, লিলি আমাকে নিশ্চযই পছন্দ করে।

মলিনা :—না, হ'ল না।

আশীষ :—(উঠিয়া দাড়াইল) কি হ'ল না, বিবাহ ?

মলিনা :—না, কথাটা বলা ঠিক হ'ল না। দেখ বাবা, পছন্দ করা আর ভালবাসা এক জিনিষ নয়। ধর, কোন একটা জিনিষ তুমি পছন্দ কর, তাই তোমার সেটা ভাললাগে—এটা মনের কোন নিভৃত জায়গার কথা নয়—একটা সাময়িক মনের পরিবেশের কথা। আজ যেটা ভাল লাগে, কাল তা নাও লাগতে পারে।

আশীষ :—কিন্তু লিলি জানে, আমি তাকে কতটা—।

মলিনা :—বুঝলাম। বেশ, যদি তাই হয়—বিয়ের ব্যাপারে তোমার বাবারও

মতামত এর প্রযোজন আছে। অবশ্য তোমরা বলবে তার কোন প্রযোজনই নেই, নিজের মতই যথেষ্ট। কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখার প্রযোজন আছে—

আশীষ :—(মাথা চুলকাইয়া) ভবিষ্যৎ।

মলিনা :—হ্যাঁ ভবিষ্যৎ। তোমরা আর আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘর। বিবাহের ব্যাপারে তোমার বাবার যদি মত না থাকে, তাহ'লে এই বিবাহ করাব কারণে তিনি তোমায তেজ্যপুত্র ক'রতে পাবেন।

আশীষ :—[চমকাইযা উঠিল] তেজ্যপুত্র।

মলিনা :—চমকে উঠলে মনে হ'চ্ছে। হবারই কথা। দেখ বাবা, একটা কথা তোমাকে সোজাসুজি জানিযে দিই, তুমি আগে বাবার মত করাও—তারপর শুধু মত হ'লেই চলবেনা, বিবাহের আগে লিলির নামে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিতে হবে।

আশীষ :—কিন্তু—।

মলিনা :—কোন কিন্তু নয বাবা। এটা করাতেই হবে। আজ তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে, কাল কি হবে বলা যায না। তাই ও যাতে সুখে থাকে, কারো অধীনে থেকে কারো দয়া পাত্রী না হ'তে হ'য সেটা আমাকে দেখতেই হবে। জীবন অর্থের প্রযোজন সব চেযে বেশী—ভালবাসা বল, ভাললাগা বল, করুণা বল সব ওই অর্থ থাকলেই ভাললাগে। হে হেঁ——তোমাকে অকারণে এত কথা বলতে হল, কিছু যেন আবার মনে কোরোনা।

আশীষ :—না, মনে ক'রব না। আমি এত কথা কোনদিন ভেবে দেখিনি, এখন দেখব। ঠিক আছে, আমি বরং বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জানাব। বিয়েব আগেই অর্দ্ধেক সম্পত্তি? ঠিক আছে, আমি মত করিযে নেব—ও হযে যাবে। তবে আর একটা কথা ছিল।

মলিনা :—বেশ ত, বল।

আশীষ :—এখন লিলির সঙ্গে মেলামেশায আপনার কোন আপত্তি——।

মলিনা :—না না, কোন আপত্তি নেই, আমার আপত্তি শুধু কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে—তখন তার ভালমন্দে আমাকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে।

আশীষ—লিলির সঙ্গে একটু তাহ'লে দেখা ক'রব।

মলিনা :—ও এখন ঘরে নেই—একটু বেরিয়েছে। তুমি বরং পরে আর এক সময় এবো।

আশীষ :—বেশ, পরেই না হয় আসবো। আচ্ছা, এখন চলি।

[প্রস্থান উদ্যত হইল]

মলিনা :—হ্যাঁ, শোনো আশীষ।

আশীষ :—(ফিরিয়া) আমায় বললেন ?

মলিনা :—হ্যাঁ। তুমি কি গাড়ী নিয়ে এসেছ ?

আশীষ :—আজ্ঞে হ্যাঁ—কেন ?

মলিনা :—একটু দাঁড়াও তাহ'লে, আমি বেরুবো—নিউ মার্কেটের দিকে যাবো, গোটা কয়েক জিনিষ কেনার ইচ্ছে ছিল।

আশীষ :—বেশ ত, আসুন না, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

মলিনা :—ঠিক আছে, তুমি গাড়ীতে একটু অপেক্ষা করো, আমি চট্ করে তৈরী হয়ে নিই।

আশীষ :—বেশ তাই যাচ্ছি।

[আশীষ প্রস্থান করিল।]

মলিনা :—লিলি, ও লিলি।

[লিলি প্রবেশ করিল।]

লিলি :—কি বলছ ?

মলিনা :—দেখ, আমি আশীষের সঙ্গে একটু বেরুচ্ছি—তোর কোন ফরমাস আছে নাকি ?

লিলি :—না।

মলিনা :—যা, আমার ব্যাগটা নিয়ে আয়। হ্যাঁ, ভাল কথা, কুমার বাহাদুর আসবেন—আজ এখানেই খাবেন। ঘরে আর কিছু হাঙ্গামা করব না—দোকান থেকেই সব নিয়ে আসবো। আশীষ যখন সঙ্গে আছে, কোন চিন্তা নেই।

লিলি :—কে কুমার বাহাদুর আবার ?

মলিনা :—(একগাল হাসিয়া) নতুন পরিচয় হয়েছে, তুই চিনবি না। অত বড় জমিদারের বংশ, কোন দেমাক নেই। ছেলেটি বড় ভাল,

রাজপুত্তুরই বটে। আলাপ করলেই বুঝতে পারবি। সেদিন মহিলা সমিতির একটা মিটিংএ হঠাৎ পরিচয় হ'য়ে গেল। নিজে থেকেই আসবে বলেছে—এত বড় সুযোগটা আমি আর ছাড়ি কি করে বল ? খাবার কথাটা পেড়ে ফেললাম ওই জন্যে।

[লিলি ব্যাগ আনিতে প্রস্থান করিল।]

—আশীষ ছেলেটাকে আরও ঘোরাতে হবে। বেশ সরল। বলে কিনা, লিলি ওকে পছন্দ করে—তাও আবার বোধহয়—হা হা—পছন্দ করে তাও বোধ হয়——

[লিলি ব্যাগ নিয়া প্রবেশ করিল।]

এনেছিস্ ? দে। শোন, আমি না ফেরা অবধি বের হ'সনি যেন। কুমার বাহাদুর যদি আসেন বসতে বলিস, যেন চলে না যান।

লিলি :—ঠিক আছে।

[মলিনাদেবী প্রস্থান করিলেন।]

[লিলি সোফায় বসিল। সেলফে রাখা ম্যাগাজিন নিয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। এমন সময় লিলির প্রণয়ী নীলমণি প্রবেশ করিল। লিলি তাহাকে দেখিয়া খুশী হইল। উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিল।]

লিলি :—আরে, কি খবর। এস এস—এতদিন পরে—

নীলমণি :—একলা ঘরে বসে কি করছিলে ?

লিলি :—কি আর করব, ভাবছিলাম।

নীলমণি :—কি ভাবছিলে আবার ?

লিলি :—কেন, ভাবতে নেই বুঝি ?

নীলমণি :—ভাববার সময় কই ? আজকাল খুব ব্যস্ত থাকো—অবসর কোথায় ?

লিলি :—সত্যিই ভাবছিলাম—তোমার কথা।

নীলমণি :—আমার কথা ? তাই নাকি ?

লিলি :—অবিশ্বাস হ'চ্ছে ?

নীলমণি :—অবিশ্বাসের কথা নয়, সত্যিই তুমি যেন কেমন হ'য়ে গেছ।

লিলি :—সত্যি ! আচ্ছা, আজ তোমার কি হ'য়েছে বলত ?

নীলমণি :—কিছু হয়নি। আগের সে লিলি আর তুমি নেই। দুদিন পরে এলে কৈফিয়ৎ চাইতে, আর এখন ? দু-মাস পরে এলেও জিজ্ঞাসা করনা—কেন এলাম না।

লিলি :—ঝগড়া করবে বলে মনে করে এসেছো দেখছি। তুমিও ত' জানতে চাইছো না আমি কেমন আছি ?

নীলমণি :—তুমি ত' ভালই আছো, খারাপ থাকবেই বা কেন ? এখন তোমার খুশীতেই ভবে আছে আলো, বাতাস—

লিলি—ও, আবার কবিত্ব করা হ'চ্ছে ? আলো বাতাসে ভরা আমার এ খুশী তোমার মনে দোলা দেয় তাহ'লে ?

নীলমণি—না। অন্ধকারে পড়ে আছি, এখন সেখানে আলো বাতাস ঢোকেনা, তোমার খুশী উঁকিও মারেনা।

লিলি—না : তোমার সঙ্গে কথায় পারবনা। দেখ, অন্ধকারে বসে থাকবার চেষ্টা যাদের, তাদের কাছে জোর করে খুশী পৌঁছে দেওয়া যায় না। থাক্, এখন আর তোমাকে এই সব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবেনা। বোসো, আমি তোমার জন্য চা করে নিয়ে আসি।

[খুশী মনে লিলি কয়েক পা চলিয়া গেলে নীলমণি বাধা দিল]

নীলমণি—থাক। (লিলি অবাক হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল ও মনে ব্যথা পাইল) —চা আমি খেয়েই এসেছি। লিলি, কথাটা যখন তুমি তুললে তখন বলি—অন্ধকারে আমি ইচ্ছে করে যাইনি—তুমিই ঠেলে দিয়েছ।

লিলি—(জোর করিয়া হাসিল) নাঃ, এবার তুমি সত্যিই আমায় হাঁসালে। কিসে যে তোমাদের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয় তা আজো আমি বুঝে উঠতে পারিনি। 'চাওয়া পাওয়া'র হিসেব ছাড়া কি তোমাদের কাছে আর কিছুই পাবার নেই ! সকলের ওই এক কথা, এক ধর্ম্ম—কোন বিশেষত্ব নেই ?

নীলমণি—ভুল করছ তুমি—সকলের মধ্যে আমাকে টেনে এন' না—।

লিলি—আমিও কোনদিন তোমাকে তা ভাবিনি। কাজ কেন তুমি এমন কবছ, আমার প্রতি তোমার কি এই ধারণা ?

নীলমণি—তোমার এ কথার জবাব এখন আমি দেবনা। দিনেব পর দিন একেব পর এক বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা, হাসি খুশীতে সমান ভাবে ভরিযে তোলা—সত্যি বলছি লিলি, আমি এসব কিছু বুঝিনা—কেন যে তুমি এমন ক'র তা আমি

লিলি—থাক ; এ কেন'র উত্তব আমি তোমায দিতে পারবনা। বোঝনা যখন. তখন আর বোঝবাব চেষ্টাও কোরোনা। যাবা আমায পছন্দ ক'ব, তাবা এখানে আসে, আমাব সঙ্গে মেলা মেশা করে,—কখনও আবাব অসন্তুষ্ট হ'যে চলেও যায। এতে আমাব অপবাধ কোথায বলতে পারো ?

নীলমণি—না, অপবাধ তোমার হ'তে যাবে কেন ? অপবাধ তাদের যাবা, তোমাব সঙ্গে মেলামেশা ক'ব।

লিলি—কথাটা অপ্রিয হ'লেও সত্যি, কেননা এখানে যারা আসেন নিজেব ইচ্ছেতেই আসেন—আমি কাউকে ডেকে আনতে যাইনা। দেখ, আমি এসব ব্যাপাব নিযে কাবো সঙ্গে আলাপ করতে চাইনা। শুধু আমাব একটা অনুরোধ, আমাকে আব যাচাই ক'রতে যেও না।

নীলমণি—আব কিছু বলবে ?

লিলি—না। বাইবের ব্যবহাব দেখে যারা মানুষেব সম্বন্ধে কুৎসিত ধাবণা পোষণ কবে অন্ততঃ তুমি তাদেব দলেব নও, এই কথাটাই বিশ্বাস করতাম। নাঃ তুমি ভালই কবেছ—যেটা স্বাভাবিক সেটাই করেছ—কোন অন্যায করোনি।

[লিলি কথাগুলি বলিতে বলিতে কিছুটা আ'াইযা গেল। তাহার অশ্রু 'ার সম্বরণ কবা সম্ভব হইল না।]

নীলমণি—(কিছুটা কাছে আসিযা) লিলি। কি হ'চ্ছে কি ?

(লিলি মুখ ঘুরাইযা কযেক পা সরিয়া গেল)

লিলি—থাক। দযা করে আর প্রশ্ন তুলোনা, পারবনা, আমি পারবনা—please তুমি এখন যাও—তুমি যাও—।

[লিলি ভিতরের দুয়ারের নিকটে গিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। নীলমণি কয়েক পা তাহার দিকে গেল, কিন্তু কিছু একটা মনে করিয়া সে দাঁড়াইল এবং পুনরায় ঘুরিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। লিলিও কয়েক মুহূর্ত পরে হঠাৎ নীলমণির দিকে ফিরিল। সে যেন তাহাকে কিছু বলিবে এমনি একটা আবেগে সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল সে তখন চলিয়া গিয়াছে। লিলি পাথরের মত কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল, পরে নিজেকে সংযত করিবার জন্য ভিতবে প্রস্থান করিল। কিছু পবেই কুমার বাহাদুর প্রবেশ করিলেন। তাহাব যুবরাজ উপযোগী পোযাক পবিচ্ছদ, হাতে মল্যবান ঘড়ি; কানে হীবা। কুমার ঘবে কাহাকেও না দেখিয়া ষ্টিক দিযা দবজায় আঘাত কবিলেন। কিছু পরেই লিলি প্রবেশ কবিল। সে মনে করিয়াছিল নীলমণি হয়ত আসিয়াছে, কিন্তু কুমারকে দেখিয়া বেশ গম্ভীর হইল। কুমার তাহাকে লোলুপ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন]

কুমার—কিছু মনে করবেন না, আমিই কুমার শুভেন্দু রায়—এখানে আসবার কথা ছিল—নমস্কার।

লিলি—নমস্কার। ও হ্যাঁ, মা বলেছিলেন আপনি আসবেন। বস্থন, উনি একটু বেরিয়েছেন, এখুনি আসবেন।

কুমার—কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে ত' পারবনা Important কতগুলো কাজ আছে। একটা Conference attend করার কথা। হুঁ, আপনিই কি লিলি দেবী?

লিলি—হ্যাঁ।

কুমার—যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

লিলি—বলুন।

কুমার—আপনি কি করেন?

লিলি—কেন বলুন ত?

কুমার—না, I mean কোন কাজ কর্ম—

লিলি—হ্যাঁ, চাকরী করি।

কুমার—চমৎকার। আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে আপনার মত মহিলাদের প্রয়োজন। আমারও অবশ্য দু-তিনটে অফিস আছে—বহু মেয়েরা সেখানে কাজ করেন।

লিলি—তাই নাকি ?

কুমার—হ্যাঁ। দেখুন, লেখাপড়া শিখে ঘরে বসে থাকার কোন মানেই হয়না। হাতে হাত মিলিয়ে চলার দিন এটা—কি বলেন ?

[হাতটি লিলির দিকে বাড়াইলেন ।]

লিলি—(একটু সরিয়া) হু ঠিকই বলেছেন। ঘরে বসে থাকার কোন মানেই হয়না। (ব্যঙ্গ সুরে) কুমার বাহাদুর, আপনার কথা শুনে ভারী আনন্দ পেলাম।

কুমার—কি যে বলেন —।

লিলি—আচ্ছা, এখন আপাততঃ আপনার জন্য একটু ওভালটিন্ অথবা কফি করে আনবো কি ?

কুমার—(ঘড়ি দেখিয়া) না, সময় হয়নি। Time ছাড়া আমি আবার কিছু খাইনা। একটু আগেই মালাই আর fruits খেয়ে বেরিয়েছি।

লিলি—বারে, তা কি করে হয়। তাছাড়া আপনার ত' আজ এখানে খাবার নিমন্ত্রণ রয়েছে।

কুমার—সেটা বোধহয় আজ আর রক্ষা করতে পারবনা। Conference-এর পর Grandএ একটা ভোজ আছে।

লিলি—কিন্তু মা এলে আপনাকে কিছুতেই—।

কুমার—কিন্তু উনি ত' এখনও আসছেন না। আমার আবার সময় কম—হ্যাঁ, কথায় কথায় ত' ভুলেই গেলাম—আপনার কোন অফিস ? অবশ্য বলতে যদি আপত্তি না থাকে—।

লিলি—না না, আপত্তির কি আছে ? বলার মত চাকরী নয়, ছোট একটা মার্চ্চেণ্ট অফিস।

কুমার—না না মিস্ সেন, সার্ভিসে অন্ততঃ Security থাকা চাই—জীবনটা ত' ছেলে খেলার বস্তু নয়।

লিলি—Security কিছুই নেই, যতদিন চাকরী আছে মাইনে পাব—এই আর কি।

কুমার—এটা আপনার মত বুদ্ধিমতীর কথা হওয়া উচিত নয়। আমার অফিসে কিন্তু Security আছে—Insurance, Provident fund, Bonus—আরও কত কি—।

লিলি—চমৎকার। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি এই চাকরীটা ছেড়ে আপনার অফিসে ঢুকি।

কুমার—সত্যিই যখন ছাড়ছেন না, তখন বলে লাভ নেই। কিছু মনে করবেন না, আমরা বিশেষ করে মেয়েদের পৌছে দেবার দায়িত্বও নিই।

লিলি—এই গুরু দায়িত্বও নেন? বাঃ, আমি ত' বাসে-ট্রামে কত অসুবিধে করে অফিসে যাই—।

কুমার—আর যাঁরা Personal assistant আছেন, তাঁদের Private-Car-এ পৌছে দেবার বন্দোবস্ত আছে।

লিলি—তাই নাকি?

কুমার—মিস সেন, আপনার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় এখনও হয়নি—তাই বেশী কিছু বলা সমীচিন হবেনা—হয়ত, অবান্তর আর অধিক বলা হ'চ্ছে মনে হতে পারে।

লিলি—না না, এসব কথা আপনি কেন বলছেন? অবান্তর হতে যাবে কেন, আপনি সত্যিই ত' আর মিথ্যে বলছেন না?

কুমার—এঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন লিলিদেবী, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলার কাছেই শুধু এমন জবাব আশা করতে পারি। সবাই ত' আপনার মত নয়, আমাকে ঠিক realise করতে পারেনা।

লিলি—তাই নাকি? অনেকেই বুঝি আপনার কথায় বিশ্বাস রাখেনা? এটা ভীষণ অন্যায়। আপনার মত লোকের কথা অবিশ্বাস করা অপরাধ।

কুমার—কি যে বলেন!

লিলি—জানেন, আমার কিন্তু জমিদারদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে।

. কুমার—কি ইচ্ছে করে ?

লিলি—একন, জমিদারেরা কত বড়লোক—কত দাস-দাসী—জুড়িগাড়ি—আচ্ছা কুমার সাহেব, আপনাদের জুড়িগাড়ী আছে ?

কুমার ঃ—কি বললেন, জুড়িগাড়ী ? হ্যাঁ আছে, আছে বইকি।

লিলি ঃ—ক'টা ঘোড়া থাকে জুড়িতে ?

কুমার ঃ—এই ত', এই যে—সাতটা।

লিলি ঃ—সাতটা ?

কুমার ঃ—হ্যাঁ সাতটা—সাতটা।

লিলি ঃ—ওরে বাবা, তাহ'লে ত' মস্ত বড় গাড়ী হবে।

কুমার ঃ—বড়, বড়ত' বটেই—আপনার বুঝি এইসব জানবার খুব আগ্রহ ?

লিলি ঃ—হ্যাঁ। আরও কি ইচ্ছে করে জানেন ?

কুমার ঃ—(ঝুঁকিয়া) কি ?

[এমন সময় মলিনাদেবী প্রবেশ করিলেন। তিনি পিছনের দুয়ার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই ভিতরের দুয়ার দিয়া ঢুকিলেন।]

মলিনা ঃ—আরে, কুমার বাহাদুর যে। কতক্ষণ এসেছেন ?

কুমার ঃ—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি মলিনাদেবী—এবার উঠতে হবে।

মলিনা ঃ—সেকি ? আজ আপনি আমাদের অতিথি, না খেয়ে কিছুতেই যেতে পারেন না।

লিলি ঃ—কেমন কুমার সাহেব ? বলেছিলাম না, মা আপনাকে কিছুতেই ছাড়বেন না ?

মলিনা ঃ—এর মধ্যেই দেখছি কুমার বাহাদুরের সঙ্গে বেশ আলাপ করে ফেলেছিস।

কুমার ঃ—সে কথা সত্যি। উনি আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছিলেন না।

লিলি ঃ—উঁহু। সত্যি কথাটা কিন্তু মিথ্যে দিয়ে ঢাকা ঠিক নয় কুমার সাহেব। যাবার ইচ্ছেটা বোধহয় আপনার একটু কমই ছিল, তাই না ?

মলিনা ঃ—ওকি কথা লিলি ? কত ভাগ্য ক'রলে ওঁর দেখা পাওয়া যায়

জানিস? আপনি যেন কিছু মনে ক'রবেন না কুমার বাহাত্তর, বয়স অনুপাতে বড্ড ছেলেমানুষ, কোথায় কি বলতে হয় তাও জানেনা।

কুমার :—না না, আমি কিছু মনে করিনি—বরং ভালই লেগেছে।

লিলি :—দেখলে ত' মা, বললাম না—।

মলিনা :—থাম লিলি। যা, কুমার বাহাত্তরের জন্য খাবার বন্দোবস্ত কর গিয়ে। সারাদিন ধরে কত কি রান্না করলি—চপ্ কাট্‌লেট্—বলনা।

লিলি :—(অবাক হইল) চপ্ কাট্‌লেট্।

মলিনা :—হ্যাঁ। ও হো বুঝেছি, বুঝেছি—লজ্জা হ'চ্ছে? আহা, লজ্জা কি? উনি ত' আমাদের ঘরের লোক—ওঁর কাছে লজ্জা করবার কিছু নেই।

কুমার :—বলুন না লিলিদেবী, কি সব রান্না করেছেন শুনি।

মলিনা :—বলন। বাপ্—এই ফ্রাই, ড্রাই মটন চপ্—বলনা—

লিলি :—(রাগিয়া) হ্যাঁ হ্যা—এই চপ কাট্‌লেট্ ফ্রাই ড্রাই ভেজিটেবিল বল'—

কুমার :—ড্রাই ভেজিটেবিল বল—সেটা কি লিলিদেবী?

[মলিনা বিপদগ্রস্ত হইলেন, কিন্তু কথাটিকে মানাইবার জন্য বলিলেন]

মলিনা :—(হাসিয়া) ও হো—হো, ভাল বলেছিস্ লিলি—ভাল 'বলেছিস। ড্রাই ভেজিটেবিল বল'—মানে এই গোটা আলু, পটল বেগুন সিদ্ধ—যাকে বলে, Indian salad আর কি।

কুমার :—কিন্তু নামটা চমৎকার। শুনলেই খেতে ইচ্ছে করে।

লিলি :—পাবেন না।

কুমার :—এ্যা!

লিলি :—হ্যাঁ, আপনার মত লোককে ত' আর পটল সিদ্ধ দিতে পারিনা, বরং—তুমিই বলনা মা?

মলিনা :—তোর কি কিছুই মনে থাকে না লিলি? এই ত' কত কি রান্না করলি—মটন বিরিয়ানী পোলাও, চিকেন রোষ্ট।

লিলি :—হ্যাঁ হ্যাঁ—চিকেন রোষ্ট, Fox tail fry—।

কুমার :—Fox tail fry ?—সেটা কেমন জিনিষ লিলিদেবী ?

লিলি :—খুব ভাল জিনিষ, খেলে চিরদিন মনে থাকবে।

মলিনা :—তুই থাম লিলি, আর জ্বালাসনি বাপু—আপনি ওর কথা ছাড়ুন কুমার বাহাদুর। সারাদিন ধরে এক একটা জিনিষ তৈরী ক'রেছে আব ইচ্ছেমত নাম দিয়েছে। তুই যা লিলি, কুমার বাহাদুরের খাবাব ব্যবস্থা কর। দিলীপ ভেতবে আছে, যা একটু এগিয়ে দেখ।

লিলি :—দিলীপ। সে আবার কখন এল, কেন ?

মলিনা :—অত খবরে দরকার নেই, যা বলছি কর।

[লিলি প্রস্থান করিল।]

হেঁ হেঁ, কুমার বাহাদুর কি অসুবিধে ফিল্ করছেন ?

কুমাব :—এ্যা। না না অসুবিধে কিছু নেই।

মলিনা :—একেবারে পাগ্লী. কোন আগ্ঢাক নেই, যা মুখে এল, তাই বলে গেল।

কুমার :—হ্যা, এটাই ত' ভাল।

[কুমার মানিব্যাগ হইতে ১০০ টাকার দুখানা নোট বাহির করিয়া মলিনার হস্তে দিতে গেলেন]

মলিনা :—একি করছেন ? টাকা কেন ?

কুমার :—কিছু মনে ক'রবেন না, এটা আমাদের সামাজিকতা—মর্য্যাদা রক্ষা। প্রথম কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে গেলে এ উপঢৌকন দিতেই হয়। জমিদারী প্রথা, আমার পূর্ব্বপুরুষরা যা করে গেছেন তা ত' আমায় মেনে চলতেই হবে—।

মলিনা :—কিন্তু লিলি জানতে পারলে ভারী বিপদ হবে।

কুমার :—তাই নাকি ? ঠিক আছে, ওঁকে আর জানিয়ে কাজ নেই তাহলে ?

মলিনা—ঠিক বলেছেন। আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ করব এত সাহস আমার নেই।

[টাকাটা নিয়া লুকাইলেন। এমন সময় দিলীপ প্রবেশ করিল।]

দিলীপ—নমস্কার, এখন কি খাবার আনবো ?

মলিনা—আপনার খাবার কি এখন আনবে কুমার বাহাদুর ?

কুমার—[হাতের ঘড়ি দেখিয়া] না, এখনও সময় হয়নি।

মলিনা—এখন নয় একটু বাদে। হ্যাঁ, খাবারগুলো ঢাকা দিয়ে রেখেছ ত' ?

দিলীপ—সে বলতে হবে না, নিয়ে এসেই শালপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে দিয়েছি।

মলিনা—ঠিক আছে, ঠিক আছে—তুমি যাও, পরে ডাকবো।

দিলীপ—যাচ্ছি। দরকার হ'লে শুধু ডাক দেবেন—সুড়সুড় করে এসে হাজির হবো।

[দিলীপ চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় মলিনার কথায় সে পুনরায় ফিরিল]

মলিনা—হ্যাঁ, কুমার বাহাদুর যখন খাবেন, তখন।

দিলীপ—কুমার বাহাদুর! আরে, আপনারা ত' বেশ ? এতবড় একজন লোক এসেছেন আর আমাকে বলেননি ? নমস্কার কুমার সাহেব, এ অধমকে মনে রাখবেন। [নীচু হইয়া নমস্কার করিতে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল]

—আশ্চর্য্য, আপনাকে যেন চিনি—চিনি মনে হ'চ্ছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—

কুমার—এ কি বলতে চায়, আমি কিন্তু ঠিক একে—।

মলিনা—না না, আপনি চিনবেন কি করে, আমি আপনাকে পরে সব বলছি।

দিলীপ—হুঁ, ঠিক। তবে একটু অসুবিধে হচ্ছে—।

মলিনা—কি হচ্ছে কি ? যা মুখে আসছে তাই বলছ ? তুমি এঁকে চিনবে কি করে ? এতবড় একজন লোকের সম্বন্ধে কিছু বলতে তোমার মুখে বাধছে না ?

দিলীপ—(নিজ মনেই) উহুঁ, মনে হ'চ্ছে সেই লোক—হ্যাঁ—শুধু একটু ফ্রেঞ্চ কাট্ দিলেই—হ্যাঁ ঠিক। আচ্ছা, সেদিন আমার দোকান থেকে

প্রসাধন সামগ্রী কিনলেন, সঙ্গে একজন মহিলা,—আমায় চিনতে পাচ্ছেন না স্যার ?

মলিনা—চুপ, বেয়াদপ কোথাকার।

দিলীপ—একটু গুলিয়ে যাচ্ছে—ওই ফ্রেঞ্চকাট্—

মলিনা—থাম মা আর পাগলামী করতে হবেনা, এখন যাও। সব খাবার দাবার গুলো ভাল করে ঢাকা দিয়ে এস। ঘরের তৈরী গরম জিনিষ আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

দিলীপ—সেকি কথা, ঘরের তৈরী ? সে ত' আগে শুনিনি, তাহ'লে দোকান থেকে এত সব—

মলিনা—আবার বাজে বকতে সুরু করল ? যাও এখন।

দিলীপ—যাচ্ছি। শুধু একটু খটকা—ফ্রেঞ্চকাট—একটু খটকা, ফ্রেঞ্চকাট —একটু খটকা—

[বলিতে বলিতে দিলীপ প্রস্থান করিল।]

কুমার—এই বদ্ধ পাগলটা কে বলুন ত ? এর স্পর্দ্ধা দেখে আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি—।

লিলি প্রবেশ করিল।]

মলিনা—কে আবার ? একটা নতুন লোক রেখেছি। মাথায় বেশ গণ্ডগোল আছে— মাঝে মাঝে তাই বাজে বকে। অবস্থা খারাপ বলেই রাখা, না হলে কবে দূর করে—।

লিলি—ঠিক বলেছ মা, অবস্থা ভীষণ খারাপ। সেই গত বছর তোমার অসুখের কথা শুনেই পাঁচ-শো টাকা বার করে—।

কুমার—পাঁচশো টাকা!

মলিনা—(হঠাৎ হাসিয়া) হাঁ, টাকাটা ডাক্তারবাবুকে দিতে পাঠিয়েছিলাম। ওষুধ, Injection আর ডাক্তারের ফি বাবদ—হেঁ হে, আমার আবার মাসকাবারী বন্দোবস্ত কিনা।

কুমার—তাই বলুন। সত্যি, এমন চাকর কখনও নজরে পড়েনি। দেখলে মনে হয়, ওই যেন বাবু।

লিলি—কথাটা কিন্তু—

মলিনা—তুই থাম লিলি, আর কথা বাড়াস নি। খাবার বন্দোবস্ত কর, ওঁর নিশ্চয়ই এখন খাবার সময় হয়েছে।

কুমার—(ঘড়ি দেখিয়া) হ্যাঁ, এখন আমার খাবার সময় হয়েছে লিলিদেবী!

মলিনা—দিলীপ, দিলীপ—খাবার নিয়ে এস, কুমার বাহাদুরের খাবার সময় হয়েছে।

কুমার—আবার ওকে কেন, ভারী বেয়াড়া লোক—কি বলতে কি বলবে ঠিক নেই। ওই জন্যই দেখুন, আমাব যাতায়াতটা একটু restricted—সম্মানটাই আসল কিনা। নেহাৎ আপনাদের ভাল লেগেছে তাই, নইলে—

মলিনা—সে ত' নিশ্চয়ই। আপনার মত লোকের দর্শন পাওয়া কি সকলেব ভাগ্যে জোটে?

লিলি—ঠিক বলেছ মা, আমরাও সাধারণ লোক নই মনে করে ধন্য হ'লাম।

কুমার—আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি লিলিদেবী, ডাকলে চাকর সাড়া দেয়না?

লিলি—কিন্তু কুমার সাহেব ও—

কুমাব—ডাকুন না, আপনাদের ওই দিলীপ না কে ওকে, কানটা ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। চাকরের এত স্পর্দ্ধা সহ্য করা আমার ধাতে—

[ভিতরে হঠাৎ ঝন্‌ঝন্‌ করিযা মেঝেতে থালা পড়িয়া যাইবার শব্দ হইল।]

মলিনা—গেল, সব গেল বোধ হয়—ওরে লিলি দেখ্।

[দিলীপের প্রবেশ।]

দিলীপ—আর দেখতে হ'বেনা—সব শেষ করে দিয়েছি।

মলিনা—এঁা, আমার সর্ব্বনাশ করেছিস!

দিলীপ—কি করব বলুন, কুমার সাহেবের কথাবার্তা শুনে হঠাৎ nerveটা Weak হ'য়ে গেল তাই—

কুমার—পাগলামী করার একটা সীমা থাকা দরকার—এ অসহ্য লিলিদেবী।

মলিনা—যাও, এখুনি বিদেয় হও।

দিলীপ—বিদেয় হবো? আরে, এলাম কবে যে—

মলিনা—তুমি যাবে ?

লিলি—তুমি এখন যাও দিলীপ।

দিলীপ—o. k, আপনি যখন বলছেন যাচ্ছি—তবে ওই ফ্রেঞ্চকাট।

মলিনা—দূর হও!

দিলীপ—যাচ্ছি—যাচ্ছি।

[ছুটিয়া প্রস্থান করিল।]

কুমার—না, আমিও চলি—যা অপছন্দ করি তাই। মাঝ থেকে আমার Conference, Grand সব মাটি হ'য়ে গেল।

লিলি—সেকি, এখুনি উঠবেন ? আমার ত' কোন কথাই বলা হ'লনা ?

মলিনা—থাম লিলি, আমার এসব রসিকতা আর ভাল লাগছে না। ছেলেটাকে লাই দিয়ে তুই মাথায় তুলেছিস্। ছিঃ ছিঃ, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হ'চ্ছে!

লিলি—আমার ওপর চটছ কেন বলত ? আমি আবার কি করলাম ?

মলিনা—কি করলাম ?

লিলি—উঃ ভীষণ রেগে গেছ! দেখুন ত' কুমার সাহেব, আমার কি দোষ বলুন ত ? সত্যিই আপনি রাগ করেছেন ?

কুমার—না, রাগ করব কেন, রাগ আমি সহজে করিনা। ঠিক আছে, একদিন না হয় এসে চেয়ে খেয়ে যাবো, কেমন ?

মলিনা—(একগাল হাসিয়া) তা হ'লে কবে আসবেন বলে যান, যা লজ্জা পেলাম আজকে—।

কুমার—ঠিক আছে, ফোন করে লিলিদেবীকে জানিয়ে দেব।

মলিনা—তা হ'লে ত' ভালই হয়—নিজের বাড়ী বলে মনে করলে খুব আনন্দ পাবো।

লিলি—তুমি কিছু ভেবনা মা—কুমার সাহেব এখানে না এসে থাকতেই পারবেন না।

কুমার—তাহলে চলি, নমস্কার।

মলিনা—নমস্কার। ওরে লিলি, ওঁকে একটু এগিয়ে দে।

[কুমার চলিতে লাগিল, লিলি পিছন পিছন গেল। মলিনাদেবী একটু অপেক্ষা করিয়া ভিতরে গেলেন। কুমার চলিয়া যাইবার মুখে হঠাৎ কি ভাবিয়া ভিতরে আসিলেন।]

লিলি—কি হল, কিছু ফেলে গেলেন নাকি ?

কুমার—আপনি ববং আগে চলুন। ওই সব পাগল-ছাগলের কাণ্ড—আবার হয়ত কোন—

লিলি—বেশ ত', যাচ্ছি চলুন। ভয় করছে না ত ?

কুমার—ভয় ? না না ভয় কিসের ? বঝলেন লিলিদেবী, আমার সেরেস্তার কোন লোক হ'লে এতক্ষণে পিঠের চামড়া তুলে দিতাম।

লিলি—[ঠোঁটে হাত রাখিয়া] আস্তে।

কুমার—কেন, আস্তে কেন ?

লিলি—না, ওই সেঞ্চুকাট।

কুমার—(গম্ভীর হইয়া) হুঁ, চলুন।

[লিলি ও কুমার প্রস্থান করিল]

[মলিনাদেবী একটু পরেই প্রবেশ করিলেন]

মলিনা—সব ফেলে ছড়িয়ে সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে—

[লিলি প্রবেশ করিল]

—এই যে, পেটের শত্রু একেই বলে।

লিলি—কেন, কি হ'ল আবার ?

মলিনা—কি হল ? কুমার বাহাদুরের সামনে আমি একেবারে অপমানের চূড়ান্ত হ'লাম।

লিলি—তা তুমি যেমন মিথ্যে দিয়ে সব সাজাতে যাও, ধরা পড়তেই হবে।

মলিনা—কেন, মিথ্যে হ'ল কিসে ?

লিলি—দিলীপকে ধরে এনেছিলে কেন ?

মলিনা—তোর ভালর জন্যে।

লিলি—আমার ভালর জন্য ?

মলিনা—হ্যাঁ। কুমার বাহাদুর যদি জানতে পারেন আমাদের একটা চাকর রাখারও ক্ষমতা নেই, তাহলে আর এ বাড়ী মুখোও হবেননা—যাদের দিনরাত ঠাকুর-চাকরে বাড়ী ভরে থাকে।

লিলি—তাই বলে দিলীপকে চাকর সাজিযে নিযে এলে ?

মলিনা—হ্যাঁ।

লিলি—কেন ?

মলিনা—কেন আবার, প্রযোজন ছিল। আর যেটা ভাল বুঝেছি করেছি। মানুষের সমাজে মিশতে গেলে সমানে তাল রেখে চলতে হয়—তাল কাটলে আর খেলা পাওয়া যাবেনা।

লিলি—মানুষের সমাজ ? দেখো, এদিকের তাল রাখতে গিযে অন্যদিক বেতাল না হযে যায।

মলিনা—লিলি, এখন যা—আমার মন ভাল নেই।

[লিলি জবাব দিলনা, প্রস্থান করিল। মলিনাদেবী ব্লাউজের ভিতর হইতে নোট দুইখানি বাহির করিযা সযত্নে বাক্সে রাখিয়া চাবি দিলেন।]

পর্দা

৩য় দৃশ্য

একটি অফিসঘর। ছোট একটি টিন প্লেটের উপর "পুত্রদায় উদ্ধার কার্য্যালয়" লেখাটি দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। দুইজন কেরাণী দুইটি চেয়ার টেবিল দখল করিয়া বসিয়া আছেন। অফিস অনুযায়ী দু চারখানি খাতা, বিল বই, ফর্ম, দোয়াত কলম রহিয়াছে। প্রথম কেরাণী বাহিরের দুয়ারের নিকট বসিয়া আছেন। একখানা রেজিষ্টার বুক সামনে রাখিয়া অপর একটি ফাইল খুলিয়া নাম ঠিকানা দেখিয়া মিলাইতেছেন। অপরজন বিল বই দিয়া খাতায় টাকার হিসাব তুলিতেছেন। এককোণে একজন চাপরাশি টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছে। মাঝে মাঝে ঘণ্টা শুনিয়া সেলাম দিতেছে এবং দরকার মত কাগজপত্র সই করাইবার জন্য ভিতরে যাইতেছে ও নিয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে ফোন আসিলে কেরাণী তাহা receive করিতেছেন। ভাল-মন্দ খবরের উপর তাহার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে।

একজন যুবক প্রবেশ করিল। সে কিছু জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু কেরাণীদ্বয় ব্যস্ত থাকাতে তাহার সাহস হইতেছিল না, কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া সে প্রশ্ন করিল।

যুবক :—মশাই, আমি একটু information নিতে এলাম।

প্রথম কেরাণী—[মুখ না তুলিয়াই] বলুন।

যুবক :—গত শুক্রবার আমাকে দেখতে আসবার কথা ছিল। কিন্তু কেউ আসেন নি, তাই—

প্রথম কেরাণী :—কত নম্বর ?

যুবক :—[অবাক হইয়া] নম্বর !

প্রথম কেরাণী—হ্যাঁ, রেজিষ্ট্রেশন নম্বর কত ?

যুবক :—ও, আমার marriage card-এর কথা বলছেন ?

প্রথম কেরাণী :—আজ্ঞে হ্যাঁ।

যুবক :—দাঁড়ান দেখছি—এই যে, দেখুন—

(একটা কার্ড দেখাইল)

প্রথম কেরাণী :—দেখি, · হুঁ, সাতাত্তর···(রেজিষ্টার খুলিযা) এই যে, আরে—
আপনি defaulter—তিন মাস টাকা জমা দেননি।

যুবক :—সেই কাবণেই কি—

২য় কেরাণী—engagement cancel হ'য়ে গেছে।

যুবক :—তা হ'লে·· ?

২য় কেরাণী :—তিন মাসের ছ'টাকা, আর ছ'মাসের চার আনা করে আট আনা
—মোট সাড়ে ছ' টাকা দিয়ে যান। সামনের সপ্তাহে
engagement-এর intimation পাবেন—time আর
date confirm করে জানান হবে।

যুবক :—বেশ, আমি দিচ্ছি···।

প্রথম কেরাণী :—এই যে, ওই দিকে।

(২য় কেরাণীর দিকে ইঙ্গিত করিল, যুবক টাকা দিল।

২য় কেরাণী :—বেঞ্চে বসে যান—সময় মত ডাক দেব।

যুবক :—বেশ ত' বসছি। আমাব কোন কাজ নেই···কোন কাজ নেই।

[বেঞ্চে বসিল]

(ইতিমধ্যে একটা ফোন আসিল। প্রথম কেরাণী
receive করিলেন।)

প্রথম কেরাণী :—হ্যালো,—হ্যাঁ—পুত্রদায় উদ্ধার অফিস—এ্যাঁ—ও আপনি ?
না না, কোন দেরী হবে না—ব্যবস্থা করাই আছে—
[ভিতর হইতে তখন কয়েকটি মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল।
কেরাণী বিরক্ত হইয়া চাপরাশীকে হুকুম করিলেন।]
—আঃ জ্বালিয়ে খেলে—বন্ধ করতে বল না, খাঁচার মুরগীগুলোর
উৎপাতে আর যে পারিনা। (ফোনে মুখ দিয়া)—আজ্ঞে ?

না না, আপনাকে নয় স্যার—মুরগী মানে ওই—হ্যাঁ চাপরাশীকে বলছিলাম—কিছু ভাববেন না—সব ঠিক করে দেব।

[receiver রাখিল]

[একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।]

ভদ্রলোক—(দ্বিতীয় কেরাণীকে) বিপদ মশাই, বিপদ,—সাংঘাতিক বিপদ।

২য় কেরাণী :—কি হ'ল জনার্দনবাবু, হঠাৎ তেড়ে এলেন যে ?

ভদ্রলোক :—কি আর বলব মশাই, এত টাকা খরচা করে বিয়ে করলাম...

১ম কেরাণী—হ্যাঁ, সে ত' আমরাই বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলাম—কেন। হ'ল কি ?

ভদ্রলোক :—হ'ল কি ? এ্যাঁ—হ'য়ে গেল।

১ম কেরাণী :—হ'য়ে গেল।

ভদ্রলোক—গেল বই কি ? নইলে এত পথ বয়ে আসি কি সাধে ? গত তিন দিন ধরে বউ-এর কোন খোঁজ পাচ্ছিনা।

১ম কেরাণী—সে কি মশাই, নিখোঁজ হ'লেন নাকি ? খুঁজে দেখুন, যাবেন আর কোথায় ?

ভদ্রলোক :—দেখেছি মশাই—তাছাড়া এ কি জামা কাপড়, যে খুঁজে দেখব সত্যি হারিয়েছে কি না—পালিয়েছে মশাই। হ্যাঁ, খাঁটি কথা।

২য় কেরাণী :—আবার বিয়ে করুন তাহ'লে—

ভদ্রলোক—এ্যাঁ। আবার বিয়ে করব ? আগের সেদিন কি আর আছে যে ইচ্ছে মত বিয়ে করে বসব ? উঃ খরচা কি কম, হাজার টাকা নগদ দিয়ে কোন মতে পাত্রীস্থ হ'য়েছিলাম। আর আপনাদের খরচা বাবদও প্রায় দু'শো টাকা ব্যয় করেছিলাম।

১ম কেরাণী—তা যা রেট তাই দিয়েছেন—এ আর বলার কি ?

ভদ্রলোক—না না সে ত ঠিক—আচ্ছা মশাই, আবার বিয়ে করলে কি পুরো চার্জ দিতে হবে ?—মানে কোন কনসেশন্ টন্‌সেশন্ ?

১ম কেরাণী—কতদিন বিয়ে হ'য়েছে ?

ভদ্রলোক :—এই তো মাস তিনেক—

১ম কেরাণী—(চীৎকার করিয়া) হাফ চার্জ—

[ভদ্রলোক চমকাইয়া উঠিলেন]

—ছ'মাস পর্য্যন্ত ওই, তারপর পুরো—

ভদ্রলোক :—যাক বাবা, তবু খানিকটা রক্ষে। আচ্ছা দাদা, বিয়েটা একটু তাড়াতাড়ি হতে পারে ত' ?

১ম কেরাণী :—তাড়াতাড়ি ?

ভদ্রলোক :—হ্যাঁ, একলা থাকি, বড় ফাঁকা লাগে—একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি।

১ম কেরাণী :—হুঁ। আপনার কথামত ত' মশাই বিয়ে হবে না ? আগে মেয়েদের খোঁজ করি, তারপর ওরা আবার দেখতে যাবেন। এখন বিয়ে করব বললেই কি আর বিয়ে হয় ?

ভদ্রলোক :—না, তা আর হয় কই ? আচ্ছা, চলি তাহ'লে—

(প্রস্থানোদ্যত হইল)

২য় কেরাণী :—যাচ্ছেন কোথায় মশাই ? applicationটা দিয়ে যান।

ভদ্রলোক :—application ?

২য় কেরাণী :—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক মত fill up করতে হবে। কবে বিয়ে হয়েছিল, কখন ছেড়ে গেলেন, কেন গেলেন—

ভদ্রলোক :—এঁ্যা ! কেন গেলেন, কেন বলব ? এতো আমার personal ব্যাপার—

১ম কেরাণী :—হ্যাঁ, সব বলতে হবে। তা না হ'লে মেয়েরা আবার কৈফিয়ৎ তলব করবে।

ভদ্রলোক :—কার ? আমার ?

১ম কেরাণী :—না, আমাদের।

ভদ্রলোক—ও। তাহলে ত' দেখছি বলতেই হয়। জানেন, তেমন কথা কাটাকাটি কিছু নয়। প্রথম হল আমি শ্বশুরবাড়ী থাকতে চাইনি আর দ্বিতীয়তঃ উনি স্বাধীনভাবে চলতে চান।

১ম কেরাণী :—সেত চলবেনই, স্বাধীনভাবে চলবার তাঁদের অধিকার আছে।

ভদ্রলোক :—হ্যাঁ, তাই একদিন বলেই বসলেন সিনেমায নামবো।

১ম কেরাণী :—বাঃ, বেশ ভালই বলেছিলেন।

ভদ্রলোক :—এ্যাঁ? সেকি মশাই, ভদ্রঘরের মেযেরা সিনেমায নামবে কি?

১ম কেবাণী :—নামবেন, নামছেন। নাঃ আপনি এখনও বড পিছিযে আছেন মশাই—যাক তাবপব কি হল বলুন।

ভদ্রলোক :—তারপব আর কি? আপত্তি শুনলেন না, ওঁর কাছে উপকাবী বন্ধুবা জুটতে লাগলেন একে একে। সারাদিন ঘুবতে লাগলেন ষ্টুডিও আব ড ই.বক্টর মশাইদের দোবে দোরে। একদিন রাতে বাড়ীও ফিরলেন না।

২য কেবাণী :—night স্যুটিং ছিল বোধহয?

ভদ্রলোক :—তা হবে। প্রাযই এমন হ'তে লাগলো। উনি ষ্টাব হওযাব স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, আর আমি বিছানায শুযে ষ্টাব গুণে গুণে বাত কাটাতে লাগলাম। তাবপব হ'যে গেল—

২য কেরাণী :—হ'যে গেল?

ভদ্রলোক—গেল। একদিন বাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি বিছানা শূন্য—উনি যাত্রা কবেছেন উদযেব পথে।

১ম কেরাণী :—এতে আব বলবার কি আছে? উনি দশের কাজে আত্মনিযোগ কবেছেন।

ভদ্রলোক :—সেকি মশাই? বিযে করলাম আমি আর দশের....

১ম কেরাণী :—স্বার্থপর।

ভদ্রলোক :—কে?

১ম কেরাণী :—আপনি—আমরা, হ্যাঁ। উনি আপনার স্বার্থ বক্ষা করেননি বটে তবে দশের স্বার্থে আত্মবলি দিয়েছেন, উনি মহৎ।

ভদ্রলোক :—কে?

২য কেরাণী—উনি।

ভদ্রলোক :—ও। সব দোষ এখন আমারই দেখছি। ঠিক আছে, চললাম—

২য় কেরাণী :—দাঁড়ান মশাই, একখানা ফর্ম ভাল করে লিখে দিয়ে যান।

ভদ্রলোক :—দূর মশাই, ও ফর্ম টর্ম লিখে দিতে পারব না। আগের বিয়ের সময় ত' সব লিখেছিলাম মশাই।

১ম কেরাণী :—ও সব বললে হবে না, লিখতেই হবে। তা না হলে বিয়ের খাতা থেকে নামটা কাটা পড়বে।

ভদ্রলোক :—কাটবেন না, কাটবেন না স্যার, মারা পড়ব তাহলে।

১ম কেরাণী :—(২য় কেরাণীকে) ওহে, একখানা ফর্ম দাও।

২য় কেরাণী :—ধরুন, ভাল করে বসে লিখুন।

[ফর্মখানা দিলেন।]

ভদ্রলোক :—দিন—লিখতেই হবে। উঃ বিয়ে করাই দেখছি ঝকমারি।

[প্রথম যুবকের পার্শ্বে গিয়া অন্য দিকে ঘুরিয়া বসিলেন। ফর্ম নিয়া পেনটি বাহির করিয়া জিহ্বায় ঘষিয়া লেখা সুরু করিলেন। লিখিবার সময় ভদ্রলোকের জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িতেছিল।]

—নামটা হল উঁ....উঁ... হুঁ। ঠিকানা, উঁ উঁ হুঁ—পেশা? পেশা.. পেশা...দূর, মনেই পড়ছে না।

[হঠাৎ পার্শ্বে নজর পড়িতে ভদ্রলোক তাহার পার্শ্বের যুবকটিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ঝুঁকিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। যুবকটি চমকাইয়া উঠিলেন এবং পরে ফিক করিয়া হাসিলেন ও ঘুরিয়া ভদ্রলোকটির দিকে চাহিলেন।]

ভদ্রলোক :—আপনি যে চুপচাপ বসে?

যুবক :—না, এই ত' টাকা জমার রসিদটা নেব বলে বসে আছি। এতক্ষণ আপনার কথা শুনলাম—দুঃখু হল।

ভদ্রলোক :—শুনেই দুঃখু পেলেন? তবু ত' চোখে দেখেননি। বিয়ে করেছেন?

যুবক :—না, সেই চেষ্টাই ত' করছি।

ভদ্রলোক :—টাকা পয়সা বেশ আছে বোধ হয়?

যুবক :—না, কোথায় আর। office provident fund থেকে ধার করেছি। বাকী নগদ টাকা আর কিছু গয়না আছে—হ'য়ে যাবে।

[এদিকে কেরাণীদ্বয় কাজ নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ফোন আসিতে লাগিল, ফোন receive করিয়া নির্বাক ভঙ্গিতে উত্তর দিতে লাগিলেন।]

ভদ্রলোক :—উনি টাকা গয়না সব দেবেন ?

যুবক :—দেবেন। বা রে, ওনারও ত' খরচা কমে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক :—কমে যাচ্ছে ? কি রকম ?

যুবক :—হুঁ। কমে যাচ্ছে না ?—ধরুন এখন আমরা চারজন খাইয়ে। আমার বিয়ে হয়ে গেলে ত' আমি শ্বশুর বাড়ী চলে যাবো, একজনের খরচা কমে গেল না ?

ভদ্রলোক :—হ্যাঁ, আপনি বউকে রাখতে পারবেন। চমৎকার হবে—স্ত্রীর রোজগারে দিব্বি বসে বসে খাবেন।

যুবক :—আপনি সাংঘাতিক ভাল। আপনার কথা শুনতে এত ভাল লাগে না।

২য় কেরাণী :—এই যে, আপনার রসিদটা—

যুবক :—(একছুটে), এসেছি, দিন স্যার।

২য় কেরাণী :—নিন।

যুবক :—ধন্যবাদ। নমস্কার স্যার—(ভদ্রলোককে) আপনাকেও নমস্কার। যাচ্ছি, কেমন ? আবার হয়ত দেখা হবে। রসিদ পেয়ে গেছি, এবার নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

[প্রস্থানোদ্যত হইলেন।]

ভদ্রলোক—যাচ্ছেন ? বেশ, হ্যাঁ শুনুন—শ্বশুর বাড়ী যাবার আগে কালীবাড়ী দর্শন করে যাবেন কিন্তু।

যুবক—(ফিরিয়া) কেন বলুন ত ?

ভদ্রলোক :—না, পাঁঠা।

যুবক :—পাঁঠা ?

ভদ্রলোক :—হ্যাঁ পাঁঠা—।

যুবক :—ঠিক বলেছেন। কালীবাড়ী ত' আসতেই হবে, বাবা মানত করে রেখেছেন যে ?

ভদ্রলোক :—বাঃ ভালই হল, আমার ভাইয়ের দোকানে আসবেন, কালীবাড়ীর পাশেই পাঁঠার দোকান।

যুবক :—তাই নাকি ? ওঃ তাহলে ত নিশ্চয়ই দেখা হবে। পাঁঠা মানত আছে যে ? মাংস খেতে বড ভালবাসি কিনা।

ভদ্রলোক :—বাসতেই হবে, গাছপাঠা কিনা—

যুবক :—(যাইতে গিযা ফিরিযা আসিল) হ্যাঁ. একটা কথা বলব ?

ভদ্রলোক :—নিশ্চযই।

যুবক :—আপনি আমার চাইতে অনেক বড—তাই না ?

ভদ্রলোক :—দাঁডান দাঁডান—কি বললেন ? আপনার চাইতে আমি বড ? মানে বযসে বড ?

যুবক :—হ্যাঁ, বড বই কি। তবে বযসে নয—

ভদ্রলোক :—তবে ?

যুবক :—experience এ।

ভদ্রলোক :—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। এই বযসেই ত দু'টো বিয়ে করতে যাচ্ছি। আর আপনি ? আপনি ত' এখনও কনের মুখও দেখেননি ?

যুবক :—দাদা—দাদাগো—

ভদ্রলোক :—বলুন, ছোট ভাইটি আমার।

যুবক :—দাদা আমায আশীর্বাদ করুন, যেন তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়।

[হাঁডিকাঠে পাঁঠার মত মাথাটি ঝুঁকাইয়া নত করিলেন। ভদ্রলোকও মাথায় হাত ঠেকাইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। যুবক হঠাৎ মাথা নীচু অবস্থাতেই প্রস্থান করিলেন।]

ভদ্রলোক :—গণ্ডগোল. head office এ গণ্ডগোল। যাক এইবার—এই যে, আমার applicationটা—।

১ম কেরাণী :—দিন। ঠিকমত লিখেছেন ত ?

[application নিলেন।]

ভদ্রলোক :—হ্যাঁ—সব ঠিক।

১ম কেরাণী :—নাম হল, শ্রীজনার্দন হাতী।

[ভদ্রলোকের আপাদমস্তক লক্ষ্য, করিলেন]

—ঠিকানা—১০।৮, হাতীবাগান। বাঃ, বেশ মিল করে রেখেছেন ত ?

ভদ্রলোক :—আজ্ঞে—ওই শুঁড়টা বাদে—

১ম কেরাণী :—একি ? পেশা লেখেন নি ত'—দূর মশাই ?

ভদ্রলোক :—পেশা ? মরেছে গো—ওই স্বাধীন ব্যবসা লিখে নিন।

১ম কেরাণী :—চলবে না, application ফেরৎ নিন! স্বাধীন ব্যবসা বললে হবে না—

ভদ্রলোক :—চলবেনা—application ফেরৎ ?

১ম কেরাণী :—আজ্ঞে হ্যাঁ, লিখে দিতে হবে স্পষ্ট করে—।

ভদ্রলোক—ঠিক আছে, তাহলে লিখুন chemist।

১ম কেরাণী—chemist ?

ভদ্রলোক :—হ্যাঁ chemist। আরে, আগের application-এ সব লিখেছিলাম ত'!

২য় কেরাণী :—অত কি মনে থাকে নাকি ? রোজ কতগুলো করে application পড়ে তা জানেন ?

ভদ্রলোক :—ও, তাহলে খুলেই লিখুন।.

১ম কেরাণী :—খুলে লিখবো ?

ভদ্রলোক :—জামা কাপড় খুলে নয়, পরিস্কার করে লিখুন। হ্যাঁ, দাঁতের মাজন তৈরি করি।

১ম কেরাণী :—ঠিক আছে, নিজেই লিখে দিন—ধরুন—

[application ফেরৎ দিলেন]

ভদ্রলোক :—আমাকে লিখতে হবে ? ঠিক আছে—chemist…chemist।—

বানানটা k দিয়েই হবে, তাই না ? দূর ছাই, মনেই পড়ছে না—
দাদা—ও দাদা—

১ম কেরাণী :—বলুন।

ভদ্রলোক :—কেমিষ্ট বানানটা 'k' দিয়ে সুরু হবে, তাই না ?

১ম কেরাণী :—এ্যাঁ' কি ব'ললেন ? 'k' দিযে chemist বানান ? ঘাস খেযে লেখাপড়া শিখেছেন নাকি ?

ভদ্রলোক :—আজ্ঞে ঘাস খেযে ঠিক নয—তবে অনেকটা তাই। মুলো শাক আর কপির পাতা খেযেই বড হ'যেছি। মাছ মাংস কোনদিন পেটে পড়েনি।

১ম কেবাণী :—ঠিক আছে, application দিন। এখন আসুন—যত সব।

ভদ্রলোক—নিন স্যার, নিজগুণে ক্ষমা কবে নেবেন। এই যে ধরুন।

[applicationটি দিলেন]

—চলি স্যার।

১ম কেরাণী—হ্যাঁ, আসুন।

[ভদ্রলোক কিছুদূর গিযা থামিযা দাঁড়াইলেন। ভিতব হইতে তখন মেয়েদের কণ্ঠ শোনা যাইতেছিল। এক পা, এক পা করিযা তিনি ভিতরেব দুযারের দিকে কযেক পা অগ্রসর হইলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইযা হাঁফাইতে হাঁফাইতে পুনবায কেরাণীর কাছে ছুটিযা আসিলেন।]

ভদ্রলোক :—দাদা—দাদাগো—দাদা—

১ম কেরাণী :—আবার কি হল ?

ভদ্রলোক :—হয়ে গেল—দাদা—এবাব দযা করে একজন সুন্দরী পাত্রী দেখে দেবেন—আপনাকে আমি খুশী করে দেব।

১ম কেরাণী :—এ্যাঁ কি বললেন ?

ভদ্রলোক :—না—কিছু নয়, কিছু নয়।

[ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন।]

১ম কেরাণী :—জ্বালিয়ে খেলে।

২য় কেরাণী :—তবু ভাল—গতবার ৫০ টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছিল কিন্তু।

১ম কেরাণী :—তাই নাকি ? তা তুই আগে বলিসনি ত' ?

২য় কেরাণী :—বলব আর কখন ? তুমি ত' সব সময় top মেজাজে রয়েছ। ঠিক আছে, ও আবার আসবে—যাবে আর কোথায় ?

১ম কেরাণী—আসবে ত' ? যাক, মনে কবিয়ে দিবি—ভাল ব্যবহার করতে হবে।

[লিলি প্রবেশ করিল।]

লিলি :—কুমার বাহাদুর আছেন ?

[সঙ্গে সঙ্গে দুজনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

২য় কেবাণী—আছেন স্যার।

১ম কেরাণী :—আঃ Lady বল না ? হে হে, আছেন বই কি—এই বেযারা—

চাপবাশী—হুজুব।

১ম কেবাণী :—মেম সাহেবকে—কুমাব সাহেব।

[চাপরাশী সেলাম দিয়া লিলিকে ভিতরে নিযা গেল।]

২য় কেবাণী :—হুঁ, এর কাছে বোধহয কুমার বলেই পরিচিত।

১ম কেরাণী :—চুপ কর, শুনতে পেলেই সাফ্ হয়ে যাবি—মূর্খ কোথাকার।

২য় কেবাণী :—এই দেখ, এবার আমার ওপর চটে উঠলে দেখছি।

১ম কেরাণী :—না উঠব না—স্যাব—আছেন স্যার— lady বলতে হয়—কতবার শেখাব বল ?

২য় কেরাণী :—ও কিছু নয, slip of tongue স্যার—হেঁ হেঁ।

[নীলমণি প্রবেশ করিল।]

নীলমণি :—দেখুন, আমি সেক্রেটারী মশাই-এর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই—

১ম কেরাণী :—একটু আগে হ'লেও হ'ত—এখন আর উপায় নেই।

নীলমণি :—কেন, উনি কি নেই ?

১ম কেরাণী :—আছেন, তবে অসুবিধে আছে। private business—তবে আপনি কি বলতে চান বলতে পারেন—বসুন না, বসুন।

নীলমণি :—[বসিয়া] ধন্যবাদ। দেখুন একটা বিবাহের ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা advance নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন খবর পাইনি।—তাই খোঁজ নিতে এলাম!

১ম কেরাণী :—ও বুঝেছি। সেই সোমেশ্বরবাবুর বাড়ীর ব্যাপারটা না?

নীলমণি :—আজ্ঞে হ্যাঁ। মামা আমাকে বিশেষ করে টাকার ব্যাপারটা জানতে পাঠিয়েছেন।

২য় কেরাণী :—ভাল party।

১ম কেরাণী :—থাম। হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই খবর নেব। তবে কি জানেন, সব সময় সব কাজের ভার ঠিক আমাদের ওপর পড়ে না। ঠিক আছে, আমরা খবর নেব—

নীলমণি :—ধন্যবাদ। kindly একটু খোঁজ নেবেন—আমি না হয় আবার আসব'খন।

২য় কেরাণী :—কষ্ট করতে হবেনা, আমরা চিঠি দিয়ে জানাব—ভাল party.

১ম কেরাণী :—থাম না। আচ্ছা, ঠিক আছে—আমি নিশ্চয়ই খোঁজ নেব।

নীলমণি :—নমস্কার, আমি এখন চলি।

[নীলমণি প্রস্থান করিল]

২য় কেরাণী :—সাহেব বেশ মোটা টাকা খেয়ে রেখেছেন, এদিকে বিয়ের নামটি নেই।

১ম কেরাণী—স্যার?

২য় কেরাণী—না। Lady—

১ম কেরাণী—Lady!

২য় কেরাণী—না—।

১ম কেরাণী :—ও সব সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, আমাদের দরকারটা কি?

[লিলি ও কুমার প্রবেশ করিল। কেরাণীদ্বয় উঠিয়া দাঁড়াইল।]

কুমার :—তা হ'লে সময় নেই যখন, তখন কি আর বলব বলুন।

লিলি :—হ্যাঁ, সত্যিই সময় নেই। সামনের সোমবার আসছেন ত'?

কুমার :—বাঃ, অত করে বলে গেলেন যখন—আর কে কে আসছেন? বিশেষ কেউ?

লিলি :—না। ঘটা করে জন্মদিন করতে লজ্জা করে—তাই দু-একজনকে, যাঁদের না বললেই নয—

কুমার :—সেই ভাল। আমিও ভীড় পছন্দ করিনা। তা, জন্মদিনে কি নেবেন? বিশেষ কোন উপহার?

লিলি :—না, ধন্যবাদ। আপনি এমনি গেলেই আনন্দিত হবো। মা অনেক করে আপনাকে যেতে বলে দিয়েছেন।

কুমার :—বেশ, তাই হবে। চলুন, আপনাকে একটা lift দিয়ে আসি।

লিলি :—না না দরকার হবেনা—ধন্যবাদ। আমি আরও দু-চার জাযগা সেরে বাড়ী ফিরবো। আচ্ছা নমস্কার।

কুমার :—নমস্কার।

[লিলি চলিযা গেল। কুমার কেরাণীদের দাঁড়াইযা থাকিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন।]

—কি, হ'ল? দাঁড়িয়ে আছেন কেন মশাই?' বসতে বারণ আছে নাকি?

১ম কেরাণী :—আজ্ঞে না।

কুমার :—বড়বাবু কোথায়?

১ম কেরাণী :—একটু কাজে বেরিয়েছেন!

কুমার :—ঠিক আছে। আপনি সব বন্ধ-টন্ধ করে দিয়ে যাবেন—আমি চলি।

[কুমার দ্রুত প্রস্থান করিল।]

২য় কেরাণী :—বাঁচা গেল। ও হে চাপরাশি, কোথায় গেলে বাবা—বন্ধ কর—

১ম কেরাণী :—বোধ হয় পেছু নিল—সহজে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়না!

[চাপরাশি প্রবেশ করিয়া সব গোছগাছ করিতে লাগিল]

২য় কেরাণী :—দাদা, চল—এবার হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।

[দু-জন কেরাণী ভিতরে গেল, চাপরাশী সব মালপত্র তুলিতে লাগিল]

পর্দ্দা

৪র্থ দৃশ্য

[(রাধুর ঘর। রাধু আয়নার সামনে বসিয়া প্রসাধন করিতেছে। গুণ গুণ করিয়া গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে মুখে পাউডার মাখিল, পরে গন্ধ মাখিয়া মাথাটি পুনর্বায় চিরুনী দিয়া ঠিক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় পণ্ডিত মশাই প্রবেশ করিলেন। রাধু পণ্ডিতকে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিল।]

রাধু :—আপনি। আরে আসুন না—বসুন।

পণ্ডিত :—আস্তে বাবা আস্তে—চুপি চুপি তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।

রাধু :—(জোরে) বলুন না, ভয় কি, আমি ত' আছি।

পণ্ডিত :—ধীরে বলো বাবা, মা ঠাকুরুণ শুনতে পেলে বিপদে—পড়বো। শোন, মা ঠাকরুণ আজ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—তা তুমি বাবা কিছু বলে টলে ফ্যালনি ত' ?

রাধু :—(তেমনি জোরেই) না, আমি বলব কেন ? আপনি না বারণ করে দিয়েছেন—বা রে !

পণ্ডিত :—আস্তে—হ্যাঁ, বলে ফেল না যেন কোনদিন—তাহলে এ বিয়ে হবার আর উপায় থাকবে না। আগে কোনমতে বিয়েটা হ'য়ে যাক্—তারপর কোন ক্ষতি হবে না।

রাধু :—কোন ক্ষতি হবে না। এখন আমি ওখানেই যাচ্ছি—দেখছেন না, কেমন সেজেগুজে ফিট্‌ফাট্ হ'য়ে—হে-হে—।

পণ্ডিত :—বেশ, তুমি যাও বাবা, আমি বরং নিচের ঘরে অপেক্ষা করি—মা ঠাকরুণ ডেকেছেন কেন কে জানে ?

রাধু :—মা ত' ঘরে নেই ?

পণ্ডিত :—ঘরে নেই ? কোথায় গেছেন ?

রাধু :—মাসীমার বাড়ী—এখুনি ফিরবেন, সময় হয়েছে।

পণ্ডিত :—ও! তাহলে আমি বরং ঘুরেই আসি—কতগুলো কাজ আছে—কিছুটা সেরে আসি। (প্রস্থান উদ্যত হইল)

রাধু :—পণ্ডিত মশাই।

পণ্ডিত :—কেন বাবা ?

রাধু :—আজকাল না, আপনাকে দেখলে না, ভারী লজ্জা করে—হি—হি—হি।

পণ্ডিত :—আচ্ছা বাবা আমি এখন চলি।

রাধু :—চলি বলতে নেই, আসি বলুন।

পণ্ডিত :—আচ্ছা বাবা, আসি। (পণ্ডিত প্রস্থান করিলেন)

রাধু :—যাই বাবা, এই বেলা সরে পড়ি, মা আবার এখুনি এসে পড়লে জিজ্ঞাসা করবে কোথায় যাচ্ছিস ? এখন আর কিছু বলা হবে না—পণ্ডিত মশাই বারণ করেছেন। ওঃ সত্যিই আনন্দ হচ্ছে—ব্রজেশ্বরী হয়ত অপেক্ষা করে বসে আছে—ওঃ ব্রজেশ্বরী, আমার ব্রজেশ্বরী—।

(বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে যাইবে এমন সময় মুখোমুখি—নীলমণির সঙ্গে দেখা হইল। নীলমণি ঘরে প্রবেশ করিয়া রাধুকে এই অবস্থায় দেখিয়া অবাক হইল)

নীলমণি :—কিরে, কোথায় যাচ্ছিস ? ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করে একেবারে সেজেগুজে………।

রাধু :—হি-হি-হি।

নীলমণি :—ওকি, হাঁসছিস কেন ?

রাধু :—তোমার কথা শুনে দাদা—

নীলমণি :—আমার কথা শুনে ?

রাধু :—হ্যাঁ, তোমার কথা শুনে,—ব্রজেশ্বরীকে তুমি কি ঠাকুর বলে মনে করেছ ?

নীলমণি :—হ্যাঁ, কেন ?

রাধু :—দুর—। দাদা—।

নীলমণি :—এঁ্যা !

রাধু :—ধ্যাৎ, বলব না তোমাকে—লজ্জা করছে। জানো,—ও না, ও আমার ব্রজেশ্বরী—দেবতা নয় গো, দেবতা নয়।

নীলমণি :—কি বলছিস বুঝতে পারছি না, খুলে বল। সঙ্গে গুজে যাচ্ছিস বা কোথায় ?

রাধু :—ব্রজেশ্বরীর কাছে। জানো দাদা, আমি একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছি হাঁ। এইরে, আবার বলে ফেললাম ? পণ্ডিত মশাই বারণ করেছিলেন· · ·।

নীলমণি :—পণ্ডিতমশাই—।

রাধু :—হ্যাঁ, ওঁর মেয়েই ···ত · এই যা, আবার বলে ফেললাম—দোহাই দাদা, মাকে যেন কিছু বলে দিও না।

নীলমণি :—না রে না, বলব না। কিন্তু তোর পেটে পেটে এত, তাতো বুঝিনি। মাসীমা তোর জন্যে পাত্রী দেখছেন আর তুই কিনা—যাক্ ভালই করেছিস্, এখানেই বিয়ে কর।

রাধু :—সত্যি বলছ। সত্যি, তুমি লক্ষ্মীদাদা তুমি আমার লক্ষ্মীদাদা। (জড়াইয়া ধরিল)—তুমি আমার ব্রজেশ্বরী—ব্রজেশ্বরী—

নীলমণি :—আঃ ছাড়, ছাড়,—কি কচ্ছিস ?

(রাধু ছাড়িল)

রাধু :—এইবার সরে পড়ি বাবা, মা এলে আবার মুস্কিলে পড়ব। যাই দাদা (গানের কলিতে ভাঁজিতে ভাঁজিতে—'বারে বারে কেন ডাকো আমায়, ওগো সখি বারে বারে কেন ডা—আ !)

(ঠোক্কর খাইয়া বাইরে ছিটকাইয়া পড়িল)

নীলমণি :—বিপদ বাধাবে দেখছি। বাধুর মনেও বসন্তের ছোঁয়াচ লেগেছে, একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বে না। বেশ হবে, মামীর দেমাক ভাঙ্গবে।

(সোমেশ্বরবাবুর প্রবেশ)

সোমেশ্বর :—এই যে, নীলমণি—তোকেই খুঁজছিলাম। কাল ওই ব্যাপারটা নিয়ে ওদের অফিসে খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলাম' তার কি হ'ল? ওদের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল ত?

নীলমণি :—হয়েছিল, তবে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তিনি কি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমি ওদের একজন কেরাণীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

সোমেশ্বর :—হুঁ, তা কি বললে? আমার টাকাটা Advance নিলে, অথচ—

নীলমণি :—হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি মামা। ওই Advanceটার কথা ওরা ঠিক জানেন না—উনি বললেন—সেক্রেটারী মশাই স্বয়ং এ ব্যাপারটা করেছেন—কাজেই এ টাকার ব্যাপারে উনি কোন official information পাননি। তবে, এও বলেছেন যে, উনি খোঁজ করবেন এবং সেক্রেটারী মশাইকে জিজ্ঞাসা করে পাত্রী পক্ষকে চিঠি লিখবেন।

সোমেশ্বর :—গেল, পাঁচ পাঁচটা হাজার টাকা গেল—আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা নেই,—আর ওমনি সেক্রেটারীর হাতে তুলে দিলেন অত গুলো টাকা। মেয়েদের ব্যাপারই ওমনি—হাঁ করে কি দেখছিস? ওই তোর মামীই আমায় পথে বসাবে। আমি তখনই জানতুম টাকাটা গেছে।

নীলমণি :—মামা, আমি না হয় আবার সেক্রেটারী মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করব।

সোমেশ্বর :—হ্যাঁ, দেখা করে ভাল করে কথা শুনিয়ে দিবি—যত সব জোচ্চুরি কাণ্ড!

নীলমণি :—ওদের অফিস দেখে আমার ধারণাও খুব ভাল হয়নি মামা। মনে হল, বেশ একটা রহস্য আছে এর পেছনে।

সোমেশ্বর :—জানি, আমি জানি নীলমণি—তোর মামী—আমাকে ছেলের বিয়ে-বিয়ে করে ফেল করাবে ঠিক করেছে—। আসুক ফিরে তারপর আমিও দেখছি।

(ইতিমধ্যে মমতাময়ী প্রবেশ করিলেন)

মমতা :—কি হল? মামা-ভাগ্নেতে মিলে কি সলা পরামর্শ হচ্ছে?

সোমেশ্বর :—না, কিছু নয়…হেঁ হেঁ, কি আর হবে? নীলমণিকে বলছিলাম—

মমতা :—কি বলছিলে?

সোমেশ্বর :—না, বলছিলাম, বাবুর বিয়ের ব্যাপারে ওকে

মমতা :—থাক্‌, তোমাদের আর এর মধ্যে থাকতে হবে না—কতদূর দৌড় তোমার তা বোঝা গেছে। নীলমণি?

নীলমণি :—মামীমা—।

মমতা :—বাবুকে নিয়ে একবার Grant street-এ যাও—ওর সুট-এর order দেওয়া হয়েছিল। আজ trial date, গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়। পরশু ওকটা জায়গা থেকে বাবুকে দেখতে আসবে—ওরেরা আবার সব বিলেত ফেরৎ এর বংশ, কাজেই কোট-প্যাণ্ট না পরলে চলবে না।

সোমেশ্বর :—কেন, কাপড় পরলে হবে না?

মমতা :—না হবে না, আর পরবেই বা কেন? ওর কিসের অভাব? যখন যেমন তখন তেমন হতে হবে। মেয়ের বাড়ীর ছেলেরা কোট-প্যাণ্ট ছাড়া পরে না। মেয়েরা সব সময় গাউন পরে থাকে শুনেছি।

সোমেশ্বর :—তাহলে ছেলের সুটের সঙ্গে তোমার এক জোড়া গাউনের অর্ডার দিলে পারতে—হে—হে—

মমতা :—(রাগিয়া) হে-হেঁ, আবার টিটকারী করা হচ্ছে—কাজ করার মুরোদ নেই, কথা? বলি, পেরেছিলে ছেলেটার বিয়ে দিতে?

কত কর্মের তুমি তা বেশ বোঝা গেছে—এখন যাও, আর জ্বালিও না।

সোমেশ্বর :—হ্যাঁ, যাব ত' বটেই ..নীলমণি, একটু শুনে যাস বাবা।

মমতা :—না, নীলমণি এখন যাবে না—ওকে এখন বেরুতে হবে। এই করে ছেলেটার মাথা খেয়েছো। ওকে কোন কাজে পাইনা—শুধু তোমার এই আস্কারা—মনে করো আমি কিছু বুঝি না?

সোমেশ্বর :—না, তা বুঝবে না কেন? তুমি ওকে পাঠাও। আমার তেমন কোন কাজ নেই, তেমন কিছু দরকার নেই।

(প্রস্থান করিল)

মমতা :—নীলমণি।

নীলমণি :—মামী।

মমতা :—বাবুকে ডাকো, এখুনি দোকানে ওকে নিয়ে যেতে হবে।

নীলমণি :—কিন্তু বাবু তো ঘরে নেই—কোথায় বেরিয়েছে।

মমতা :—কোথায় বেরিয়েছে আবার?

নীলমণি :—জানি না।

মমতা :—না, তা জানবে কেন, তাহলে যে উপকার করা হয়। ঠিক আছে, অপেক্ষা কর—ও ফিরে এলেই নিয়ে যেতে হবে।

নীলমণি :—আচ্ছা।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল)

মমতা :—একটু বেরিয়েছি ওমনি অশান্তি। খাইয়ে পরিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা হল—তার কোন প্রতিদান নেই? মামা ভাগ্নে এক জোট হয়েছেন—তবে আর কি?

(এমন সময় ভুলো প্রবেশ করিল)

ভুলো :—মাঠাকরুণ।

মমতা :—কি? হয়েছে কি?

ভুলো :—না কিছু না, পণ্ডিতমশাই,—নীচে—

মমতা :—ঠিক আছে, এখানেই পাঠিয়ে দে—।

(ভুলো প্রস্থান করিল)

(পণ্ডিত মশাই প্রবেশ করিলেন)

পণ্ডিত :—আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন মাঠাকরুণ—কিন্তু আমি....

মমতা :—আমি জানি, আপনি বসুন।

পণ্ডিত :—এঁ্যা।

মমতা :—আপনার সব খবর আমি পেয়েছি।

পণ্ডিত :—খবর পেয়েছেন। ও···।

মমতা :—পাব না কেন? আপনি এখানে আসা ত' প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন, এটা আমি জানতে পারবো না মনে করেছিলেন?

পণ্ডিত :—আজ্ঞে মাঠাকরুণ, কিন্তু....

মমতা :—কিন্তুর কিছুই নেই,—আপনার অসুখের সংবাদ আমি পেয়েছি।

পণ্ডিত :—উঃ সে আর বলে? এমন মাথার ব্যথা···।

মমতা :—ব্যথা? আপনার ত' পেটের গণ্ডোগোল শুনেছিলাম....

পণ্ডিত :—হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ গণ্ডগোল মানে ঐ ব্যথা—পেটের ব্যথা—হেঁ হেঁ শরীরের একটা কিছু হলেই সব যন্ত্রই গণ্ডগোল।

মমতা :—তাই বলুন। আমার রাধুর বিয়ের কতদূর কি করলেন পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিত :—হুঁ, ওর এখন চন্দ্রে অমঙ্গল।

মমতা :—অমঙ্গল?

পণ্ডিত :—হ্যাঁ চন্দ্রে অমঙ্গল, ক'টা দিন এই ভাবেই যাবে।

মমতা :—তাহলে কি হবে বলুন ত'? কোন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলে ভাল হয় কি?

পণ্ডিত :—সে আর বলতে হবে না—আমি যা করবার নিশ্চয়ই করব। কোন চিন্তা করবেন না। সামনের মাসে ওর বিয়ের যোগ আছে, বিয়ে নিশ্চয়ই হবে।

মমতা :—হ্যাঁ, আপনার সেই মাদুলির কিছু টাকা বাকী রয়েছে—ওটা আজ নিয়ে যান।

পণ্ডিত :—না না আর দিতে হবে না—যা দিয়েছেন ওই যথেষ্ট।

মমতা :—তা হয় না পণ্ডিত মশাই, রাধুব বিয়েটা হতে দিন না, তারপর আমার যা মনে আছে—তাই দেবো। আপনার জন্য আমি একটা দামী উপহার দেব মনে করে রেখেছি।

পণ্ডিত :—ঠিক আছে মা, সে আপনার খুশী—আচ্ছা চলি মা তা হলে।

মমতা :—এই যে টাকাটা নিয়েই যান—

(টাকাটা ব্যাগ খুলিয়া দিলেন)

পণ্ডিত :—দিন। (টাকাটা কোমরেব গেঁজেতে রাখিয়া) আপনি যখন দিচ্ছেন তখন না বলতে পারি না। নমস্কাব, আসি মা।

(পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। মমতাময়ী খুশী মনে ভেতরে গেলেন)

পঞ্চম দৃশ্য

[লিলির জন্মদিন। ঘরের এক কোণে একটা অরগ্যান্ আছে। সোফা চেয়ার ও টেবিল দিয়ে ঘর সাজান। পাশের কামরায় যাইবার জন্য দরজায় একটা পর্দা দেওয়া আছে। লিলির মা মলিনাদেবী খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রজনীগন্ধার গোছা হাতে নিয়া তিনি ফুলদানীতে রাখিতেছেন। অপর দিকে আসবাবপত্র জায়গামত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ঠিকমত ব্যবস্থা এখনও হয় নাই, এই সব মনে করিয়া তিনি বিরক্ত বোধ করিতেছেন।]

মলিনা :—লিলি, ও লিলি। নাঃ সময় হ'য়ে এল, এখনও কিছু গোছ করা হ'লনা—ও লিলি ?

[লিলি প্রবেশ করিল।]

লিলি :—কি বলছ।

মলিনা :—কি আর বলব। আচ্ছা লিলি, তুই এখনও তৈরী হ'স নি ? কুমার বাহাদুর এসে পড়বেন যে……

লিলি :—পড়ুক গে—তাই বলে আমাকে সেজে গুজে বসতে হবে নাকি ?

মলিনা :—ওকি কথা লিলি ? আজ তোর জন্মদিন, যা যা কথা বাড়াস নি মা, যা বলছি তাই কর।

লিলি :—ঠিক আছে, যাচ্ছি। হ্যাঁ, ভাল কথা—আশীষ একটু আগে এসেছিল, ওর দেরী হবে আসতে বলে গেল।

মলিনা :—আশীষের জন্যে তোর মাথা ঘামাতে হবে না, তোকে যা বলছি তাই কর।

[লিলি ভিতরে গেল।]

মলিনা :—আশীষ যাবে কোথায়, আসতেই হবে। টাকা পয়সা মন্দ নেই—
কিন্তু সম্পত্তি? ওই বুড়ো বাপ টা না মরা অবধি কোন আশা নেই
—Poor boy—ছেলেটার জন্যে আমার দুঃখ হয়......

[এমন সময় একজন যুবক প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা বজরা কাগজ দ্বারা মোড়া Presentation packet টি দুই হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে উঁকি দিতে লাগিল। লিলি ঘরে ছিল না, সে আছে কি না বা কোথায়, তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ মলিনার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িতে যুবকটি এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল।]

ত্রিগুণা :—আমি কি একটু আগেই এসে পড়েছি মাসীমা?

মলিনা :—আরে ত্রিগুণা! এস এস, না আগে কেন—এই ত' সবাই আসতে সুরু করেছেন।

ত্রিগুণা :—হ্যাঁ···হেঁ হেঁ····কিন্তু লিলিদেবীকে ত' দেখতে পাচ্ছিনা—উনি ফিরেছেন ত?

মলিনা :—ফিরেছেন ত'···মানে? আজ ত' ওরই ব্যাপার—ওকে ত' থাকতেই হবে।

ত্রিগুণা :—পরশু দিন দুবার, কাল তিনবার, আজ সকালেও চারবার ঘুরে গেছি কিন্তু ওনাকে পাইনি। পাশের বাড়ীর একজন বললেন, উনি নাকি আর ফিরছেন না—শুধু বেরুচ্ছেন আর বেরুচ্ছেন।

মলিনা :—হুঁ। সে সত্যি বটে! এ কদিন ত' একটু ব্যস্ত ছিলই—জন্মদিনের ব্যবস্থা করা কি সহজ ব্যাপার!

ত্রিগুণা :—সাংঘাতিক ব্যাপার!

মলিনা :—তোমার হাতে ওটা কি!

ত্রিগুণা :—Presentation। ছোট্ট একটা হাতীর—না না, মস্ত বড় একটা হাতীর দাঁতের ছোট্ট একটা বজরা।

মলিনা :—বাঃ, তা কত পড়ল?

ত্রিগুণা :—পড়েনি—যৎসামান্য পরিশ্রম শুধু…

মলিনা :—ও।

ত্রিগুণা :—মাত্র ১৬০৲ টাকা—এ আর এমন কি বলুন ত?

মলিনা :—এ ত' বেশ দামী জিনিষ—তা এত খরচা আবার কেন করতে গেলে বাবা?

ত্রিগুণা :—খরচা? খরচা ত' আমার কিছুই হয়নি, শুধু বয়ে নিয়ে আসা। মামা একদিন দোকানে বসতে বলেছিলেন—লিলিদেবীর জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম তখন—ব্যাস্ সাফাই করে ফেললাম—দেখবেন নাকি?

মলিনা :—না না এখন থাক, তুমি বরং ভেতরে যাও—লিলি ভেতরে আছে।

ত্রিগুণা :—বেশ, যাই তাহলে….।

মলিনা :—হ্যাঁ যাও।

ত্রিগুণা :—[কিছুটা গিয়া ফিরিয়া আসিল] আমি যাই....

মলিনা :—হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও।

ত্রিগুণা :—[পুনরায় দরজায় গিয়া দাঁড়াইল] সুন্দর মাসীমা!

[ত্রিগুণা প্রস্থান করিল।]

[মলিনাদেবী রজনীগন্ধার গোছা নিয়া ফুলদানীতে সাজাইতে ব্যস্ত হইলেন। এমন সময় কুমার বাহাদুর প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া মলিনাদেবী কাছে আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।]

মলিনা :—আরে কুমার বাহাদুর! আসুন আসুন—এতক্ষণ শুধু আপনার কথাই ভাবছিলাম। লিলি ত' সেই থেকে আমায় বিরক্ত করে মারছে 'কখন কুমার বাহাদুর আসবেন? এখনও আসছেন না কেন?' যত বলছি এখনও সময় হয়নি, তা যদি কানে ও নেয় একবার—

কুমার :—তাই নাকি? হ্যাঁ, ওনার জন্মদিনে বিশেষ কিছু আনতে পারিনি—যা তাড়াহুড়ো করে আসা …।

মলিনা :—তাড়াহুড়ো কেন কুমার বাহাদুর ? আমি ত' গত সপ্তাহে....

কুমার :—না সে কথা নয়, নিমন্ত্রণ আমি ঠিক সময়ই পেয়েছিলাম। অফিসের কয়েকটা ঝামেলায়, এই যে—যৎসামান্য....

[একটা হারের বাক্স বাহির করিয়া দিল।]

মলিনা :—বাঃ সুন্দর ! এ যে বহুমূল্য জড়োয়ার নেকলেস।

কুমার :—লিলিদেবীর পছন্দ হবে কিনা জানিনা তবে এটা পরলে ওনাকে মানাবে সুন্দর।

মলিনা :—পছন্দ হবে না মানে ? পছন্দ হতেই হবে—এত দামী জিনিষ।

কুমার :—ডাকুন না ওঁকে, দেখাই যাক কি বলেন।

মলিনা :—হ্যাঁ, এখুনি ডাকছি—ভালই হবে—। যা লাজুক মেয়ে, সবায়ের সামনে হয়ত নিতেই চাইবে না।

কুমার :—খুব লাজুক বুঝি ?

মলিনা :—হ্যাঁ, স্বভাবটা আমার মতই পেয়েছে—দাঁড়ান, ডাকছি ওকে। লিলি, ও লিলি, শিগ্‌গীর আয় একবার—কে এসেছেন দেখ্‌বি আয়—এই যে, বাক্সটা আপনার কাছে রাখুন—নিজে হাতেই দেবেন।

[লিলি প্রবেশ করিল, সে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর]

—আয়, কুমার বাহাদুর কখন থেকে বসে আছেন। বাঃ এই ত', এই কাপড়টা পরে তোকে বেশ মানিয়েছে, তাই না কুমার বাহাদুর ?

কুমার :—চমৎকার। আসুন লিলিদেবী, আপনার শুভ জন্মদিনে আমার এ ক্ষুদ্র উপহারটুকু গ্রহণ করুন।

[লিলি বাক্সটি নিয়া দেখিয়া গম্ভীর হইল।]

মলিনা :—আমি বরং ভেতরে যাই—যা লাজুক হচ্ছিস দিন দিন—

লিলি :—আপনি এসব কেন আনতে গেলেন ?

কুমার :—বাঃ, আপনার জন্মদিন—শুভেচ্ছা জানাতে হবে না ? সামান্য একটা উপহার ছাড়া এ আর এমন কি বলুন ত' ?

মলিনা :—আপনি সামান্য বলবেন না কুমার বাহাদুর। এ যদি সামান্য হয় তা হ'লে অসামান্য জিনিষটা কি তা জানতে ইচ্ছে করে।

লিলি :—আমি একটু ভেতরে যাব—আর কিছু বলবে মা ?

মলিনা :—ও আবার কি কথা! ভেতরে যাব মানে ? কুমার বাহাদুর এসেছেন, ওঁর সঙ্গে বসে দুটো কথা বল—ওদিক তো'কে সামলাতে হবেনা, আমি দেখ্‌ছি তুই বস্‌ দিকি।

[মলিনা প্রস্থান করিলেন।]

কুমার :—বসুন লিলিদেবী।

[লিলি বসিল।]

কুমার :—রাগ করলেন নাকি ?

লিলি :—না, রাগ করব কেন ?

কুমার :—[বেশ যত করিয়া লিলির গা-ঘেঁসিয়া বসিল।] সেদিন অফিসে আসবেন বলেছিলেন—এলেন না ত' ? আমি দুটো টিকিট বুক্‌ করে রেখেছিলাম একসঙ্গে সিনেমা দেখব বলে....।

লিলি :—আপনি বুঝি খুব cinema দেখেন ?

কুমার :—না, শুধু আপনার জন্যই ..।

লিলি :—আপনি আবার উপহার আনতে গেলেন কেন বলুন ত' ?

কুমার :—জন্মদিনে সবাই উপহার এনে থাকেন। আমার আনাটা কি অন্যায় হয়েছে লিলিদেবী ?

লিলি :—আমি আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি..।

কুমার :—আমিও ত' বিব্রত মনে করিনি—আপনি আমায় কি ভাবেন জানিনা, সত্যি কথা বলতে কি আপনাকে ভাবতে আমার ভাল লাগে অবশ্য এ ভাল লাগা, আপনার যদি ভাল না লাগে ক্ষমা করবেন।

লিলি :—সামান্য একটা জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে এত মূল্যবান জিনিষ গ্রহণ করতে আমার লজ্জা করে। আমি কিছু চাইনি, চাইও না—

আপনি দয়া করে এসেছেন এটা, আমাদের সৌভাগ্য। বসুন, আপনার খাবার বন্দোবস্ত করে আসি।

কুমার :—লিলিদেবী—আর একটু বসুন। আমার এ উপহার যদি সঙ্গত মনে না করেন তবে আমার অনুরোধ—ওটা আপনি ব্যবহার করবেন না।

লিলি :—দুঃখু পেলেন ? অবশ্য যদি বলেন ...

কুমাব :—সময় হ'লে বলব নিশ্চযই—বিশ্বাস করুন—এ আবেদনটা এসেছিল মনের একটা deepest corner থেকে—।

[নীলমণি প্রবেশ করিল। সে এই সব লক্ষ্য করিয়া একটু গম্ভীর হইল। কুমার নীলমণি:কে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। লিলি নীলমণিকে দেখিয়া খুশী হইল ও তাহার কাছে গেল।]

লিলি :—এত দেরী করে আসতে হয বুঝি ?

নীলমণি :—একটু দেরী হয়ে গেল....।

লিলি :—থাক্ তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইনা –বলবে ত' ছাত্রীর পরীক্ষা, টিউশুনি সারতে দেরী হল....।

[ইতিমধ্যে মলিনা প্রবেশ কবিলেন। তিনি নীলমণিকে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন।]

নীলমণি :—না, ঠিক তা নয—আমি····

মলিনা :—আঃ কি হচ্ছে লিলি ? ওর যদি কাজ থাকে তা সারবে না ? এখন বাজে কথা ছাড. কুমার বাহাদুরের খাবার বন্দোবস্ত কর—নীলমণি ও ঘরে যাবে নাকি ? ত্রিগুণা বসে আছে—দুটো কথা বলতে পারতে।

লিলি :—ন', না, নীলমণিদা তুমি এখানেই বোসো।

[মলিনা বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।]

কি হ'ল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন—বোসো।

কুমার :—এখানে বেশ মশার উৎপাত আছে দেখছি। অবশ্য regular spray করলে নিশ্চয়ই কমে যাবে····।

লিলি :—কি হ'ল তোমার? গম্ভীর হয়ে গেলে যে—একটা গান করবে ত, আমি কিন্তু গান শুনবো বলে আশা করে আছি।

কুমার :—আচ্ছা, আপনি গাইয়ে লোক? আরে সে কথা আগে বলতে হয় মশাই? গান না বেশ মজা করে বসে শোনা যাবে, কি বলেন লিলিদেবী?

নীলমণি :—গান আর একদিন শোনাব। আজ শরীরটা ভাল নেই—আমাকো ক্ষমা করবেন কুমার বাহাদুর। লিলি, তোমার জন্মদিনে গান করতে পেলে আমি খুশীই হতাম।

লিলি:—[নীলমণির কপালে হাত ঠেকাইল।] তোমার ত' জ্বর হয়েছে দেখছি। থাক, এই শরীর নিয়ে তোমাকে আর গান করতে হবেনা।

কুমার :—লিলিদেবীর জন্য কি উপহার নিয়ে এলেন—দেখালেন না ত?

নীলমণি :—মাফ করবেন। আমি কোন উপহার নিয়ে আসিনি—

লিলি :—উঃ, আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে।

কুমার :—কেন, কেন লিলিদেবী?

লিলি :—[সে কথায় কান দিল না।] জান নীলমণিদা, আজ তুমি সত্যিই আনন্দ দিলে—উপহার সবাই দেন, দিয়েছেন—তুমি এসব সামাজিকতার বাইরে তাই আন্তরিকতা পেলাম।

কুমার :—আশ্চর্য। এমন জানলে আমি না হয় উপহারটা ঠিক এই সময় দিতাম না লিলিদেবী!

নীলমণি :—তোমাদের অসুবিধে না হলে আমি উঠব। আমাকে ক্ষমা করবেন কুমার বাহাদুর, এই আনন্দের মধ্যেও আমাকে চলে যেতে হচ্ছে—তাও নেহাৎ শরীরের খাতিরেই।

কুমার :—না না, ঠিকই বলেছেন আপনি—শুধু শুধু বসেই বা কি করবেন বলুন? এখানে পাঁচজন আসবেন, উপহার আনবেন—সেটা দেখতে খারাপ লাগবে। আমি বুঝি নীলমণিবাবু, আমি বুঝি—I do realise your position।

[নীলমণি অপমানিত বোধ করিল ও প্রস্থানোদ্যত হইলে লিলি বাধা দিল।]

লিলি ঃ—তুমি এখন যাবে না—

কুমার ঃ—কিন্তু ওঁর যে আবার শরীর খারাপ—দেহের ওপর for nothing জোর করাটা কি ঠিক হবে?

লিলি ঃ—কুমার বাহাদুর!

কুমার ঃ—বলুন লিলিদেবী।

লিলি ঃ—কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনে—আমাকে যদি এখুনি চলে যেতে হয় তাহলে কি খুব অসুবিধে মনে হবে?

কুমার ঃ—তা হলে ত সব অন্ধকার—উঃ ভাবতেই পারা যায় না।

[মলিনার প্রবেশ]

মলিনা ঃ—এঁ্যা, অন্ধকার আবার কোথায় হল?

[আশীষ প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা রেডিও সেট]

—এই যে আশীষ, এস এস।

লিলি ঃ—আসুন আশীষবাবু, নমস্কার।

আশীষ ঃ—নমস্কার।

কুমার ঃ—নমস্কার আশীষবাবু, আপনার হাতে ওটা কি?

আশীষ ঃ—একটা রেডিও সেট।

কুমার ঃ—বাঃ, বেশ ভাল পছন্দ আপনার। তা খুলে দেখান না, দেখা যাক।

লিলি ঃ—না—আপনি kindly ওটা ও-ঘরে রেখে আসুন—Presentation গুলো ও, ঘরেই রাখা হচ্ছে কি না।

কুমার ঃ—ও হঁ্যা, হঁ্যা, নীলমণিবাবু তাহলে আবার অসুবিধে ফিল্ করবেন।

মলিনা ঃ—রাত হ'য়ে এলো—এবার ও ঘরে সবাই চলুন—খাবার প্রস্তুত। কুমার বাহাদুর এবার চলুন—আপনার আবার হয়ত দেরীই হয়ে গেল।

কুমার ঃ—না দেরী হয়নি—চলুন লিলিদেবী, আশীষবাবু আসুন—

লিলি ঃ—চল নীলমণিদা—এস।

নীলমণিদা ঃ—থাক—আমার শরীরটা ভাল লাগছেনা—

লিলি ঃ—বারে, তা কি করে হয়? ঠিক আছে, অল্প কিছু মুখে দেবে চল।

মলিনা ঃ—আঃ আবার শরীরের ওপর জোর করা কেন? ও বরং এখানেই —বসুক তোমরা যাও।

কুমার :—চলুন আশীষবাবু—

লিলি :—তুমি যেন আবার চলে যেওনা,—আমি এখুনি আসছি।

[কুমার, আশীষ ও লিলি প্রস্থান করিল।]

মলিনা :—নীলমণি ?

নীলমণি :—বলুন।

মলিনা :—তুমি এটা কি ক'বলে বলত ?

নীলমণি :—কি করলাম ?

মলিনা :—যা ক'রলে, তা আর বলবার নয়। আমি স্বীকার করছি লিলির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে—তাই বলে একটা সামাজিক ব্যাপারে এমনি করে আমায় অপমান করে তোমার কি লাভ হ'ল শুনি ?

নীলমণি :—অপমান ?

মলিনা :—আমি জানি, তোমার কোন উপহার দেবার মত সামর্থ নেই। এখানে বড় বড় লোকেরা নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন—লিলির জন্য সবাই যখন বহুমূল্য জিনিষ উপহার দিচ্ছেন সেই সময় তাঁদের সামনে তুমি শুধু হাতে এসে হাজির হলে ? লোকে ভাবল, এমন লোকের সঙ্গে আমি পরিচয় রাখি, যার একটা উপহার দেবার মত সামর্থ নেই ?

নীলমণি :—মাসীমা।

মলিনা :—না, লিলিকে এত ছোট করবার কোন অধিকার তোমার নেই।

নীলমণি :—আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি—লিলিকে বলবেন, শরীরটা ভাল লাগছিল না বলে চলে যেতে হ'ল—

[নীলমণি দ্রুত প্রস্থান করিল]

মলিনা :—হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে যা বলবার আমি বলব। পরের করুণায় যার দিন কাটে তার এত সখ্ হয় কেন বুঝিনা—

[লিলি প্রবেশ করিল]

লিলি :—একি, নীলমণিদা কোথায় গেল ?

মলিনা :—শরীর খারাপ ছিল চলে গেছে।

লিলি :—আশ্চর্য্য। না বলেই চলে গেল ?

[আশীষ ও ত্রিগুণা প্রবেশ করিল।]

আশীষ :—উঃ প্রচুর খাওয়া হ'ল।

ত্রিগুণা :—হ্যাঁ—মিষ্টি পরিবেশ, লোভনীয় পরিস্থিতি।

আশীষ :—সুন্দর আয়োজন।

মলিনা :—এস বাবা এস, তোমাদের কোন অসুবিধে হয়নি ত ?

ত্রিগুণা :—না—অসুবিধেই ত সুবিধে—লিলিদেবী কাছে বসে খাওয়ালেন—

মলিনা :—কেমন খাওয়া হ'ল ?

ত্রিগুণা :—উঃ—ফেরোশাশ্

আশীষ :—তার মানে ?

ত্রিগুণা :—চমৎকার ! এমন খাওয়া অনেক দিন খাইনি। উঃ পেটের অসুখ না করলে স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। কি বলেন—তাই না ?

আশীষ :—আচ্ছা এবার তাহলে আসি……

মলিনা :—হ্যাঁ, আবার এসো বাবা।

ত্রিগুণা :—না বললেও আসবো—মানে আসতে ইচ্ছে হয় আর কি। লিলিদেবী, ও লিলিদেবী।

লিলি :—(অন্যমনস্ক ছিল) এঁ্যা।

ত্রিগুণা :—হ্যাঁ। চলে যাচ্ছি, কিছু বললেন না তো ?

লিলি :—ঠিক আছে। নমস্কার। এখন আসুন।

ত্রিগুণা :—এখন নয়, পরে আবার আসবো।

(ত্রিগুণা ও আশীষ প্রস্থান করিল)

লিলি :—তুমি নিশ্চয়ই নীলমণিদাকে কিছু বলেছোতা না হলে সে কখনই……

মলিনা :—না, যেতনা তাহলে—সেকি যাবার লোক ? দেখ লিলি, বেশী বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় বলছি।

লিলি :—মা।

(কুমারের প্রবেশ)

মলিনা :—এই যে আসুন আসুন কুমার বাহাদুর—আমি তো আর দেখাশোনা করতেই পারলাম না। আপনার কোন অসুবিধে হয়নি তো ?

কুমার :—না, না, কোন অসুবিধে নেই। লিলিদেবীর উপস্থিতি সব অসুবিধে হরণ করে নিয়েছেন। আচ্ছা, নীলমণিবাবুকে তো দেখতে পাচ্ছিনা ?

মলিনা :—অসুস্থ ছিল, চলে গেছে।

কুমার :—Oh. I see ! লিলিদেবী এখন কিন্তু একটা গান শুনতে আমার

ভারী ইচ্ছা হ'চ্ছে, আর যে পরিমাণ খাওয়া হয়েছে—না জিরিয়ে যেতেও পাচ্ছি না।

(বসিল)

মলিনা :—বেশ তো! এ আর এমন কি? কুমার বাহাদুরের আজ 'দেখছি গান শোনার Mood এসেছে! লিলি, একখানা ভাল করে গান শুনিয়ে দে। দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।

(প্রস্থান করিলেন)

কুমার :—লিলিদেবী ‥ ‥

লিলি :—হ্যাঁ শোনাচ্ছি। আপনার যখন Mood এসেছে তখন—

কুমার।—কোন্ অসুবিধে ফিল্ করছেন কি? সত্যি বলছি এমন দিনে—

লিলি :—কিন্তু, কি গান শুনবেন?

কুমার :—ধরুন, এই পরিবেশকে কেন্দ্র করে বেশ একটা মন-মাতান ছন্দে—আমরা আছি আর কেউ নেই—এমনি একটা—

লিলি :—বেশ। তাই শোনাবো।

(হঠাৎ দিলীপ প্রবেশ করিল, তার হাতে একটা Presentation)

দিলীপ :—এসে গেছি লিলিদি।

(কুমার তাহাকে দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিল)

লিলি :—এস, এস দিলীপ।

দিলীপ—সে বলতে হবে না, আপনার জন্মদিন—নিমন্ত্রণ না পেলে কি হবে—এসে গেলাম—এই যে আমার সামান্য উপহারটুকু।

(লিলি উপহারটি সযত্নে টেবিলে রাখিল)

কুমার :—(উঠিয়া দাঁড়াইল) দেখুন লিলিদেবী, আমার হঠাৎ একটা……

লিলি :—হঠাৎ আবার কি হলো, শরীর খারাপ করল নাকি?

কুমার :—না একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাই—

লিলি :—বিশেষ প্রয়োজন? কিন্তু গান না শুনিয়ে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারিনা।

কুমার :—কিন্তু ব্যাপারটা—

লিলি :—বেশ তো, ছোট করে গাইছি।

(মলিনার প্রবেশ)

কুমার :—না, লিলিদেবী—Excuse me, আমার না গেলেই নয়।

মলিনা :—কি হলো কুমার বাহাদুর? একি দিলীপ, তুমি আবার এখানে কেন?

দিলীপ :—না এমনি—জন্মদিন তাই—

কুমার—মলিনাদেবী আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে। একটা জরুরী engagement ছিল তাই······fail করলে মুস্কিল হবে।

মলিনা :—আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি কুমার বাহাদুর। গানটান এখন থাক। আপনার প্রয়োজনটাই আগে। চলুন, আমিই এগিয়ে দিয়ে আসছি। আমার আবার ছুটো কথাও ছিল।

লিলি :—নমস্কার কুমার বাহাদুর! আবাব আসবেন কিন্তু।

(কুমার ও মলিনা প্রস্থান করিল, লিলি পিছন পিছন কিছুটা আগাইয়া গেল, পরে ফিরিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িল।)

লিলি :—উঃ দিলীপ, আমার এত হাসি পাচ্ছে না—

দিলীপ :—কিন্তু এত হাসছেন কেন? এই দেখুন আবার হাসছেন, যাই বলুন কুমার সাহেব কিন্তু ভারী বেরসিক।

লিলি :—কি বললে বেরসিক? ঠিক বলেছো—

(পুনরায় হাসিতে লাগিল)

দিলীপ :—নাঃ আপনার যেন কি হয়েছে। এই দেখুন আবার হাসছেন—আবার—এবার কিন্তু সত্যি বলছি আমিও হেসে ফেলবো, এই দেখুন আবার—হো-হো-হো-হো—

(দিলীপ ও লিলি প্রচুর হাসিতে লাগিল। দিলীপের কিন্তু এই হাসির কোন অর্থ বোধগম্য হইল না)

—পর্দা—

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

(বাধুদের বাড়ী। বাধুর মা মমতাদেবী বসিয়া আছেন। সামনে মিঃ ঘোষ (কুমার বাহাদুর) একখানা ফাইল হস্তে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন। ফাইল হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া তিনি মমতাদেবীর হস্তে দিলেন।)

মিঃ ঘোষ:—এই যে, কাগজটা রাখুন। মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে—হয়তঃ ওদের পক্ষ থেকে মেয়ের বাবা আসবেন। বিয়ের Advance বাবদ কিছু ওদের দিতে হবে কিন্তু—আমাদের সঙ্গে ওঁদের সেইরকম কথা হয়েছে কিনা।

মমতা:—ও আপনি কিছু ভাববেন না, টাকার কথা ছেড়ে দিন। আমার ভাবনা শুধু বাধুর বিয়ের জন্য মিঃ ঘোষ।

মিঃ ঘোষ:—আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব—অবশ্য যদি কিছু না মনে করেন।

মমতা:—মনে করব কেন, আপনি বলুন।

মিঃ ঘোষ:—অবশ্য একথাটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার আগেও কথা হয়েছে—সে যাক্, কদিন আগে আপনার এখান থেকে এক ভদ্রলোক আমার অফিসে গিয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি কিন্তু প্রীত হইনি। কথাটা আপনাকে বলতে পারি?

মমতা:—নিশ্চয়ই, বলবেন বৈকি। আমার এখান থেকে আপনার কাছে—না: ঠিক বুঝলাম না।

মিঃ ঘোষ:—হুঁ, তাহলে ব্যাপারটা আপনিও জানেন না দেখছি। ওনার নাম হচ্ছে নীলমণি বাবু—

মমতা:—(অবাক হইয়া) নীলমণি। সে আপনার কাছে কেন যাবে? আমিত' তাকে পাঠাইনি?

মিঃ ঘোষ:—আপনার কথা শুনে এখন আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি—ভাগ্যি ওনার সঙ্গে বিশেষ কোন আলোচনা করিনি—তাহলে শুনুন, এর আগে একটা বিবাহের ব্যাপারে আমি আপনার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা

Advance নিয়েছিলাম—আমি নিয়েছিলাম মানে, পাত্রীপক্ষকে দিয়েছিলাম—।

মমতা :—হ্যাঁ, সেত' আমি জানি—কেন হয়েছে কি ?

মিঃ ঘোষ :—গত সপ্তাহে নীলমণি বাবু এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে বেশ একটু অপমান করে এসেছেন। ওনার ধাবণা টাকাটা বুঝি আমিই আত্মসাৎ কবেছি। আপনার নাম করে আমাকে যা মুখে এসেছে বলে গেছেন।

মমতা :—তাই নাকি ! আশ্চর্য্য !

মিঃ ঘোষ :—হ্যাঁ, দেখুন আপনার সেই টাকাটার জন্য আজও আমি চেষ্টা করছি। পার্টি এখন কোলকাতার বাইরে, তাই আমার অসুবিধা। অবশ্য আপনি যদি বলেন তাহলে টাকাটা না হয় আমার Office fund থেকে দিয়ে দিচ্ছি।

মমতা :—না, না, মিঃ ঘোষ, আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না। টাকার কথা এখন থাক—ওসব ব্যাপাব নিয়ে এখন আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি আমার রাধুর বিয়ের বন্দোবস্তটা কবে দিন দয়া করে।

মিঃ ঘোষ :—সে আর আপনাকে বলতে হবে না—এই তো ভদ্রলোক যদি আজ এসে যান—পাকা কথা হ'যে যাবে।

মমতা :—আপনি নীলমণির জন্য কিছু ভাববেন না, ওকে আমি শায়েস্তা করছি। দুধ কলা দিযে সাপ পুষলে এমনিই হয মিঃ ঘোষ। "যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই"। আসলে ও লাই পেয়েছে আমাদের কর্ত্তাটির কাছ থেকে,—ভাগ্নে, তবে আর কি ! কথাতেই আছে জন, জামাই, ভাগ্না, তিন নয় আপনা।

মিঃ ঘোষ :—ও, নীলমণিবাবু বুঝি আপনার ভাগ্নে ? যাক্, এতক্ষণে ব্যাপারটা খোলসা হল। এখন থেকে তাহলে কোন Information ওঁকে দেওয়া ঠিক হবে না, কি বলেন ?

মমতা :—হ্যাঁ, ওর কাছে আর কোন খবর দেবেন না। লেখাপড়া শিখিয়ে B. A. পাশ করিয়ে—তার এই পরিণাম ? এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি রাধুর কেন সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়—এত বড় স্পর্দ্ধা আপনাকেও ভাঙ্গানি দিতে গিয়েছিল ?

মিঃ ঘোষ :—থাক্‌গে আপনাদের ঘরের কথা, আমি আর কি বলব—আমার লজ্জা হচ্ছে মমতা দেবী।

[(জনৈক ব্যক্তি পাত্রীর বাবা সাজিয়া (মিঃ ঘোষের একজন অনুচর প্রবেশ করিল)]

মিঃ ঘোষ—আসুন, Mr Mitter—আপনার জন্যই আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম।

মমতা :—আসুন—দয়া করে বসুন।

মিঃ ঘোষ :—আপনি ব্যস্ত হবেন না, উনি বসছেন। রাধুবাবুকে একটু ডাকুন, কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে যাক্—উনি আশীর্ব্বাদটা সেরেই যান।

মমতা :—রাধু একটু বেরিয়েছে, আপনারা আর একটু অপেক্ষা করুন—

মিঃ ঘোষ :—আমি কিন্তু উঠবো—একটা জরুরী appointment আছে—Mr. Mitter. আপনি বসুন, পাকা কথাটা সেরে যাবেন।

মিঃ মিটার :—পাকা কথা আর কি, আপনি যা করবেন তাই হবে—হেঁ-হেঁ—আপনিই ত' সব—।

মমতা :—তা ঠিকই বলেছেন—মিঃ ঘোষ না হলে আমাদের একদণ্ডও চলে না।

মিঃ ঘোষ :—কিন্তু আমাকে উঠতেই হবে—আপনাব কোন অসুবিধা হবে না, মিঃ মিটার সব পাকা করেই যাবেন। আমি শুধু বলছিলাম Advanceটা যদি—মানে টাকাটা আমার Office-এর through দিয়ে ওকে পাঠাবার কথা কিনা—কি মিঃ মিটার আপনার কোন অসুবিধা আছে কি ?

মিঃ মিটার :—না, না অসুবিধা কি ? আপনার Office-এর through দিয়েই তো পাবার কথা—নিয়ম বজায় রাখাই উচিত বলে মনে করি।

মমতা :—ঠিক আছে, আমি টাকাটা নিয়ে আসছি, একটু দয়া করে অপেক্ষা করুন।

মিঃ ঘোষ :—নিশ্চয়ই মমতাদেবী, বসব বৈকি !

(মমতাদেবী প্রস্থান করিলেন)

মিঃ ঘোষ :—(মিঃ মিটারের কাছে আসিয়া) যাক্, এখন টাকাটা নিয়ে আমি সরে পড়ি। আপনি বেশী কথা বলতে গিয়ে সব মাটি করে ফেলবেন না যেন। অসুবিধে বুঝলে আমাদের Office-এর কথা তুলবেন।

মিঃ মিটার :—আপনি ভাববেন না, আমি অত বোকা নই—টাকাটা আপনি নিয়ে যান না—আমি ঠিক সামলে নেব। তবে—আমার Shareটা যেন ঠিক থাকে স্যার।

মিঃ ঘোষ :—ঠিক আছে। এ দিকটা সামলে Office-এ আস্থন—Sharetা নিয়ে যাবেন।

মিঃ মিটার :—Thank you Mr. Ghosh.

(নীলমণি হঠাৎ প্রবেশ করিল। সে মিঃ ঘোষকে দেখিয়া একটু অবাক হইল।)

নীলমণি :—এই যে মিঃ ঘোষ কি মনে করে ?

মিঃ ঘোষ :—তার মানে ? কথাটা বুঝলাম না—আমিই বরং প্রশ্ন করতে পারি—আপনি এখানে কেন ?

নীলমণি :—তাই নাকি ! আমি এখানে কেন, সে জবাবও কি আপনাকে দিতে হবে ? আশ্চর্য্য !

মিঃ ঘোষ—হুঁ আশ্চর্য্য ত' বটেই ! যা জানা যায় না, সেটাই আশ্চর্য্য বলে মনে হয়। যাক্ ওকথা, এখন কি বলতে চান বলে ফেলুন—অবশ্য বলবাব অধিকার সম্বন্ধে আমার মনেও প্রশ্ন জাগে নীলমণিবাবু !

নীলমণি—হুঁ। আমাদের আগের সেই পাঁচ হাজার টাকা Advancc-এর কথাটাই জিজ্ঞাসা করব। মনে মনে যে উত্তরই ভেঁজে রাখুন না কেন, আসল কথাটা বলে ফেলুন। মামা বলেছেন আপনার ag instএ case করবেন।

মিঃ ঘোষ :—নীলমণিবাবু, কথা বলার মাত্রাটা বোধ হয় একটু ছাড়িয়ে গেলেন। পাঁচ হাজার টাকার কৈফিয়ৎ আমি আপনার কাছে দেব না, মাফ্ করবেন।

নীলমণি :—মানে টাকাটা নিলেন এখান থেকে আর জবাব দেবেন কি রাস্তায় নেমে ? দেখুন মিঃ ঘোষ, টাকাটা মেরে দেবার যত চেষ্টাই করুন সুবিধে হবে না।

মিঃ ঘোষ :—নীলমণিবাবু, বাড়ীতে পেয়ে আমায় যা খুশী বলে নিলেও আমি তা সহ্য করব না ! আমার কোন কাজের কৈফিয়ৎই আমি আপনাকে দেব না—আর কিছু বলার আছে ?

নীলমণি :—ও, পথেও দাঁড়াবেন আবার চোখও রাঙ্গাবেন ? বেশ ভাল ভোল ধরেছেন ত' দেখছি। ভেবেছেন এই শুনেই আমি চুপ করে যাবো ?

দেখুন মিঃ ঘোষ ভালয় ভালয় টাকাটা ফেরৎ দেবার বন্দোবস্ত করুন তা না হলে ফলটা যে ভাল হবে না আশা করি বুঝতে—

(এমন সময় মমতা প্রবেশ করিলেন। তিনি নীলমণিকে দেখিয়া জলিয়া উঠিলেন।)

মমতা—নীলমণি। কথাবার্ত্তা একটু ভদ্রভাবে বলবার চেষ্টা করো।

নীলমণি—মামীমা, এ লোকটা একজন জোচ্চর, অভদ্র।

মমতা—থাক্। কে ভদ্র আর অভদ্র সে বোঝার ক্ষমতা তোমার চেয়ে আমার বেশী আছে।

নীলমণি—মামীমা।

মমতা—আমাদের কথায় আর কোনদিন আসবার চেষ্টা করো না—ভ্যাংচী দেওয়া? রাধুর বিয়ে হলে বড় অসুবিধে, তাই না?

নীলমণি—কি বলছ মামী?

মমতা—থাক আর মামী বলে ডাকতে হবে না—ভেতরে যাও, রাধুর বিয়ের ব্যাপারে মাথা দিলে মাথা ভেঙ্গে দেব—যাও, এই মুহূর্ত্তে চলে যাও।

(নীলমণি অপমানে মাথা নীচু করিয়া ভিতরে গেল)

আপনি যেন কিছু মনে করবেন না মিঃ ঘোষ—খাইয়ে পরিয়ে একটা বাঁদর পুষেছি।

মিঃ মিটার—আমি কি এবার উঠবো মিঃ ঘোষ? আমার Nerveটা আবার একটু দুর্বল কিনা—

মিঃ ঘোষ—না, আপনি বসুন। পাকা কথাটা সেরে যাবেন আমি উঠি তাহলে মমতাদেবী—

মিঃ মিটার—বসব? বেশ—তবে Nerveটা যদি ফেল করে।

মমতা—এই যে আপনার টাকাটা মিঃ ঘোষ—

(মিঃ ঘোষ টাকাটা নিলেন। মিঃ মিটার উঠিয়া উঁকি মারিলেন, সেই টাকার বাণ্ডিলটির দিকে)

মিঃ ঘোষ—ঠিক আছে, আমি চলি—মিঃ মিটার কিছু মনে করবেন না—আচ্ছা নমস্কার!

মিঃ মিটার—নমস্কার·· উঃ জল জল।

(মিঃ ঘোষ প্রস্থান করিলেন। মিঃ মিটার বসিয়া পড়িলেন)

মমতা—ভুলো, ভুলো—জল নিয়ে এসো…মি মিটার আপনি কি অসুবিধা বোধ করছেন ?

মিঃ মিটার—না কোন অসুবিধা নেই—তবে বাইরের হাওয়া না পেলে দমটা বন্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

মমতা—ও আপনার বুঝি হার্টের trouble আছে ?

মিঃ মিটার—ছিল না ·হয়েছে…জল…জল।

(ভুলো জল হাতে প্রবেশ কবিল। মিঃ মিটার জল পান করিলেন। ভুলো গেলাস নিয়া প্রস্থান কবিল।)

মমতা—এখন কেমন লাগছে মিঃ মিটাব ?

মিঃ মিটার—ভাল। আচ্ছা চলি তাহ'লে—বাড়ীতে আবাব—

মমতা—বাডীতে কেউ অসুস্থ নাকি ?

মিঃ মিটার—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধবেছেন। ঐ জন্যই উঠব উঠব কবছি। তা না হলে এখানে বসে আছি, বেশ আছি, কি বলেন ?

মমতা—একান্ত যদি বসতে না পাবেন জোব কবব না—কিন্তু একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে।

মিঃ মিটার—না না তার দরকার নেই। ঐ যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন—ওই যথেষ্ট। আচ্ছা নমস্কার আমি না হয সামনেব সপ্তাহে এসে সব পাকা কবে যাবো।

মমতা—বেশ তাই আসবেন।

(মিঃ মিটার প্রস্থান করিলেন।)

মমতা—ইস্ একটুর জন্যে আজ সব মাটি হয়ে গেল। বাধুটা যে কোথায় গেল—এসব ওই নীলমণির কারসাজি। রাধু কখনই এত দেরী করতে পারে না। যেখানে বিয়ের কথা ওঠে সেখানেই ভাংচি দিয়ে বেড়াচ্ছে—দাঁড়া দেখাচ্ছি—নীলমণি—নীলমণি ?

নীলমণি—(নেপথ্যে) যাই মামীমা।

মমতা—ঘর শত্রু বিভীষণ—যত সব—

(নীলমণি প্রবেশ করিল)

রাধু কোথায় গেছে ? আমার মনে হচ্ছে তুই সব জানিস্।

নীলমণি—রাধু কোথায় গেছে আমি জানি না।

মমতা :—জানি না—জানি না বললেই হ'ল? স্পর্দ্ধা বাড়তে বাড়তে চরমে উঠেছে। আমার খাবে আর আমারই সর্ব্বনাশ করবে?

নীলমণি :—আমি কোন অন্যায় করিনি—বেশ আমি যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করে থাকি মনে করো—আমাকে বিদায় দাও।

মমতা :—কথার ভট্টাচার্য্য—রাধুর ওপর তোর পেটপোরা হিংসে—তা কি আমি বুঝি না? বুঝবে না তোর ঐ মামা যার আদরেই আমার এই সংসারের সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমি আর কিছুতেই এসব বরদাস্ত করব না।

(সোমেশ্বর বাবু প্রবেশ করিলেন)

সোমেশ্বর :—কি হ'ল কি? এতক্ষণ কি সব চেঁচামেচি—

মমতা :—হয়েছে আমার মাথা। তোমাদের এই আদুরে ভাগ্নেটির জন্য সংসার আমার গোল্লায় যেতে বসেছে। রাধুর বিয়ে হবে কোত্থেকে? ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গানি দেওয়া চলেছে যে—

সোমেশ্বর :—কি বলছ তুমি! নীলমণি তেমন ছেলে নয়—না না, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

মমতা :—বিশ্বাস করেও কাজ নেই—হয় ওকে বিদায় কর, নয় আমাকে এই বাড়ী ছাড়তে হবে—রাধুকে ওর সংসর্গ আমাকে ছাড়াতেই হবে।

নীলমণি :—থাক—তোমাকে আর কষ্ট করে নিজের বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো মামা।

(সোমেশ্বরবাবুকে প্রণাম করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল)

সোমেশ্বর :—দেখ কি কাণ্ড—আরে যাবি কোথায়—নীলমণি, নীলমণি—শুনে যা—যাক্ ভালই হয়েছে, আর আমি ভাবতে চাই না। যা খুশী—যা মনে আসে করো।

(ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিলেন)

মমতা :—উঃ—যত সব ঢং।

(অন্য দরজা দিয়া প্রস্থান করিল)

সপ্তম দৃশ্য

সময়—সন্ধ্যা

(লিলি ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আছে ! কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়া ভাবিতেছিল কত কথা—নীলমণির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লিলির যেন কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। জানালা ছাড়িয়া সে সোফায় বসিল। মলিনাদেবী ঘরে নাই, কিছু সময় আগে কোথায় যেন বাহির হইয়াছেন। লিলি এক সময় রেডিওটি খুলিয়া দিল। তাহাতে সেই সময় একখানা গান হইতেছিল—বেশ .করুণ সুর, ভাসাও সুন্দর—লিলির মনের যেন অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতেছিল। গান শেষ হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দিলীপ প্রবেশ করিল। সে লিলিকে অন্যমনস্ক দেখিয়া তাহাকে ডাকিতে দ্বিধাবোধ করিল। পরে সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে ডাকিল)

দিলীপ :—লিলিদি—লিলিদি !

লিলি :—(চমক ভাঙ্গিয়া) দিলীপ ! কখন এলে ?

(উঠিয়া রেডিও বন্ধ করিল)

দিলীপ :—একটু আগে। আপনি গান শুনছিলেন তাই Disturb করিনি।

লিলি :—নীলমণিদার কোন খবর পেলে ভাই ?

দিলীপ : – হ্যাঁ অনেক কষ্টে খবর যোগাড় করেছি।

লিলি :—অনেক কষ্টে কেন ? নীলমণিদার বাড়ীতে যাওনি ?

দিলীপ :—গিয়েছিলাম, নীলমণিদা সেখানে নেই।

লিলি :—নেই ? কোথায় গেছে ?

দিলীপ :—সে অনেক দুঃখের কথা। ওঁর মামীর সঙ্গে কি সব গোলমাল—মামী বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

লিলি :—কি বলছ দিলীপ ?

দিলীপ :—ঠিকই বলছি লিলিদি, খবর আনতে গিয়ে ত' ভারী বিপদে পড়েছিলাম। মামী ত আমাকে এই মারে তো সেই মারে—আমার কোন কথা শুনলেন না। যা-তা বলে ভাগিয়ে দিলেন।

লিলি :—তা হলে কি হবে ? নীলমণিদা কোথায় গেল !

দিলীপ :—এ শর্ম্মা অত বোকা নয়। খবর নিয়ে তবে এসেছি। চাকর বেটাকে ইসারা করে বাইরে ডেকে নিয়ে এসে একটা টাকা হাতে গুঁজে দিতেই সে সব বলে দিলে—

লিলি :– কোথায়!

দিলীপ :—বলছি। নীলমণিদা এখন তার এক ছাত্রীর বাড়ীতে আছেন। এক সময় নাকি ওখান থেকেই ওঁকে পড়াবার কথা বলেছিল। এখন নিরুপায় হয়ে—

লিলি :—ও! আচ্ছা দিলীপ, নীলমণিদা কবে বাড়ী ছেড়ে গেছে জান?

দিলীপ :—ওই ত সেই গত মঙ্গলবার দিন—যেদিন কুমার বাহাদুর এসে আপনাকে সিনেমায় নিয়ে গেলেন—

(লিলি দুঃখে মুখ ফিরাইল)

নীলমণিদা বোধ হয় এখানে এসেছিলেন। ফিরে যাবার সময় আমার দোকানের ধার দিয়ে গেলেন দেখলাম।

লিলি :—বোধ হয় এই খবরটা দেবার জন্যই এসেছিলো। দিলীপ, তুমি নীলমণিদার ছাত্রীর বাড়ী চেন?

দিলীপ :—না। সে আমি কেমন করে জানব?

লিলি :—আমি জানি। আচ্ছা, আমি তোমাকে একটু লিখে দিচ্ছি—চিঠিটা ওর ছাত্রীর বাড়ী পৌছে দেবে?

দিলীপ :—অত করে বলতে হবে না। আপনি লিখে দিন আমি এখুনি পৌছে দিয়ে আসছি।

লিলি :—ঠিক আছে, একটু দাড়াও তাহলে—

(একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলীপকে দিল)

—এই নাও, এখুনি যাও লক্ষীটি···!

দিলীপ :—কিছু ভাববেন না, শুধু ছোট ভাই বলে মনে করবেন। চুপ করে থাকলে কি হবে লিলিদি, আমি সব বুঝি। আমি যাব আর আসবো—যাব আর—

(ছুটিয়া প্রস্থান করিবে এমন সময় মলিনাদেবী প্রবেশ করিলেন তাঁহার হাতে একরাশ জামা কাপড়ের প্যাকেট। দিলীপ মলিনাকে দেখিয়া চিঠিটি পিছনে লুকাইল)

মলিনা ঃ– কি, দিলীপ যে, ছুটে চলেছ কোথায় ?

দিলীপ ঃ—না ছুটি নি ত ? সট্ করে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আমার দোকানে—

(ছুটিয়া প্রস্থান করিল)

মলিনা ঃ—দিলীপ এসেছিল কেন ?

লিলি ঃ—এমনি।

মলিনা ঃ—নে এগুলো রাখ। তোর এক জোড়া বারমেসে কাপড়। চাবটে সিল্কের ব্লাউজ পিস্ আর আমার শান্তিপুরী একখানা ধুতি, কই ধর।

(লিলি প্যাকেটগুলি টেবিলে রাখিল)

যাই, আবার বেরুতে হবে। ত্রিগুণা দোকানে বসে আছে, আরও কয়েকটা জিনিষ কিনতে হবে। দে আমায় এক গ্লাস জল দে—

(লিলি নীরবে প্রস্থান করিল)

ত্রিগুণার কাছ থেকে শতখানেক টাকা চেয়ে নিতে হবে। সকালে বাড়ী-ওয়ালা আবার তাগাদা দিয়ে গেছে। কুমার বাহাদুরের টাকাগুলো কোন কারণেই খরচা করব না—বাজে খরচা এইভাবেই চালিয়ে নেব।

(লিলি জল নিয়া প্রবেশ করিল)

মলিনা ঃ—দে, এই বেলা ঘুরে আসি। সন্ধ্যে হয়ে এল আবার—

(জলপান করিলেন, গেলাসটি লিলিব হাতে দিতে গেলেন কিন্তু লিলি অন্যমনস্ক থাকায় তিনি বিরক্ত বোধ করিয়া গেলাসটি নিজেই নামাইয়া রাখিলেন)

—ত্রিগুণা বলছিল দীঘায় বেড়াতে যাবে। তোর কথা বলছিল——। যদি যাস যা না, দিন কয়েক ঘুরে আয়—শরীরটা ফিরবে।

লিলি ঃ—ত্রিগুণার সঙ্গে ? কেন আমি একলাই তো যেতে পারি—ত্রিগুণার কি দরকার ?

মলিনা ঃ—না না তা কেন, ওর বড় বোন, তার দুই ছেলে সবাই যাচ্ছে, তাই বলছিলাম।

লিলি ঃ—বারণ করে দিও আমি যাব না।

মলিনা ঃ—কেন ?

লিলি ঃ—ভাল লাগে না।

মলিনা :—তা লাগবে কেন, কি ভাল লাগে শুনি ?

লিলি :—জানি না।

(দ্রুত প্রস্থান করিল)

মলিনা :—ভারী অবাধ্য হয়ে উঠছে দিন দিন—আশ্চর্য্য। যাই আবার—দেরী হয়ে গেল।

(প্রস্থান করিল)

(লিলি পুনরায় প্রবেশ করিল। একবার বাহিরের দুয়ারে উঁকি দিল। দিলীপ হয়ত আসিতে পারে এমন মনে করিয়া কয়েকবার পায়চারী করিল। পরে সোফায় বসিয়া চিন্তিত হইয়া নীরবে একটু অন্যমনস্ক হইল। এমন সময় কুমার বাহাদুর প্রবেশ করিল। লিলিকে একলা দেখিয়া মনে খুসী হইল। কয়েক পা ঢুকিয়া বেশ শান্ত স্বরে প্রশ্ন করিল)

কুমার :—আসতে পারি লিলিদেবী ?

লিলি :—কে ? ও কুমার বাহাদুর !

কুমার :—কারো জন্য অপেক্ষা করছেন মনে হচ্ছে ?

লিলি :—না।

কুমার :—হুঁ। মলিনাদেবী আছেন নাকি ?

লিলি :—এইমাত্র বেরিয়েছেন। কেন দেখা হয়নি ?

কুমার :—না ত' ?

লিলি :—আপনার বুঝি আসবার কথা ছিল ?

কুমার :—না। কেন, কথা না থাকলে বুঝি আসতে নেই ? জানেন লিলিদেবী, আমার কিন্তু এই রকম হঠাৎ আসতে ইচ্ছে হয়। যখন লোকে moodএ থাকে। আর যার মধ্যে কোন artificai art থাকে না, সেটাই হয় সত্যিকারের মনের পরিচয়। এ পরিবেশ আমার ত' বেশ ভাল লাগে, জানি না আপনি like করেন কিনা—।

লিলি :—কুমার বাহাদুর !

কুমার :—বলুন Miss Sen !

লিলি :—এই liking শব্দটা ভারী অদ্ভুত ধরণের। এর ঠিকমত বিশ্লেষণ করা যায়

বলে আমার মনে হয় না। ধরুন এই মুহূর্তে আপনার যা liking আমারটা হয়ত সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। অথচ দুজনেই ভাবছি।

কুমার :—আপনার হেঁয়ালী বোঝা আমার সাধ্য নেই। আর বুঝতে গেলেও সময় নষ্ট করা হবে। তার চেয়ে একটা গান শোনালে বাধিত হবো। মনের কথাটা গানের ভেতর দিয়ে প্রকাশ হলে তার সৌন্দর্য্য বাড়ে। গানের সুরটা মিলিয়ে গেলে যে কবিতাটুকু পড়ে থাকে আর তার রূপটা যদি বাস্তবে মূর্ত্ত হয়ে উঠে, এ উপলব্ধিটা কল্পনা করতে আমার মন ভরে যায়—

লিলি :—মাফ্ করবেন, এখন গান শোনাতে পারব না।

কুমার :—কেন, মন খারাপ? ঠিক আছে, গান এখন থাক। আসুন, পাশে বসুন—একটু গল্প করা যাক। আমার আবার চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না।

লিলি :—আমি জানি। (বসিল) বলুন কি বলতে হবে, কি শুনতে আপনার ভাল লাগে?

কুমার :—(নিকটে গিয়া) সেটা কি আজও তোমার অজানা আছে লিলি? বারবার একই কথা বলতে আমার মন চায় না। আমি জানি না, তুমি কখন আমার এত কাছে এসে গেছ।

(লিলিকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিতে গেলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল)

লিলি :—কুমার বাহাদুর! আজ বোধ হয় একটু বেশীই বলে ফেললেন। সম্বোধনটা ইচ্ছে মত পাল্টে ফেলেছেন দেখছি। সত্যি করে বলুন ত—আপনি আমায় কি ভেবেছেন?

কুমার :—ভেবেছি, ভেবেছি আজ তোমায় বোধ হয় সত্যিকারের চিনতে পেরেছি। যাকে চাইলেই পাওয়া যায় না, ইচ্ছে করলেও ধরা যায় না। তোমায় পেতে হলে সাহস চাই, সাধনা চাই। তোমাকে ধরলেই ধরা যাবে, ধরব বলে মনে করলে কোন দিনই ধরা যাবে না। তাই এস, এমন শুভমুহূর্ত্ত নষ্ট হতে দিও না—কাছে, আরও কাছে এস—

(পুনরায় তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে গেলে সে কিছুটা সরিয়া গেল)

লিলি :—কুমার বাহাদুর! সব কিছুরই একটা সীমা আছে। কটু কথা বলে আমি নিজেকে ছোট করতে চাই না। আপনি দয়া করে চলে যান। এইটুকুই আমার অনুরোধ।

কুমার :—এই কথা বলে তুমি আমায় ছোট করতে পারবে না। কুমার বাহাদুর যেখানে মেলামেশা করে, সেখানে কোন ত্রুটি রেখে যায় না।

লিলি :—আর কথা বাড়াবেন না। সম্মানটা থাকতে থাকতেই বরং চলে যান। ভয় নেই, আর কারো কাছে এ কথাটা আমি প্রকাশ করব না।

কুমার :—ভয়? ভয় করা আমার ধাতে সয় না। তাছাড়া এমন কি ঘটেছে যার জন্য এত রাগ করছো? সত্যি, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না লিলি! গায়ে হাত দিয়েছি বলে এত সঙ্কোচের কি আছে? আর এটা ত' এই প্রথম নয়?

লিলি :—হ্যাঁ আপনি আমার অনেক ক্ষতি করতে চেয়েছেন, ক্ষতি করেওছেন। কিন্তু আর নয়, আমি আমার ব্যক্তিত্ব আর স্বাধীনতাকে ছোট করতে পারব না।

কুমার :—স্বাধীনতা? যে স্বাধীনতা এতদিন সিনেমা, থিয়েটার, রেস্টুরেন্ট আর পার্টিতে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়েছিল, আজ হঠাৎ তার ব্যতিক্রম ঘটল কেন জানতে পারি কি?

লিলি :—সে আমি বলতে পারব না। এতদিন যা করেছি ভুল করেছি। আর হয়ত সে খানিকটা বাধ্য হয়েই, কিন্তু আর নয়।

কুমার :- আচ্ছা এত নির্মম কেন হচ্ছ বলত'? কি এমন ঘটেছে যার জন্য এই দুর্ব্যবহার? সত্যি বলছি আজ একটা বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। একটা Long driveএ যাবো ঠিক করে এসেছি—চল না যাই।

লিলি :—না, আজ কেন, আর কোন দিনই নয়।

কুমার :—বুঝেছি। তোমার ওই নীলমণি বাবুর জন্যই বুঝি.....।

লিলি :—আমাকে আপনি বলেই সম্বোধন করবেন কুমার বাহাদুর।

কুমার :—O. K. তাই হবে। তবে এর শেষ কোথায় একটু ভেবে দেখলে ভাল হত না?

লিলি :—সেটা আর দয়া করে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি কি করব তার কৈফিয়ৎ অন্ততঃ আপনাকে দেব না।

কুমার :—চমৎকার! আপনার মা যা বলেছিলেন সেটা কি তাহলে মিথ্যা?

লিলি :—সেটা মাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

কুমার :—উনি আজ আমায় আসতে বলেছিলেন। আর আপনার ব্যাপারে আমার সঙ্গে একটা বন্ধনের সম্পর্ক পাকা করার কথা। এ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়ব না লিলি দেবী?

লিলি :- আপনি যদি আপনার মনগড়া আমায় ভাবতে থাকেন, সে দোষ আমার নয়। এতটা সাহস বাড়িয়ে ফেলবার আগে আমায় জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

কুমার :—তাই নাকি? আপনার এই মেলামেশা, আমার এসব উপঢৌকন—এও কি আমার মনগড়া? আজ হয়ত কাছাকাছি কোন একটা সুযোগ মিলছে, আর তাইতে ভর করে ভেবেছেন তরী বেয়ে এগিয়ে যাবেন? এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। মাঝপথে বরং উল্টো টানে তরী ডুবে যেতে পারে। আমি সে মাছ নই, যাকে খেলিয়ে আবার জলে ছেড়ে দেওয়া যাবে, বঁড়শী আঁকড়ে ধরে থাকার মত ক্ষমতা আমার আছে। ঠিক আছে, আমিও দেখ্‌বো······

(কুমার দ্রুত প্রস্থান করিল)

(লজ্জায় ও ঘৃণায় লিলি কাঁদিয়া ফেলিল। সোফায় বসিয়া সে কৃত-কর্ম্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতেছিল। এমন সময় নীলমণি প্রবেশ করিল। লিলি তাহাকে দেখিতে পায় নাই।)

নীলমণি :—লিলি! লিলি!

লিলি :—(নীরবে চক্ষু মুদিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) নীলমণিদা। এস, বস।

নীলমণি :—কি হয়েছে? চুপ করে বসেছিলে—শরীর খারাপ নাকি?

লিলি :—হ্যাঁ শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। তুমিও ত আর আসো না। সেদিন তুমি এসেছিলে, আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। সত্যিই আমি তোমার এ অবস্থার কথা জানতাম না।

নীলমণি :—আমার কথা ছেড়ে দাও। যে কোন আঘাতের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তুমি কি করে পারলে?

লিলি :—কি করে পারলাম? জানি না, এ প্রশ্ন আজ আর তুমি করো না, তার জবাব আমি দিতে পারব না।

নীলমণি :—তোমার কোন অন্যায় হয়নি লিলি। যা করেছ ঠিকই করেছ—দিলীপকে দিয়ে আমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলে সেটা তোমার উচিত হয়নি।

লিলি :—নীলমণি দা!

নীলমণি :—হ্যাঁ লিলি। এই পরিবেশের সঙ্গে তুমি আমায় মিশিয়ে নিতে পারবে না, তাতে তোমার দুঃখ বাড়বে—আর যাঁরা সুখী হতে চান, তাঁদের কেউ হয়ত আমাকে চিরদিন অভিশাপ দিয়ে আসবেন।

লিলি :—ভাল বলেছ। বলো তুমি যা খুশী তাই বলো, কিন্তু চুপ করে থেকো না। আমি তা সহ্য করতে পারব না।

(লিলি কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একপাশে দাঁড়াইল)

নীলমণি :--একি করছো তুমি!

লিলি :—না কিছু নয়। মেয়েদের নিরুপায় অবস্থার কথা তোমরা বুঝবে না। শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করো। যার আশ্রয়ে রয়েছি তাকে ছোট করতে মন চায়নি। কিন্তু তাও বোধ হয় আর পারব না—।

নীলমণি :—তোমার আজ কি হয়েছে বলত'? মনটা হয়ত ভাল নেই তোমার—তাই এসব মনে হচ্ছে।

লিলি :—বোধ হয় তাই হবে। সত্যিই কি তোমার কিছু বলবার নেই? চুপ করে আছো কেন? আমার এ দুর্দ্দিনেও কি তুমি আমার পাশে থাকবে না?

নীলমণি :—এ কি বলছ তুমি লিলি! যার সহায় সম্বল কিছু নেই, থাকার জায়গাটুকুও মাপা, তার জন্য? না লিলি, না—অন্ততঃ তোমার সমাজে তুমি মুখ দেখাতে পারবে না।

লিলি :—মুখ আমি দেখাতেও চাই না। ভাবছো আজ আমি কত নির্লজ্জ হয়ে গেছি—তাই না? সমাজের এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। আমার স্বত্বা আর স্বাধীনতাকে আর কত ছোট করবো বলতে পারো? এত বড় পৃথিবীতে আমার জন্য একটু স্থানও কি নেই? বলো, এই রাহুগ্রাস থেকে তুমি কি আমায় মুক্ত করে নিতে পারো না?

নীলমণি :—(সামনে গিয়ে লিলিকে সস্নেহে বাহুবদ্ধ করিল) ছিঃ, নিজেকে কেন

এত ছোট করছ তুমি? বিশ্বাস করো, আমি এমন কোন কাজ করব না যাতে তোমার অসম্মান হয়। লিলি আমি অসহায় কিন্তু অমানুষ নই—

লিলি ঃ—আমি জানি, আমি জানি তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

(লিলি আরও নীলমণির সংলগ্ন হইল। এমন সময় মলিনা দেবী প্রবেশ করিলেন। নীলমণির কাছে লিলিকে এই অবস্থায় দেখিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন।)

মলিনা :—ও, নীলমণিও আছ দেখ ছি। নিজের ঘর ভেঙ্গেও তোমার শান্তি হয়নি? আমার ঘর ভাঙ্গতে এসেছ?

লিলি :—কি বলছ তুমি?

মলিনা : –ঠিকই বলছি। তোমরা ভাবছ বেশী বোঝ, কিন্তু—আমিও যে কম বুঝি না সেটা মনে রেখো। তোমাদের সব কথাবার্ত্তা আমার কানে গেছে। এখন আমি ভাল করে বুঝতে পারছি, লিলি আমার সঙ্গে কেন এমন ব্যবহার করে। সে ত' কোনদিন এমন ছিল না— আজ যার সাহস পেয়ে ও নিজের ভালমন্দ ভুলে গিয়ে অন্ধকারে পা বাড়াতে চলেছে—সে যে তুমি, একথা আমি জানতাম। তবে আর নয়, এখুনি বিদেয় হও।

লিলি ঃ—না, নীলমণিদা যাবে না—আর যদি যেতেই হয়—সঙ্গে আমিও যাব।

মলিনা ঃ—কিন্তু অন্ধকারে কিসের ওপর লাফ দিচ্ছিস? ওর কি আছে? যার দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন পরের কাছ থেকে চেয়ে খেতে হয়, তাকে তোর কি করে পছন্দ হ'ল আমি বুঝতে পাচ্ছি না লিলি।

লিলি :—মা!

মলিনা ঃ—আমি কুমার বাহাদুরকে কথা দিয়েছি লিলি। তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। কুমার বাহাদুরের টাকা আছে, গাড়ী আছে, বাড়ী আছে— কি নেই তার? ভালবাসা জিনিষটা শুনতেই ভাল লাগে, সংসারে তার কোন মূল্য নেই।

লিলি :—কুমারকে আমি বিয়ে করবো না মা। একজন চরিত্রহীন বর্ব্বরের কাছে আমি নিজেকে বেচতে পারব না।

মলিনা :—লিলি ! বাড়াবাড়ি করবার একটা সীমা থাকা দরকার—নীলমণি !

নীলমণি :—বলুন।

মলিনা :—আমাদের মা-মেয়ের ঝগড়ায় আর নাই বা থাকলে ? আমি বলছি এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও—আর কোনদিন আসবার চেষ্টা করো না।

লিলি :—হ্যাঁ, তাই চলো নীলমণিদা—বসে বসে আর কত অপমান কুড়োবে ?

(লিলি নীলমণির কাছে গেল)

মলিনা :—না, কোথায় যাচ্ছিস শুনি ? নীলমণি, তুমি ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ জানতে পারি ?

নীলমণি :—যেখানে আমি যাচ্ছি সেইখানে। আজ থেকে ও আমার কাছেই থাকবে।

মলিনা :—খবরদার ! নিজে মরছ মর, ওকে আর সর্ব্বনাশের পথে টেনে এনোনা। লিলি, যা ভেতরে যা—যে আমাদের এত দিয়েছে, তার প্রতি কি তোর কোন কর্ত্তব্য নেই ?

লিলি :—না নেই। কুমার যা দিয়েছে, সেটা আমাকে কেনার দাম—এর বেশী আমি তোমাকে আর কিছু বলতে পারব না মা।

মলিনা :—ও তাই বটে। হ্যাঁ নিয়েছি—হাজার, হাজার টাকা নিয়েছি। পারবে, ও পারবে কোনদিন দিতে ?

নীলমণি :—আর এক মুহূর্ত্তও এখানে নয়—চলে এস লিলি।

(একটানে লিলিকে নিয়া প্রস্থান করিল)

মলিনা :—না তুই যাবি না—লিলি শুনে যা, যাসনি—আমার কথা শোন লিলি—লিলি ? যাক্, সব যাক্—আমি আর কাউকে চাইনা—কাউকে নয়।

(হঠাৎ দিলীপ প্রবেশ করিল, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ)

দিলীপ :—লিলিদি—লিলিদি—একি মাসীমা ?

মলিনা :—কি করতে এসেছিস আবার ? লিলিদি ! সে নেই, চলে গেছে……।

দিলীপ :—চলে গেছে— ?

মলিনা :—হ্যাঁ! যা দূর হ'--দূর হ' বলছি।

দিলীপ :—রাগ করছেন কেন? আমি একটা খবর—

মলিনা :—খবর? শয়তান কোথাকার! কুমার বাহাদুরকে তুই ষড়যন্ত্র করে

দিলীপ :—সেই কথাই ত' বলব বলে এসেছি। কুমার বাহাদুর ফট—হ্যাঁ।

মলিনা :—তার মানে?

দিলীপ :—এই যে "EVENING DAILY"তে বেরিয়েছে—একেবারে ছবি শুদ্ধ—দেখুন না—

(কাগজটি মলিনার হাতে দিল)

মিঃ ঘোষ? পুত্রদায় উদ্ধার অফিস—জাল নোট—উঃ আচ্ছা জোচ্চর বটে। একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়েছে বাছাধন।

মলিনা :—না, না এ কি করে হয়? কখ্খনও নয়—জাল নোট—এ মিথ্যে, সব ষড়যন্ত্র—সব ভুল—উঃ আমি পাগল হয়ে যাবো।

(ছুটিয়া গিয়া বাক্স খুলিয়া গোছাভরা নোট বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। নোটগুলি জাল বলিয়া বোধ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় নোট বাহির করিয়া দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন)

দিলীপ :—ইস্! এ যে সবই জাল—ওই কুমার বাহাদুর বোধ হয়—

মলিনা :—এ কি করে হয়! আমি কত বিশ্বাস করে এগুলো তুলে রেখেছিলাম—শুধু তোর স্বচ্ছল অবস্থা দেখব বলে। আমার সব কিছুই এমনি ভুল হয়ে যে ধরা দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

দিলীপ :—মাসীমা শুনুন।

মলিনা :—ছ' বছর বয়স থেকে নিঃসম্বল আর অসহায় অবস্থায় তোকে মানুষ করেছি—কেউ ছিল না তখন। আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে, মান-ইজ্জতের বিনিময়ে তোকে কত কষ্ট করে যে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম তা' ঈশ্বরই জানেন। ওরে, আমি তোকে ফাঁকি দিতে চাইনি—ফাঁকি দিতে চাইনি।

(নোটগুলি বুকে চাপিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন। অশ্রু আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না।)

দিলীপ ঃ—কি মুস্কিল হ'ল—এখন কি করি? মাসীমা আপনি কিছু ভাববেন না—
আমি লিলিদিকে যেমন করে পারি ফিরিয়ে আনবো—লিলিদি—
লিলিদি—

(ছুটিয়া প্রস্থান করিল)

(মলিনা দেবীর রুদ্ধ কান্না আর বাগ মানিল না—
তিনি মুখ নীচু করিয়া চোখ ঢাকিলেন।)

৮ম দৃশ্য

রাধুদের বাড়ী। মমতা দেবী বসিয়া আছেন, সোমেশ্বর বাবু—সামনে দাঁড়াইয়া একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়া খুলিয়া মমতাময়ীকে দেখাইতেছেন। মমতাময়ীর মুখে চিন্তার আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

সোমেশ্বর :—ভাল করে দেখ—বিশ্বাস হ'ল এতক্ষণে? বলেছিলাম না এ একটা জোচ্চরদের অফিস? হুঁ—মিঃ ঘোষ। আবার কুমার সেজেছেন! লাভের মধ্যে দু-দফায় আমার প্রায় দশ হাজার টাকা জলে গেল।

মমতা :—তা আমি কি করব? ওখান থেকে বহু ছেলের বিয়ে হয়েছে। মিঃ ঘোষকে আমার খারাপ লোক বলে মনে হয় না—নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গোলমাল আছে।

সোমেশ্বর :—না খারাপ লোক হবে কেন? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একেবারে—এসেছিলেন আমার সর্বনাশ করতে—নীলমণি তাকে ঠিকই চিনেছিল। তাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে বাড়ী ছাড়া করলে—এর মূলে ছিল ওই মিঃ ঘোষ, একটা পাকা বদমাইস। ও ঠিকই জানত নীলমণি থাকলে টাকাগুলো কখনই আত্মসাৎ করতে পারবে না, তাই মিষ্টি কথায় তোমাকে ভুলিয়ে কেমন টাকাগুলো হজম করে ফেললে।

মমতা :—কে ভাল, কেউ ভাল নয়। তোমার ভাগ্নেটিও কম নয়। ও ইচ্ছে করলে খোকার জন্যে একটা পাত্রী জোগাড় করতে পারত না? আসলে রাধুর ওপর হিংসে—যেমনি কেউ দেখতে আসে অমনি বাড়ী ছেড়ে সরে পড়ে।

সোমেশ্বর :—না এটা তোমার ভুল! আমিই ওকে বারণ করতাম থাকতে!

মমতা :—তুমি!

সোমেশ্বর :—হ্যাঁ, রাধু লেখাপড়া শেখেনি—দেখতে শুনতেও তেমন নয়, নীলমণি সুপুরুষ, শিক্ষিত—যে সব মেয়েরা বড় বড় ঘর থেকে এসে রাধুকে দেখে অপছন্দ করে চলে গেছে—তারা যদি নীলমণিকে দেখত

তাহলে আমাদের অসুবিধেই হ'ত, কিন্তু এটা যে অশোভন, সে আর কেউ না বুঝলেও নীলমণি ঠিকই বুঝেছিল। আমাকে সে একদিন জানিয়েছিল এসব কথা।

মমতা :—ও! কিন্তু আমাকে বলতে তার কি হয়েছিল? আমি কি কেউ নই?

সোমেশ্বর : না, নীলমণি সে কথা কোনদিন ভাবেনি। সে তোমাকে সাহস করে কোন কথা বলতে পারেনি।

মমতা : ও, ভয় করতো বুঝি?

সোমেশ্বর : হ্যাঁ, তবে শ্রদ্ধাও করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী।

মমতা : তাই নাকি?

সোমেশ্বর :—যে দিন ওকে বাড়ী ছেড়ে যেতে বললে—সে দ্বিরুক্তি করল না, এমন কি আমার কথাও শুনলে না—তোমার আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারবে না বলেই—সেদিন আমার ডাকে সাড়া দেয়নি।

মমতা :—বেশ, সে যদি জানত তার কোন দোষ নেই—তাহলে বাড়ী ছেড়ে গেলই বা কেন?

সোমেশ্বর :—কেন আবার, তোমার ভয়ে—তোমার অমানুষিক অত্যাচারে।

মমতা :—এখন বুঝি সব আমারই দোষ? ঠিক আছে—মামা ভাগ্নে মিলে আর আমার দোষ টেনে বার করতে হবে না।

সোমেশ্বর : নিজের মেজাজ নিয়েই থাক—আমি চললুম নীলমণির কাছে। বিনা দোষে ছেলেটা দুঃখ ভোগ করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। তুমি জেদের বশীভূত হ'য়ে যা করেছ এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

(প্রস্থান)

মমতা :—কাজের কেউ নয়—শুধু—তেজ। যা খুশী করুক—আমি আর ভাবতে পারি না। রাধুটা কোথায় যে গেল—আমাকে বলেও যায় না আজকাল। কি যে হয়েছে ওর তা জানি না। যেদিকে না দেখবো সেদিকেই গোলমাল। (চাকরকে উদ্দেশ করিয়া) ভুলো— ভুলো!

ভুলো :—(নেপথ্যে) যাই মা—

(ভুলো প্রবেশ করিল)

মমতা :—রাধু কোথায় গেছে ?

ভুলো :—তা'ত জানি না—বেরিয়েছেন অনেকক্ষণ—

মমতা :—অনেকক্ষণ মানে ?

ভুলো :—সকাল বেলা—চা খেয়েই—

মমতা :—হুঁ।

ভুলো :—দাদাবাবু আজকাল প্রায়ই দেরী করে ফেরেন। বোধ হয় গান টান শিখছেন।

মমতা :- গান ?

ভুলো :—হ্যাঁ, আজকাল গান করেন গুণগুণ করে—বেশ সুন্দর গলা দাদাবাবুর।

মমতা :—থাক, আর কথায় কাজ নেই। রাধু ফিরে এলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। হ্যাঁ, শোন, খাবারগুলো গরম করে রাখিস—ঠাণ্ডা তরকারী ও খেতে পারে না।

ভুলো :—আচ্ছা মা—

(প্রস্থান করিল)

মমতা :—সত্যই ছেলেটা আমায় ভাবিয়ে তুললে। ওর কিসের এত কাজ ? কোথায় যায় ? নাঃ আর ভাল লাগছে না কিছু। বিকেলে আবার ওকে দেখতে আসবার কথা। (ইতিমধ্যে রাধু চুপি চুপি কয়েক পা প্রবেশ করিল। মমতাময়ী তাহাকে দেখিতে পায় নাই)

রাধু :—মা। আমি এসেছি মা······

মমতা :—রাধু, এসেছিস ! কোথায় ছিলি বাবা এতক্ষণ ? আমি সেই থেকে ভাবছি। (কাছে আসিলেন)

রাধু :—হুঁ, বলনা তুমি আগে—বলতে পারলে না ত ?

মমতা :—কি করে বলব ? তুই ত' আমায় বলে যাসনি বাবা। বল্‌না এত সেজে গুজে গিয়েছিলি কোথায় ?

রাধু :—একটা মজার খবর আছে—হ্যাঁ।

মমতা :—কি মজার খবর ?

রাধু :—যে কাজ বাবা পারেনি, তুমি পারনি—সেই কাজ করেছি।

মমতা :—সে আবার কি কাজ? খুলে বল না বাপু?

রাধু :—বুঝলে না ত?—বিয়ে! হেঁ হেঁ···

মমতা :—বিয়ে? কার বিয়ে?

রাধু—কাব আবার- আমার।

মমতা :—তোব? কোথায় বিয়ে, কার সঙ্গে, কবে?

বাধু :—কবে নয় মা—বিয়ে কবে ফেলেছি।

মমতা :—কি বলছিস বাধু? আমি কিছু জানলাম না—

বাধু :—ঠিকই বলছি মা। আজকেই, রেজেষ্টাবী কবে—

মমতা :—রেজেষ্টাবী,—

রাধু :—ও এসেছে—বাইবে দাঁড়িয়ে আছে—তোমার বৌমা ··।

মমতা :—সে কি! তোর বিয়েতে কত আনন্দ হবে, কত লোকজন আসবে—ধুমধাম হবে, আব তুই কি না বেজিষ্টারী করে—যাক্ যা করেছিস, কবেছিস। যা বৌমাকে নিয়ে আয়···তাকে আবার বাইরে দাঁড় কবিয়ে এলি কেন?

রাধু :—যাচ্ছি—(কিছুটা গিয়া) ওগো শুনছো! এবার ভেতরে এস—মা তোমাকে ডাকছেন।

(মাথায় বড় করিয়া ঘোমটা দেওয়া ছোটখাট একটা অল্প বয়সী বৌ প্রবেশ করিয়া এক কোণে দাঁড়াইল। সে ঈষৎ টেরা)

আবার দাঁড়ালে কেন, এস না, মা ডাকছেন।

মমতা :—আহা থাক্ থাক্—নতুন বৌ, লজ্জা পাচ্ছে। আমি যাচ্ছি। (কাছে আসিয়া) তুমি যেই হও মা, তুমি আমার পুত্রবধূ, আমার ঘরের লক্ষ্মী। আমরা চেষ্টা করেও ওর বিয়ে দিতে পারিনি—ও নিজেই পছন্দ করে যখন বিয়ে করেছে তখন আমার কিছু বলার নেই। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—আজ আমি পুত্রদায় থেকে মুক্ত হ'লাম। এস, তোমার মুখ দেখি।

(সামনে ধরিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে ঘোমটা টানিয়া উপরে তুলিল। রাধুর বউ তাহাতে আনন্দ পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে নাকি সুরে—হি হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল)

রাধুর বউ :—হি-হি-হি — — হি-হি—হি-হি।

মমতা :—(বউ-এর মুখ দেখিয়া মনে ব্যথা পাইলেন। এমন বউ যে হইতে পারে তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই)

—ওঃ রাধু আমায় ধব, মাথাটা—বউ মা— !

(মমতা দেবী সোফায় বসিয়া পড়িলেন ও সংজ্ঞা হারাইলেন। বাধু কিছুই বুঝিল না, আনন্দে উচ্ছসিত হইয়া মা'ব চাবদিকে গুণ গুণ কবিয়া গান ভাঁজিয়া ঘুরিতে লাগিল। রাধুব বউ মাঝে মাঝে হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ করিতে লাগিল। এমন সময় ভুলো প্রবেশ করিল। সে রাধু ও বউকে দেখিয়া অবাক হইল)

ভুলো :—মা, বাবু আসছেন। (নজব পড়িতে) একি মা! দাদাবাবু—উনি আবাব কে ?

রাধু :—কে আসছে বাবু, বাবা ? ওবে বাবা—ওগো, শিগগীর করে পালিয়ে এস—বাবা আসছেন—এস ন'।

(বউকে টানিয়া ভিতবে প্রস্থান করিল। ভুলো কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় সোমেশ্বর বাবু, নীলমণি ও লিলি প্রবেশ করিল। সোমেশ্বর বাবু মমতাময়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, নীলমণি ও লিলি সোফার পিছনে কিছু দূরে দাঁড়াইল। সোমেশ্বর মমতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, ভুলোকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন)

সোমেশ্বর :—কিরে তোর মার কি হ'ল ? শুয়ে কেন ?

ভুলো :—কি জানি বাবু—এসে দেখি উনি—

সোমেশ্বর—যা, আর কথা বাড়াতে হবে না—চট্ করে একটু জল আর হাত-পাখাটা নিয়ে আয়, যা—

(ভুলো ছুটিয়া ভিতরে গেল)

নীলমণি :—মামীমার কি হয়েছে ?

সোমেশ্বর :—তাত' জানি না, শরীর ত' তেমন খারাপ শুনিনি।

(চাকর জল আর পাখা লইয়া প্রবেশ করিল)

দে—নীলমণি তুমি একটু হাওয়া করত, তুই যা—

(ভুলো প্রস্থান করিল। নীলমণি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। সোমেশ্বর বাবু জল লইয়া চোখে মুখে ছিটাইয়া দিলেন। একটু পরে মমতাময়ী জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। তিনি মাথার ধারে সোমেশ্বর বাবুকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন।)

মমতা :—তুমি কখন এলে ? রাধু কোথায় গেল, রাধু ?

সোমেশ্বর :—কোথায় তোমার রাধু ? এই দেখ, কাকে ধরে এনেছি—তোমার নীলমণি গো—কিছুতেই আসবে না।

মমতা :—(উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন) ও নীলমণি। তুমি এসেছ ! এস। রাধু কোথায় গেল, রাধু আর বৌমা।

সোমেশ্বর :—বৌমা ! কি বলছ তুমি ! স্বপ্ন দেখছ নাকি ?

মমতা :—না, না, স্বপ্ন নয়—সত্যি বলছি।

সোমেশ্বর :—ছেলের বিয়ে বিয়ে করে মাথাটা গোলমাল হয়ে যাবে দেখছি—তা বৌমার কথা চিন্তা করেছ ভালই হয়েছে—এই দেখ, বৌমাও এসেছে—আমাদের নীলমণির বৌ গো।

মমতা :—নীলমণি আবার কবে — —

নীলমণি :—হ্যাঁ, মামী। এই গত কালই—

(নীলমণি প্রণাম করিল, পরে লিলিও আসিয়া প্রণাম করিল)

মমতা :—থাক্ মা থাক—সুন্দর মুখখানা—যেন মা লক্ষ্মী। ভেবেছিলাম, ধুমধাম

করে তোদের বিয়ে দেব—সে আর হ'ল কৈ? রাধু আমার রেজিষ্টারী করে বিয়ে করে এল!

সোমেশ্বর :—সত্যিই কি রাধু এসেছে? বৌমাকে নিয়ে এ বাড়ীতে রেজেষ্টারী করে বিয়ে—

নীলমণি :—দুঃখু করছেন কেন মামা, আমাদেরও—।

সোমেশ্বর :—তোমাদেরও তাহলে···যাক্ ভালই হয়েছে। আর দুর্ভাবনার কিছু নেই।

মমতা :—বাঁচা গেল—হাল্কা হ'লাম—সেই থেকে কথাটা শুনে অবধি মনটা এমন খারাপ হয়েছিল।

(এমন সময় দিলীপ হঠাৎ প্রবেশ করিল)

দিলীপ :—আমি ঠিক আন্দাজ করেছি—একেবারে ঘোড়দৌড় কবালেন লিলিদি?

সোমেশ্বর :—কে?···নীলমণি ছেলেটি—

নীলমণি :—দিলীপ···আমাদের ছোট ভাইয়ের মত···খুব ভাল।

দিলীপ :–আপনি নিশ্চয়ই মামা? আমি এ বাড়ী থেকে অবশ্য একদিন তাড়া খেয়ে গিয়েছিলাম।

(নমস্কাব করিল)

সোমেশ্বর :—থাক্ বাবা থাক্।

দিলীপ :—লিলিদি, মাসীমার কথাটা একবার স্মবণ করুন। উনি অন্নজল ত্যাগ করেছেন—আমি কিন্তু আপনাদের না নিয়ে আজ আর যাচ্ছি না।

সোমেশ্বর :—কি ব্যাপার। দিলীপ—ওহো বুঝতে পেরেছি। বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বোধ হয় মনকষাকষি? তা, ও অমন হয়, ও কিছু নয়! চল দিলীপ, আমিই যাচ্ছি আমার লিলি-মার বাড়ী। কর্ত্তব্য ত' আমারও আছে। সম্পর্ক হল যখন তখন দায়িত্ব পালন করতেই হবে। পুত্রদায় ত' আমাদেরও ছিল, উদ্ধার হলাম যখন—চলহে চল।

দিলীপ :—তাই চলুন। সব কিছু যে এত শিগগীর solve হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।

মমতা :—সত্যি আমি অন্যায় করেছিলাম। পরের কথা শুনে নিজের ভাল মন্দ ভুলে গিয়েছিলাম।

সোমেশ্বর :—ব্যাস ব্যাস আর নয়, স্বীকার যখন করেছ তখন আর কোন চিন্তা কোরো না—সব ঠিক হয়ে যাবে—এস দিলীপ এস—।

(সোমেশ্বর ও দিলীপ প্রস্থান করিল, রাধু উঁকি মারিয়া দেখিয়া প্রবেশ করিল।)

রাধু :—নীলুদা !

মমতা :—আয়, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? বৌমা কৈ ?

রাধু :—ভিতরে আছে। বাবার ভয়ে লুকিয়েছিলাম যে।

নীলমণি :—কেন রে লুকিয়ে কেন ?

রাধু :—বাঃ—বাবা যদি ওকে তাড়িয়ে দেয় ?

মমতা :—না, এ কাজ উনি কবতে পারেন না—

নীলমণি :—তুই বৌমাকে ডাক রাধু,—কেমন হয়েছে দেখি।

মমতা :—তেমন হয়নি বাবা। আমাদের লিলি-মার মত সুন্দরী নয়।

নীলমণি :—তা হোক্—ঘরের বউ তার আবার ভাল-মন্দ কি ? তুই ডাক রাধু।

রাধু :—ডাকবো ? বেশ ডাকছি—ওগো শুনছ। বাবা এখন নেই, তুমি খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এস—নীলুদা তোমায়—ইস্ এদিকে দেখিনি ত ! কে দাদা ? বৌদি নাকি ?

মমতা :—হ্যাঁ, আমাদের বৌমা—নমস্কার কর।

রাধু :—নিশ্চয়ই—বৌদি—পায়ের ধূলো দিন।

(নমস্কার করিতে গেল)

লিলি :—থাক্ ভাই থাক—তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি।

রাধু :—সত্যি ! শুধু আমার কথা—ওর কথা নয় ? আমার ব্রজেশ্বরীর ?

মমতা :—তোমরা বোসো বাবা—আমি আশীর্ব্বাদ করবো, কিছু নিয়ে আসি—শুধু হাতে আশীর্ব্বাদ করতে নেই।

(এমন সময় রাধুর বৌ প্রবেশ করিল)

—এস বৌমা, যাও, ওদের সঙ্গে পরিচয় করো—আমার নীলমণি আর বৌমা—যাও বসো গিয়ে, আমি আসছি।

(মমতা প্রস্থান করিল)

নীলমণি :—এস বৌমা এস—লজ্জা কি, আমরা সবাই আপনার লোক।

লিলি :—(কাছে গিয়া রাধুর বৌকে ধরিয়া আনিল) এস না অত লজ্জা কি, এখন ত আর কেউ নেই। ঘোমটা খোল মুখ দেখি—

(রাধুর বৌ কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না)

নীলমণি :—থাক্ থাক্, আমি আছি লজ্জা পাচ্ছে—ঠিক আছে বসো।

(রাধুর বৌ এই কথায় আনন্দ পাইল। নাকি সুরে সে হি-হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

রাধু :—দাদা, আমি আডাল থেকে সব শুনেছি—আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে—ও: তুমিও রেজিষ্টারী—আমিও রেজিষ্টারী—কি মিল দাদা—কিন্তু দাদা—

নীলমণি :—এঁ্যা।

রাধু—বৌদি কিন্তু চুপ করে আছেন—এবার এমন হাসাব না—

লিলি :—না ভাই—এমনিই আমাব হাসি পাচ্ছে—তাহ'লে বিপদে পড়বো। ঠাকুরপো, তোমার বৌ ত' কথাই বলছে না—খুব লাজুক বুঝি ?

রাধু :—খুব···ও না, আমার সঙ্গে কত কথা বলে—এ কথা, ও কথা, সে কথা—দূর আমার লজ্জা করছে।

(নীলমণি হাসিয়া উঠিয়া লিলির কাঁধে হাত রাখিল। রাধুর বৌ ঘোমটার ফাঁক দিয়া তাহা লক্ষ্য করিল। সে ইচ্ছা করিল, রাধুও যেন তাহার কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু রাধুকে বোঝাইতে পারিল না, শেষে আঙ্গুল দিয়া রাধুকে একটা ঠেলা দিল।)

রাধু :—(চমকাইয়া) এঁ্যা ! কে ? ও তুমি ? কেন গা, কি বলছ ?

(রাধুর বৌ ইসারায় লিলির দিকে দেখাইয়া বোঝাইল যে রাধুও যেন তাহার কাঁধে ওই ভাবে হাত রাখে। কিন্তু রাধু বুঝিল না—বোকার মত সজোরে হাসিয়া নীলমণির দিকে দেখিল। রাধুর বৌ শেষে নিরুপায় হইয়া রাধুর কাঁধে হাত রাখিল। কিন্তু সে ছোট বলিয়া পুরা হাত রাখিতে পারিল না ! হঠাৎ ঘরের

কোণে রাখা ছোট একটা মোড়ার উপর তাহার নজর পড়িল। সেটা লইয়া আসিয়া রাধুর পাশে রাখিল ও তাহার উপর দাঁড়াইয়া রাধুর কাঁধে হাত রাখিল। এই মজা দেখিয়া নীলমণি ও লিলি হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল ও যথাসময়ে লিলিকে কাছে টানিয়া ব্যবধান ছোট করিল। রাধু নীলমণির দিকে চাহিয়াই হাসিতে লাগিল। রাধুব বউ মাঝে মাঝে আনন্দে—হি-হি-হি-হি করিতে লাগিল।)

(হঠাৎ ভুলোর প্রবেশ)

ভুলো :—দাদাবাবু—মা ওঘরে আপনাদেব—ইস্।

(ভুলো লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘুরিয়া প্রস্থান করিল। নীলমণি, লিলি, রাধু পুনরায় একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। রাধুর বউ তেমন ভাবেই মাঝে মাঝে হি-হি হি-হি করিতে লাগিল। এমন সময় নেপথ্যে সোমেশ্বর বাবুর গলা শোনা গেল—ভুলো—ভুলো— পিতার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র রাধু ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। এক নিমেষে তার হাসি শুকাইয়া গেল--সে ভিতরে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু রাধুর স্ত্রী তাহার গলায় ঝুলিয়া পড়িল। অবশেষে রাধু নিরুপায় হইয়া তাহাকে পিঠে লইয়াই প্রস্থান করিল—নীলমণি ও লিলি হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে ফাটিয়া পড়িল।)

যবনিকা